গোবিন্দ চয়নিকা

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের
কবিতা-সংকলন

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

(বিক্রমপুরের ইতিহাস, শিশুভারতী সম্পাদক এবং বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা)

সহকারী সম্পাদক

স্বভাবকবির পুত্র শ্রীমান্ হেমরঞ্জন দাস

প্রকাশক

কে সি আচার্য্য

ওরিয়েণ্টাল এজেন্সী

কলিকাতা—১২
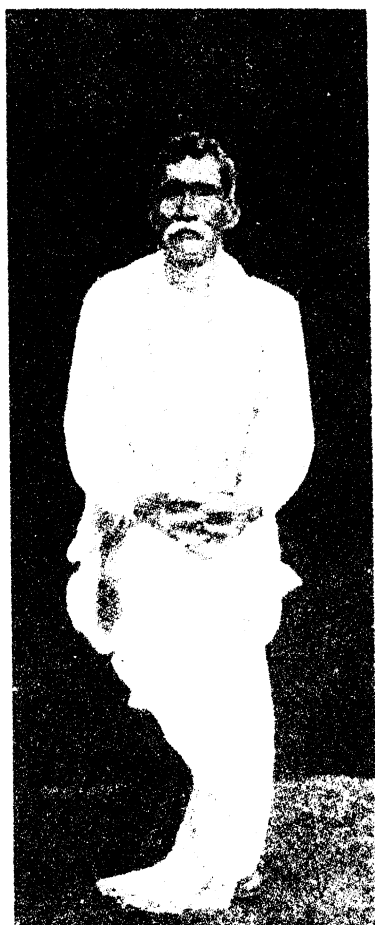
স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

জন্ম— ১২৬১ মৃত্যু— ১৩২৫

প্রকাশকের কথা

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩২৫ সনে মরজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি কয়েকখানা কবিতার পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পায় নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—সমাজ, স্বরাষ্ট্র ও স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা—যাহার কতক বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহাদ্বারা একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। কবির গুণমুগ্ধ ছাত্র ও হিতৈষী বন্ধু, ময়মনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় একার্য্যে হস্তক্ষেপও করিয়াছিলেন। ইহার পর কবি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতার এক সংকলন প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনশন, অর্দ্ধাশন, নির্ব্বাসন, অত্যাচার পীড়িত, শোক-তাপ-দগ্ধ জীবনের অবসান হয়। এই সুদীর্ঘ সময়েও তাঁহার বাসনা পূরণ করিতে কেহ অগ্রসর হইয়াছেন কিনা জানিনা।

১৩৪৫ সনে কবির গুণমুগ্ধ শিষ্য, কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দাস কবির একখানা সংকলন পুস্তক প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করেন। বহু চেষ্টা করিয়াও কবির একমাত্র জীবিত পুত্র অথবা পৌত্রদিগের কাহারও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৩৫২ সন পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা হয় নাই। ১৩৫৩ সনে আবার চেষ্টা আরম্ভ হয় কিন্তু কবির পুত্রের সন্ধান করিতে না পারিয়া দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কবির প্রথম পক্ষের শ্যালক-পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিজ্ঞাপন দেখিয়া কবির পুত্র শ্রীমান্ হেমরঞ্জন দাসের ঠিকানা আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন। এই সংকলনের জন্য হেমরঞ্জন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখেন।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অগ্রজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র আচার্য্য—উভয়েই এই সংকলনে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই চয়নিকার জন্য যেমন পরিশ্রম করিয়াছেন তেমনি বিশদ আলোচনাপূর্ণ এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। কাগজের অভাবের জন্য বিশেষ অনিচ্ছায় ঐ ভূমিকার অধিকাংশ বাদ দিয়া তাহা মুদ্রিত হইল। উহা সংক্ষিপ্ত করায় ভূমিকার মাধুর্য্য ও কাব্য আলোচনা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, এজন্য দুঃখবোধ করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে কাগজের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা হয়ত আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

ওরিয়েণ্ট্যাল এজেন্সী
কলিকাতা, ১৩৫৫

শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য্য
প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রার্থনা ও নির্ভর

স্বদেশ—স্বরাষ্ট্র—সমাজ ও আত্মবিলাপ

পূজা—উৎসব

প্রেম ও মৃত্যু

বিবিধ কবিতা

যৌবন-স্বপ্ন

(প্রেম—প্রীতি—প্রণয়)

ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ—কৌতুক

ভূমিকা

কবির কাব্য-কথা ও জীবনী

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের এই কাব্য চয়নিকার ভূমিকা লিখিতে বসিয়া মনে পড়িল, ফরাসী দেশের একজন প্রখ্যাতনামা শিল্পীর কথা; তাঁহার নাম ছিল বার্ণার্ড প্লেসি। সারাজীবনের সাধনার দ্বারা যখন তিনি সফলকাম হইলেন,—তখন শিল্পী সর্ব্বহারা, নিঃস্ব, ভিখারী,—ঋণদায়ে জর্জ্জরিত, কারাবন্দী। কারাগারেই তাঁহার জীবনান্ত হইল। মৃত্যুর পর দেশবাসী তাঁহাকে চিনিল ও জানিল, আদর করিতে শিখিল এবং তাঁহার প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া প্লেসির একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল। একজন কবি দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া লিখিলেন :

"When he was living he hungered for bread,
They gave him a statue when he was dead."

কবি গোবিন্দদাসের ভাগ্যলিপিও ঐরূপ মর্ম্মন্তুদ কাহিনীতে পূর্ণ, শোক-দুঃখ-জর্জ্জরিত, ব্যথিত ও উৎপীড়িত, নির্ব্বাসিত কবি দ্বারে দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু কয়জন তাঁহাকে সমাদর করিয়াছেন! মর্ম্মপীড়িত কবি, তাঁহার জীবিতকালে যশঃ, অর্থ, মান, সম্ভ্রম কিছুই লাভ করেন নাই। গৃহহারা, বাস্তুহারা কবি হাহাকারের মধ্য-দিয়াই শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। কথিত আছে, কোন ধনী ব্যক্তি কবির মৃত্যুর পর তাঁহার শ্মশানের উপর একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। কবি এই কথা শুনিয়া লিখিয়াছিলেন :

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্!

সেদিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জ্জলা এ স্নেহ-বৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌পট্‌!
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোম্‌রা আমার চিতায় দিবে মঠ" !

কবির এই মর্ম্মস্পর্শী করুণবাণী এখনও সহৃদয় ব্যক্তির প্রাণে গভীর বেদনার সঞ্চার করে। কবি চলিয়া গিয়াছেন শোক-দুঃখ-বেদনার অতীত পুণ্যলোকে, নিখিল বিশ্বের যিনি অনন্ত নির্ভর, তাঁহারই কাছে পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন। 'ফুলের মতই তিনি নীরবে ঝরিয়া গিয়াছেন'।

কবির পরিচয় কাব্যের ভিতর দিয়াই পাওয়া যায়। কবি গোবিন্দদাস তাঁহার কবিতার মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন গোবিন্দ দাস। তাঁহার কবিতার মধ্যে কোনরূপ পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল না। তিনি ইংরাজী জানিতেন না। ইংরাজী সাহিত্যের বা ইংরাজ কবির কোন প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে নাই, এজন্য দেশবাসী তাঁহাকে স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস নামে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় বাঙ্গালী কবি—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তিনি জীবিতকালেও যেমন দুঃখ, দৈন্য ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তেমনি মৃত্যুর পরও তাঁহার স্মৃতির প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন, এমন কি তাঁহার কবিতাসমূহের মুদ্রণ প্রভৃতি কিছুই আমরা করি নাই। কবি বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন :

'একটুকু ভালবাসা একটি স্নেহের ভাষা,
এক ফোটা আঁখিজল কোথাও না পাই!
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই!
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।'

কবি, জীবনের প্রথম অবস্থায় যে দুঃখে ও শোকজীর্ণ দেহে এবং নিরাশ চিত্তে একটু স্নেহের ভাষা, একটুকু ভালবাসা এবং দুঃখে-মনস্তাপে সান্ত্বনার বাণী শুনিতে চাহিয়াছিলেন, কোথায়ও কি তাহা শুনিতে পাইয়াছেন? জীবনে তাহা তিনি পান নাই। উল্কার ন্যায়

জ্বলিয়া পুড়িয়া শোকে-দুঃখে মর্ম্মপীড়িত অনাদৃত কবিকে আজ আমরা তাঁহার কবিতা আলোচনার ভিতর দিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কবি, পাশ্চাত্য ভাবে প্রভাবান্বিত নহেন। দেশের আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল, তরুলতা, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, পূজা-পার্ব্বণ ও উৎসবের আনন্দরবই তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে শোভন-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে। কবি যখন গ্রাম্য ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়িতেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভা উন্মেষিত হয়। জয়দেবপুরের স্কুলে 'বিদ্যোৎসাহিনী' নামে একটি সভা ছিল, বালক গোবিন্দচন্দ্র কবিতা রচনা করিয়া সে-সভায় পাঠ করিতেন।

১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) মাস হইতে কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 'বীণা' নামে "নানা বিষয়িনী কবিতা প্রসবিনী" একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেই বীণার পৃষ্ঠায় "ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি প্রাথমিক রচনার সন্ধান মিলিবে ; মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার প্রথম কবিতা "একদিন" প্রথম বর্ষের (কার্ত্তিক ১২৮৫) বীণাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল।" * সেই যে 'বীণায়' প্রথম কবিতা প্রকাশিত হইল,—আজি হইতে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কবির কবিতা সেই প্রথম মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে! তারপর দিনের পর দিন নির্ঝরের ধারার মত শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কবি তাঁহার কবিত্বের সুমধুর ধারায় কাব্যলক্ষ্মীকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'বান্ধব', 'নব্যভারত', 'সৌরভ', 'Dacca Review', 'সম্মিলনী', 'প্রকৃতি', 'জন্মভূমি', 'নবজীবন', 'কৌমুদী', 'ভারতমিহির', 'আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা', 'প্রতিভা', 'নারায়ণ', নব পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী' প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকাগুলির পুরাণো পাতা উল্টাইয়া যান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—কবি-প্রতিভা কিরূপ অসামান্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছে।

কবি গোবিন্দ দাস প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন ; এবং বালক বয়স হইতেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন, কাজেই কবির কবিতার বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইলে আমরা যেমন শত বর্ষ পূর্ব্বের রাষ্ট্র ও সমাজের কথা ভাবিব, তেমনি লক্ষ্য করিব তাঁহার ঋষিজনোচিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রতি! এজন্য আমরা কবির এই চয়নিকায় যে ভাবে কবিতা সঙ্কলন করিয়াছি তাহার পরিচয় দিলাম। যেমন—প্রার্থনা ও নির্ভর, যৌবন-স্বপ্ন, স্বদেশ-স্বরাষ্ট্র-সমাজ, পূজা-উৎসব, প্রেম ও মৃত্যু, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও বিবিধ কবিতা প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। ইহা হইতে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কবির কাব্যের রস ধারা উপলব্ধি করিবার পথ সহজ হইবে বলিয়া মনে করিতেছি।

---

* রাজকৃষ্ণ রায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান তাঁহার যৌবন-স্বপ্নের কবিতা। এই কবিতাগুলি সরল কবিত্ব মাধুর্য্যে এবং প্রেমবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। প্রেমের কবিতায় বৈরাগ্যের বা আধ্যাত্মিকতার ভাণ তিনি করেন নাই।

বাঙ্গালার জাতীয়তা সৃষ্টির মূলে বাঙ্গালী কবিগণের দান অতুলনীয়। জাতীয় জাগরণের ইতিহাস বিরচিত হইবার বর্ত্তমান সুদিনে, স্বাধীনতার নব অরুণোদয়ে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ নেতাগণের নামের সহিত বাঙ্গালার কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিক-গণের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি যেমন ভারতবাসীর প্রাণে নব উদ্দীপনার সুর জাগাইয়া ঐক্য সাধনার মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, . তেমনি কবি গোবিন্দচন্দ্র জাতীয় জাগরণের জন্য নূতন সুরে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বভাবকবি গোবিন্দদাস অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দেশাত্মবোধক মহামিলনের বাণী প্রচার করেন। তাঁহাকে বলা চলে স্বদেশ-প্রেমিক মহাকবি।

কবি সর্ব্বত্রই মৃতপ্রায় সমাজের শক্তি-সাধনার জন্য আহ্বান গীতি গাহিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা ও গানে একদিকে যেমন জনসাধারণের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা ছিল পরিস্ফুট, তেমনি জাতীয় অনৈক্যের ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল। একদিন এ দুর্ভাগা দেশের দুঃখের কথা গাহিতে গিয়া কবি বিবিধ দুর্দ্দশা এবং স্বার্থপরতা দেখিতে পাইয়া ব্যথিত হইয়াছেন,—'স্বদেশ', 'হিন্দু-মুসলমান', 'কংগ্রেস', বাঙ্গালী, 'অসুর পূজা', 'তাড়কার বন,' 'আমার হরিহর' প্রভৃতি বহু কবিতায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এক সময়ে এইসব কবিতার দ্বারা দেশের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল—লোকের মুখে মুখে নিত্য ধ্বনিত হইত,—"স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়"। "হিন্দু মুসলমান" 'আমার হরিহর' প্রভৃতি বহু কবিতা বাঙ্গালী জাতিকে দেশ-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কবির 'পূজা-উৎসব' কবিতাগুলিও দেশপ্রীতির নানা ভাব ধারায় পরিপূর্ণ।

ভারতবর্ষের সমস্যা সমূহের মধ্যে প্রধানতম সমস্যা-ভারতের দুইটি সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয় ছিল, দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, দারিদ্র্য, কৃষকদের দুরবস্থা, শিক্ষার অভাব, শিক্ষিত যুবকগণের বেকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসায় পৌছিতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধন প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কবি 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক কবিতায় উভয় জাতির মিলন চাহিয়াছিলেন।

কবি কংগ্রেসের জন্মকাল সেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই উহার উদারনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তরুণ বয়সে—মাত্র ২২ বৎসর বয়সে যুবক কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছিলেন :

'আমরাই হব সচিব প্রধান
আমরাই হ'ব দ্বারে দ্বারবান,
আমরাই হ'ব বণিক কৃষাণ,
তাঁতি, কর্ম্মকার, আমরা সেহ'।

কবি নারীজাতিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং সৌন্দর্য্যময়ী নারীর রূপের নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নারীর উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সমাজের সেই অন্যায়কে তিনি কোনরূপেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই! সমাজনেতাগণের মিথ্যা ছলনা ও প্রবঞ্চনা তাঁহার চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়াছিল। তাঁহার 'বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়', 'থাকুক আমার বিয়া', 'প্রতিহিংসা', প্রভৃতি বহু কবিতায় তাহা পরিস্ফুট।

প্রেম ও মৃত্যু, শোক-পীড়িত কবির বেদনার করুণ অবদান। শোকের দহনের মধ্য দিয়াই তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মী উপহার দিয়াছেন অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। আমরা শৈশবে কতদিন পল্লী মহিলাগণের এবং সেকালের তরুণদের মুখে মুখে কবি-প্রিয়া সারদাসুন্দরীর তিরোধানের সেই মর্ম্মস্পর্শী কবিতা শুনিয়াছি—'কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর'?

কবির সমুদয় কবিতা আলোচনার স্থান আমাদের নাই। স্থানাভাবে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম মাত্র।

কবি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি মাত্র কবিতা 'বিবিধ' অধ্যায়ে প্রকাশ করিলাম। "প্রার্থনা ও নির্ভর" অধ্যায়ে অল্প সংখ্যক কবিতা দেওয়া হইয়াছে বটে, তন্মধ্যে 'কে আছে আমার', 'দিন ফুরায়ে যায়', 'কেন বাঁচালে আমায়', 'পাপ-পুণ্য', 'কর্ত্তব্য' প্রভৃতি কবিতার তুলনা হয় না, এমন কবিতা বাংলা ভাষায় বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কবি বার্নস্ যেমন নিজের গ্রাম্য ভাষাকে কাব্যে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, গোবিন্দ দাসও পূর্ব্ববাঙ্গলার প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন; পূর্ব্ব বাংলার অখ্যাত ফুল, পাখী, গাছপালা, তরুলতা প্রভৃতির নাম সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন। পিপি, কোড়া, সরালী, কালেম, কড়গাই, ডাহুক, টোপাঠালি, বেহুন, উদ্‌লা, খাড়াকৃখাড়া, ওশোরায়, শুঁড়শুঁড়ি, মোচ্‌ড়ামুচ্‌ড়ি, আখট্ট, নাও, পাথালি, আগড়া গাছ, বউনা গাছ, কীল-কুনি (পিঠে খায় কীল কুনি) রক্তচিতা ফুল, পেঁচ-গোঁচে, খৈল-গিলা, নীলা-নীলা বাতাস,

চুলা, খেতালে,—'আম গাছে বৈয়া লো, সোণাপাখী ডাকলো,'—ডোগা, ছাবী, উলুছন, নিলাজী বনে, কাফিলা গাছ, ঝিয়ারী, বহুরী, নায়রী,—কবির কবিতায় এইরূপ বহু গ্রাম্য শব্দ এমন সুন্দর ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে পল্লীর একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য মনে জাগিয়া উঠে।

এই চয়নিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে যেমন কবিতা সংকলন করিয়াছি, তেমনি বহু পুরাতন মাসিক পত্রিকা হইতেও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি চয়ন করা হইয়াছে। কবির সমুদয় কবিতা একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। আমরা প্রথম খণ্ডে যতদূর সম্ভব নির্ব্বাচনের বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনেক কবিতা প্রকাশ করিলাম, দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যও বহু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবির তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেমরঞ্জন দাস আমাদের এই সঙ্কলন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পিতার রচিত কবিতাবলী সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হয় এজন্য সতত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমান্ হেমের আগ্রহাতিশয্যেই আমাকে এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে।

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রচিত 'ফুলরেণু' গ্রন্থে নিম্নলিখিত রূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :

'জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর'
জয় জয় পুণ্যময়ী ধবলা 'চিলাই'
প্রকৃতির রত্নভাণ্ডে সুধা সুমধুর
বিধাতা রেখেছে, বুঝি আর কোথা নাই।
এই দেবপুরবাসী—দেবতা আমার,
জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ',
'সারদা' প্রেয়সী পত্নী প্রেমপারাবার,
দুহিতা 'প্রমদা, মণি' তাহাদের সাথ
হারাইয়া আর কত আত্মীয় স্বজন,
হারায়ে সে দেবভূমি প্রিয় দেবপুর,
স্বর্গের দেবতা করি নরকে ভ্রমণ,
'খেদাইয়া দি'ছে মোরে দানব অসুর।
যে দেশে যেখানে ভাই, যে ভাবেই মরি
'জয়দেবপুর' বলি' বলো হরি হরি'!

এইভাবে তিনি আত্ম-পরিচয় লিখিয়াছিলেন ১৩০৩ সালে—তখন তাঁহার বয়স বায়ান্ন বৎসর।

কবি নর্মাল স্কুলের শিক্ষার পর ভাওয়ালের নিকটবর্ত্তী একটি বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়িতে যান, কিন্তু সেখানে অধ্যয়ন শেষ না করিয়াই চলিয়া আসেন। ইহার পর তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। এ-সময় হইতেই আরম্ভ হইল জীবনে নানা অশান্তি। সে দেশের রাজা কালীনারায়ণ রায়ের স্নেহ ও অনুগ্রহে প্রজারা সন্তুষ্ট ছিলেন এবং কবিকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা ছিল :

দ্বেষ নাই হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই,
কেবলি স্নেহেতে ছিল মাখা পরস্পর।
ছিল সবে শান্তি সুখে, সতত প্রসন্ন মুখে,
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর!
কত ছিল ক্ষেতখোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা,
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর!
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল,
দুধে ভাতে সকলেই পূরিত উদর!
আছিল নিঃসঙ্গ মনে, প্রিয় পরিবার সনে,
মা বোন্ সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর।
নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে,
কাড়িয়া নিত না কোন দানব পামর।
সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারী নর!
সে দেশ আছিল ভাই দেব নিকেতন,
ধার্ম্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ!

*　　*　　*

শতবর্ষ পূর্ব্বে একজন ধার্ম্মিক জমিদারের সুশাসনে প্রজাবৃন্দ কিরূপ শান্তি সুখে—ধনে মানে সম্ভ্রমে ও দুধ ভাত খাইয়া বাস করিত কবি তাহার একখানি মনোজ্ঞ চিত্র দিয়াছেন।

রাজা কালীনারায়ণের মৃত্যুর পর কবির ভাগ্যলিপিতে দেখা দিল দারুণ দুর্দ্দিন। যৌবন-মধ্যাহ্নে পত্নী সারদাসুন্দরীকে চিলাই নদী তীরে বিসর্জ্জন দিলেন :

'সে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার,
সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,
আজিও শ্মশান-শয্যা আছে সারদার !
কুমুদ কমল হায়, শরত সাজায় তায়,
সায়াহ্নে জ্বালায়ে দেয় দীপ তারকার,
কুয়াসা ধূমের রূপ, শিশির দিতেছে ধূপ,
বাজায় মঙ্গল শঙ্খ হংস অনিবার !
প্রভাত পাখীর স্বরে, বসন্ত বন্দনা করে,
পবিত্র প্রণয়-গীতি গাইয়া তাহার !
স্নেহের নয়নাসারে, বরষা ধোয়ায় তারে,
ঢালিয়া নবীন মেঘে নব জলধার !
দেবদেশে ছিল ভাই বসতি আমার' !

পত্নী বিয়োগের এক বৎসর পরে কবির ভ্রাতৃবিয়োগ হইল। শোক-দুঃখের পর নানা বিপদ আসিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল—নানাস্থানে, নানাজনের আশ্রয়ে এবং নানারূপ কার্য্য করিয়া দুঃখ দৈন্যে নিপীড়িত হইতেছিলেন, গ্রহবৈগুণ্যে ভাওয়াল হইতে উৎপীড়িত ও নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল, বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে—সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ! তিনি যখন ভাওয়াল হইতে নির্ব্বাসিত হন, তখন ভাওয়ালের অবস্থা কেমন হইয়াছিল—কবির কথায় তাহা বলিতেছি :

'যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নরনারী,
শোকে দুঃখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর !
সয়তান লাগিয়া পিছে, কলম কাড়িয়া নি'ছে,
তাহারা হয়েছে আজ পশু বনচর।
তাহারা ভূতেরে পূজে, জুতা খায় মাথা গুঁজে,
পিঠে খায় কীল কুনি, গালে খায় চড় !
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,
মা বোন্ সতীত্বহারা করে ধড়ফড়' !

নির্ব্বাসিত কবি তাঁহার জীবনের অনেক কথা তাঁহার 'নির্ব্বাসিতের নিবেদন', 'ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ' এবং 'আমার বাড়ী' ও অন্যান্য কবিতা হইতে তাহার পরিচয় পাইবেন।

বড় দুঃখে অবশেষে নির্ব্বাসিত কবি, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের নিকট সুবিচার না পাইয়া 'মগের মুলুক' নামে একখানি ব্যঙ্গ কাব্য রচনা করেন; ঐ ব্যঙ্গ কবিতা 'প্রকৃতি' পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যায় (১২৯৯ সালে) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতার জন্য রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ম্যানেজার, বান্ধব সম্পাদক রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ঢাকা ফৌজদারী আদালতে কবি ও প্রকৃতি সম্পাদকের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ঐ মোকদ্দমা পরে আপোষে মিটিয়া যায়।

কবির দুঃখময় জীবন নানাজনের আশ্রয়ে, বিভিন্ন সময়ে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে শেরপুরের বিখ্যাত জমিদার ৺হরচন্দ্র চৌধুরী, মুক্তাগাছার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, 'নব্যভারত' সম্পাদক নির্ভিক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'সৌরভ' সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার, ও ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালকমণ্ডলীর নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁহারা কবিকে বিপদের সময় কেহ অর্থ দ্বারা, কেহ লেখনীর দ্বারা নানাভাবে সাহায্য করিতে উদ্যোগী ছিলেন। কবিও ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসর পরে কবি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁ নিবাসী ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন এবং ব্রাহ্মণগাঁ পল্লীতেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। এই পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে মাত্র হেমরঞ্জন জীবিত আছেন। কবির প্রথম পুত্র ৺অরবিন্দের দুই পুত্র ও স্ত্রী এবং কবির কন্যা শক্তি ও ভক্তি জীবিত আছেন। সারদার গর্ভজাত কন্যা প্রমদা ও মনিকুন্তলা কবির জীবিতকালেই পরলোক গমন করিয়াছিল।

এই ভাবে নানারূপ দুঃখ-দৈন্য ও শোক-জর্জ্জরিত কবি ১৩২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন প্রভাতে ঢাকা নগরীতে নারান্দার ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাণত্যাগ করেন। কবি যে বাড়ীতে থাকিতেন, উহার নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে সে-সময় আমি বাস করিতাম। কবির কাতর সংবাদ পাইয়া স্বর্গত ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই, ভূপেন বাবু ব্যবস্থা দিলেন, ঢাকা আলবার্ট ফার্মেসী হইতে আমি ঔষধ আনিয়া দিলাম। ইহার পর দিবস বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে কলিকাতায়

আসিতে হইল, আসিবার সময় ভূপেন বাবুকে কবির চিকিৎসার ব্যাবস্থা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসি। কলিকাতায় আসিবার দিনকয়েক পরে সংবাদপত্রে পড়িলাম—কবির তিরোধান হইয়াছে। রোগের দ্বিতীয় দিবসের দেখাই আমার শেষ দেখা।

কবি গোবিন্দ দাসের সহিত আমার দীর্ঘকালের পরিচয় ছিল। আমি ১৩৩০ সালের সচিত্র 'শিশিরে' তাহার লিখিত পত্র সহকারে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং বিভিন্ন পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার লিখিত বহু পত্র এখনও আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে।

আমাদের এই 'গোবিন্দ-চয়নিকার' প্রকাশের উদ্যোক্তা এবং প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র আচায্য মহাশয় একান্ত ধন্যবাদভাজন। তিনি কবির একজন অনুরাগী ভক্ত। কবির মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, না হইয়াছে তাহার গ্রন্থনিচয়ের নূতন সংস্করণ, না প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার কবিতাবলী হইতে কোন সঞ্চয়ন। এ বিষয়ে উৎসাহী বন্ধু কৈলাস বাবুই অগ্রণী হইয়া বাংলাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতানিচয় পুনরায় জনসমাজে উপস্থিত করিবার সুযোগ দিলেন, সেজন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমরা এই সঙ্কলন উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী প্রভৃতি বিবিধ লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত পুরাতন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা হইতে অনেক কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি। এ সমুদয় পুঁথিশালার কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে এ-বিষযে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের পরিচালকবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমরা আশা করি বাঙ্গালী মাত্রেই এই গ্রন্থখানির সমাদর করিবেন এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও ইহার যথাযোগ্য স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কবির তিরোধানের পর কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, কবি কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহু কবি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহাদের রচিত কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রার্থনা ও নির্ভর

গোবিন্দ চয়নিকা

বেদমন্ত্র

"পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্।
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্॥"

আমাদের সেই আয়ু, আত্মা, প্রাণ, মন,
ফিরিয়া আসুক পুনঃ শ্রবণ, নয়ন।
যাহা হইয়াছে নষ্ট—যাহা আর নাই,
ফিরিয়া আসুক তাহা—পুনঃ তাহা পাই।

আসুক বাহুর বল বুকের সাহস,
ফিরিয়া আসুক সেই বীর-কীর্ত্তি—যশ!
আসুক বিশ্বাস ভক্তি আসুক মমতা,
উদ্যম উৎসাহ বীর্য্য জিত-ইন্দ্রিয়তা!

আসুক সে সত্যনিষ্ঠা সংযম বিনয়,
সে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য সুধা শান্তিময়!
ফিরিয়া আসুক সেই আনন্দ মঙ্গল,
লইয়া পতাকা হস্তে জয় কোলাহল!

সেই বিদ্যা সেই বুদ্ধি আসুক সে জ্ঞান,
বেদমন্ত্রে করে কবি অজেয় আহ্বান!

১৩১৬

ময়মনসিংহ

জয় জগদীশ্বর

দিবানিশি সে আমারে রাখে কোলে কোলে !
আমি না থাকিতে চাই,
লাফায়ে পড়িয়া যাই,
আমি না উঠিতে চাই
সে ধরিয়া তোলে।
নানারূপে কাছে কাছে,
পথ আগুলিয়া আছে,
আমি ত তাহারে ভুলি
সে ত নাহি ভোলে।
দিবানিশি সে আমারে রাখে কোলে কোলে।

২

আমার হৃদয়-দ্বারে,
রুধি তারে বারে বারে,
আসিতে দেই না তবু
সে ত ঠেলে খোলে !
আমি ত দেইনা কাণ,
তবু করে নানা গান,
তুষিতে আমার প্রাণ
জগতের রোলে !

৩

আমি ত না ভালবাসি,
তবু আসে হাসি হাসি,
সে হাসি মধুর গন্ধ
ফুলে ফুলে দোলে !

আমিত চাহিনা তায়,
তবু ফিরে পায় পায়,
আলিঙ্গন দিয়ে যায়
মলয় হিল্লোলে!

৪

আমি ত কইনা কথা,
তবু তার কি মমতা,
ডাকে পিতা মাতা ভ্রাতা
সুমধুর বোলে!
কিছুই বুঝিনা আমি,
সেকি জায়া সেকি স্বামী?
কেন সে প্রেমেব সিন্ধু
বহিছে কল্লোলে!

১৩২৪
কলিকাতা

আমি তোমার

শান্তিময় ঈশ্বর! প্রেমময় ঈশ্বর!
দীনবন্ধু! দীননাথ!
সংসারের এই পাপের পরাণে,
স্বর্গীয় শিশির শীতল তোমার
করহে করুণা নয়নপাত!

২

জানি না কেন যে হৃদয় এমন,
উদাস উদাস করে,

আশার আলোক নিবিয়ে গিয়েছে,
অনন্ত কালের তরে।
সংসার আমার অনলে বেড়া,
সংসার আমার কণ্টকে ঘেরা,
সংসার আমার বিষের সাগর,
অনন্ত উষর ভূমি,
স্বর্গীয় শীতল করুণা তোমার,
বিশল্যকরণী করুণা তোমার,
মৃত সঞ্জীবনী করুণা তোমার,
অন্তঃপ্রবাহিনী করুণা তোমার,
করহে করুণা,—আমিও তোমার—
করুণা-সাগর তুমি।

৩

"আমি তোমার।"
নিঃশঙ্ক প্রাণে, নির্ভয় প্রাণে, মুক্তকণ্ঠে,
প্রাণ ভরিয়া, মন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া,
আবার আজি তোমায় বলিলাম,
"আমি তোমার।"
শান্তিময় ঈশ্বর। প্রেমময় ঈশ্বর।
নিষ্ঠুর পাষাণ মানুষের মত,
করিও না ইহা অস্বীকার!

৪

নাথ। সংসারে কেহই চাহেনা কাহারে,
সাধিয়াছি কত ভাসি অশ্রুধারে,
নিষ্ঠুর সংসার,

দেয়নি আশ্রয়, লয়নি আমার
এই আত্ম-উপহার !
নহে এক দিন, নহে দুই দিন,
কত সাধিয়াছি সবে করে ঘৃণা,
অনেক সয়েছি আর ত পারি না,
দেও হে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লও হে পাপীর আত্ম-উপহার,
লও নাথ একবার,
"আমি তোমার"।

৫

জীবনাধার !
জননী করেনা হৃদয়ে গ্রহণ,
সহোদর করে কত অযতন,
সঁপিয়াছিলাম যারে প্রাণ মন,
ঘৃণা করে সেই সুহৃৎ সুজন,
ফিরিয়ে চাহে না একবার !
দিয়েছি প্রাণের কপাট খুলিয়া,
দিয়েছি আহ্লাদে দু'হাতে তুলিয়া,
হৃদয়ের এই উপহার !

৬

প্রাণেশ !
কৌমুদী-বসনা যামিনীরে কত,
বলিয়েছি নিশি, আমি তোমার !
রজত-কুসুম-হাসি শশধরে,
বলিয়েছি শশি আমি তোমার !

মণিময়-জ্যোতি তারকাসুন্দরে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার !
কেহই তো নাথ করেনা গ্রহণ,
পাপের উচ্ছিষ্ট দগ্ধ প্রাণ মন,
হৃদয়ের এই উপহার !

৭

তরুণ অরুণে প্রভাত সময়,
অমল কমলে—পরিমল বয়,
স্বচ্ছ সরসীরে—সরল হৃদয়
বলিয়েছি কত আমি তোমার !
শিশির মাখান কম-কামিনীরে,
কুসুম-রূপসী চামেলী বেলারে,
উপবন-শোভা গোলাপ কলিরে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার।

অনন্ত উন্নত গিরি হিমালয়ে,
রজত-সলিল-নির্ঝর নিচয়ে,
নব পল্লবিত তরুলতাগণে,
শ্যামল সুন্দর চারু উপবনে,
মৃদুলা বাহিত মঙ্গল অনিলে,
শ্যামা বুলবুল দয়েল কোকিলে,
হেমন্তে বসন্তে শিশিরে শরদে,
আঁধারে আলোকে তড়িতে নীরদে
বলিয়াছি কত আমি তোমার !

সবাই আমারে করে নাথ ঘৃণা,
অনেক সয়েছি, আরত পারি না,

দেওহে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লও তবে নাথ প্রীতি পারাবার,
হৃদয়ের এই উপহার
"আমি তোমার!"

৮

নাথ! সাগরে যেমন নদ নদীচয়,
কেহ কর্দ্দমাক্ত কেহ স্বর্ণময়,
চলিছে জীবন, তেমনি হৃদয়
তোমাতে মিশিবে, করুণাসাগর তুমি!
বড়ই সরল নীল পাবাবার,
বড়ই তাহার হৃদয় বিস্তার,
সকলে সমান আদর তাহার,
তেমনি তুমিও করহে গ্রহণ।
যদিও
আবিল জীবন-প্রবাহ আমার,
প্রবাহি পাপের পাণ্ডুল ভূমি!
নিরাশ্রয় এই জীবন আমাব,
সাগরের তৃণ কুল নাই আর,
চারিদিকে দেখি আকুল পাথার,
কোথা হে জীবনাধার!
কোথা শান্তিময় প্রিয় প্রাণেশ্বর,
দেখ ভয়ে কত কাঁদিছে অন্তর,
তোল করুণায় প্রসারিয়ে কর,
বাঁচাও জীবন,—**আমি তোমার!**

১২৮৬
জয়দেবপুর, ঢাকা

কে আছে আমার

কে আছে আমার ?

এই যে বিশাল ধরা, কত রাজ্য দেশ ভরা,

কত জনপদ গ্রাম সংখ্যা নাহি তার।

কে আছে এ পৃথিবীতে, এ দগ্ধ জলন্ত চিতে,

একটু সান্ত্বনা দিতে কে আছে আমার ?

এত দুঃখে মনস্তাপে, এত কাঁদি শোকে তাপে,

এত যে ভাঙ্গিয়া গলা করি হাহাকার।

ভ্রূক্ষেপে চাহে না ফিরে, কেহই শোনেনা কিরে ?

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার ?

২

কে আছে আমার, আমি একা—অসহায়,

দেখেছি আমার দুখে, দয়া নাই কারো বুকে,

এক বিন্দু অশ্রুজল নাহি এ ধরায়।

দেখেছি খুঁজিয়া ধরা, শুধু নিষ্ঠুরতা ভরা,

একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায়।

খুঁজিয়াছি পৃথিবীরে, অস্থি মজ্জা শিরে শিরে,

প্রতি অনু পরমাণু রেণু কণিকায়,

একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায়।

৩

কে আছে আমার ? আমি একা—অসহায়,

যেখানে-সেখানে আছি, মরি মরি—বাঁচি বাঁচি,

সংসার তোমার তাতে কিবা আসে যায় !
আমি যাই অধঃপাতে, ক্ষতি নাই তোমার তাতে,
কাঁদেনা তোমার প্রাণ পাষাণের প্রায়।
ভিখারী ভিক্ষুক বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে,
পাইনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায় !
একটি স্নেহের ভাষা, একটুকু ভালবাসা,
একটী নিশ্বাস দীর্ঘ,—হায়, হায়, হায়,
পাইনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায় !

৪

একাকী সংসারে আমি, কে আছে আমার ?
ভাই-হারা বন্ধু-হারা, দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়া,
এমন কপাল-পোড়া আছে না কি আর ?
আছে কি আমাব মত, জগতে দুর্ভাগা এত !
"আমার" বলিতে যার নাহি অধিকার !
এমন 'আমার-হাবা', কোথা আছে আমি ছাড়া,
বিরাট বিশাল বিশ্ব খুঁজে মেলা ভার।
সামান্য পথের ধূলি, হৃদয়ে লইলে তুলি,
সঙ্কুচিত হয় চিত্ত নাহি পারি আব,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার ?

৫

আমি যেন সংসারের কেহ কিছু নই,
জগতে কিছুতে মম নাহি অধিকার।
রবি শশী সমুদয়, এই যে উদয় হয়,
ঘুচাইয়া সকলের আখি অন্ধকার ;
ইহারা আমার তরে, আলো দান নাহি করে,

কে আমি এ সংসারের—আমি কোন্ ছার ?
এই যে সমীর বহে, আমার লাগিয়া নহে,
তরু, তৃণ, ফল, শস্য ধরেনা আমার।
তবু বেহায়ার মত, ঘৃণায় লজ্জায় এত,
নিষ্ঠুর জগতে আছি—ধিক শতবার,
এত হেয় অবজ্ঞেয় জীবন আমার।

৬

কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায় ?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিক অন্য,
শকুনী গৃধিনী মম শেষের সহায়।
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম—হায়, হায়, হায়,
কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায় ?

৭

কোন্ কালে ছিঁড়িয়াছে ভবের বন্ধন,
মিছে সে আশায় আছি, মিছে সে আশায় বাঁচি,
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ।
এই যে বিশাল ধরা, এত নর নারী ভরা,
একটী মিলিল কই মমতা তেমন ?
এ দেশে আছে কি তারা, পাপিষ্ঠ মানুষ ছাড়া ?
দেবতা, দৈত্যের দেশে তিষ্ঠেনা কখন।
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ।

৮

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
যারে দেখি তারে যেয়ে, শুধুই শুধাই গিয়ে,

তুমি কিরে 'জগবন্ধু' জীবনের ভাই ?
তুমি কি ভগিনী মম, প্রাণ হতে প্রিয়তম,
পূজনীয় দেবী সম আমি যারে চাই ?
দেখিলে বালিকা মেয়ে, মিছে কোলে করি যেয়ে,
প্রাণের 'প্রমদা' বলে মিছে চুমা খাই।
কেহই বলে না কথা, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা,
অনাদরে প্রাণ মন পুড়ে হলো ছাই।
একটুকু ভালবাসা, একটী স্নেহের ভাষা,
এক ফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই।
সত্যই এ বসুন্ধরা, কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই।
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।

৯

মিছামিছি দিশি দিশি করি অন্বেষণ,
দেখিয়াছি অনিমেষে, অনন্ত আকাশ দেশে,
উঠে কত রবি শশী গ্রহ তারাগণ,
খুঁজিয়াছি পাতি পাতি, সে নব লাবণ্য-ভাতি,
একটী 'সাবদা' নাহি মিলে কদাচন।
একটী ভগিনী ভাই, অনন্ত আকাশে নাই,
একটী প্রমদা নাহি তোষে প্রাণ মন।
ওঠে কত শশী তারা তরুণ তপন।

১০

মিছামিছি দিশি দিশি করি অন্বেষণ,
উপবনে শত শত, দেখেছি কুসুম কত,
কামিনী গোলাপ কুন্দ করবী কাঞ্চন,
দেখিয়াছি ফুলে ফুলে, কি মঞ্জরী কি মুকুলে,

সারদার স্নেহ-সুধা মিলেনা তেমন।
ভগিনী ভাইয়ের মত, ভালবাসা নাহি তত,
সামান্য সৌরভে নাহি জুড়ায় জীবন।
দেখিয়াছি সরোবরে, কমল কুমুদ থরে,
একটী 'প্রমদা' নাহি ফোটে কদাচন।
মালতী মাধবী জাতি, সূর্য্যমুখী বেলী যূথী,
বকুল বান্ধুলী বক সেউতী রঙ্গন।
দেখেছি কুসুম কত, উপবনে শত শত,
একটী 'সারদা' ফুল ফোটে না কখন।
দেখেছি বসন্ত কালে ভরা উপবন।

১১

শুনেছি বসন্ত কালে কোকিল কূজন,
শুনিয়াছি শাখে শাখে, পাপিয়া দয়েল ডাকে,
শ্যামার সঙ্গীত বটে ভুলায় ভুবন।
দেখিয়াছি যথা তথা, মৃত তরু মৃত লতা,
মঞ্জরী মুকুলে ফুলে জাগে উপবন।
কিন্তু এ পাখীর গানে, সে সুধা পশে না প্রাণে,
সারদা প্রমদা সুধা ঢালিত যেমন।
ভগিনী ভাইয়ের ভাষা, মিটাইত যত আশা,
কলকণ্ঠে সে পিপাসা, হয় না বারণ।
শুনেছি বসন্ত কালে কোকিল কূজন।

১২

মিছামিছি দিশি দিশি ভ্রমি অকারণ,
দেখিয়াছি অন্বেষিয়া, অমর ভুবনে গিয়া,
দেবতা ছত্রিশ কোটি সুরবালাগণ;
অমর ঐশ্বর্য্যচয়, দেখিয়াছি সমুদয়,

দেখিয়াছি কুসুমিত দেব-উপবন।
সারদা ভগিনী ভাই, প্রমদা সেখানে নাই,
অমর জানেনা আহা মমতা তেমন !
দেখিয়াছি পরখিয়া, দেবতার সুধা দিয়া,
প্রাণের জ্বলন্ত জ্বালা নহে নিবারণ !
দেবতা জানেনা আহা মমতা তেমন।

১৩

মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ ;
দেখেছি খুঁজিয়া স্বর্গ, মিলে বটে চতুর্ব্বর্গ,
মিলে সুখ, মিলে শান্তি—অনন্ত জীবন।
দেখিয়াছি অন্বেষিলে, সালোক্য সাযুজ্য মিলে,
মিলে সে নির্ব্বাণ মুক্তি করিলে সাধন।
কিন্তু সে ত্রিদিব ধামে, জনক জননী নামে,
দেবের দেবতা নাহি মিলে কদাচন।
কোথা সে পবিত্র ঠাঁই, কল্পনায় নাহি পাই,
কোথা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব করিছে পূজন,
দেবের দেবতা তারা কোথায় এখন !

১৪

মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ,
ত্রিদিবেও নাহি যারা, বৃথা খুঁজি বসুন্ধরা,
কে আছে এমন মুর্খ, আমার মতন ?
শুধু এ দৈত্যের দেশে, মানব মানবী বেশে,
দানব দানবী আছে ভরিয়া ভুবন।
করুণা মমতা শূন্য, নাহি জানে পাপ পুণ্য,
পিশাচ রাক্ষসগুলা কাহার সৃজন ?
মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ।

১৫

কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায় ?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিক অন্য,
শকুনী গৃধিনী মম শেষের সহায়।
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম—হায়! হায়! হায়!
কেন এ সংসারে আছি,—কার মমতায় ?

১২৯৩
সেরপুর, ময়মনসিংহ

জগবন্ধু—কবির ভ্রাতা, সারদা—প্রথমা স্ত্রী, প্রমদা—কন্যা।

কোথায় যাই !

আর ত পারিনা আমি নিতে !
করুণার মমতার, এ বোঝা—এত ভার,
আর আমি পারিনা বহিতে।
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ,
আর না কুলায় শকতিতে !
হৃদয় গিয়েছে ভরে, নয়নে উছলে' পড়ে,
ধরেনা ধরেনা অঞ্জলিতে।
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে।

২

আমারে দিওনা কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারিনা মুছিতে।

এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে নাপায়, পারেনা বুঝিতে।
জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা শুধু ভিক্ষা,
একটু শিখিনি কারে দিতে।
কত ভাবি দিব যেয়ে, দিতে যেয়ে বসি চেয়ে,
সে ত গো জানেনা ফিরাইতে।

৩

সে জানেনা কণা বিন্দু, সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু,
ছোট বুকে পারিনা রাখিতে।
আরো বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত,
রয়েছে অনন্ত আরো দিতে।
শুনিয়া লেগেছে ত্রাস, সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ,
এত দিলে পারি কি বাঁচিতে?
চাহিনা তাহার প্রেম, হৌক হীরা, হৌক হেম,
হউক অমৃত পৃথিবীতে।
কিন্তু গো তুমিও যদি, ভালবাস নিরবধি,
তবেই ত হইবে ঠেকিতে।
সে ত আছে দেবভূমি, জগৎ যুড়িয়া তুমি,
কোথা আমি যাব পলাইতে।

১২৯৫
কলিকাতা

দিন ফুরায়ে যায়

দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায় !
মাঝের রবি ডুব্‌ছে সাঁঝে, দিনটা গেল বৃথা কাজে,
এক পা কেবল পারে আছে এক পা দি'ছি নায় ;
আজ কর্‌বনা কর্‌ব কালি, এই ভাবে দিন গেল খালি,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়,
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায় !

২

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায় !
ক্ষুধায় কাতর অবসন্ন, কারে দিলাম কয়টি অন্ন,
কয় আঁজল দিয়েছি বা জল আকুল পিপাসায় ?
দিন-ভিখারী কয়টি অতিথ, অন্ধ আতুর পাপী পতিত,
কে পেয়েছে আমার দয়া অনাথ অসহায় ?
পতিহারা, পুত্রহারা, দুর্ভাগা জননী যারা,
কার জুড়ালাম শোকের আগুন শীতল সান্ত্বনায় ?
পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকে, কখন কি স্থান দিলাম বুকে,
পিতার বদল পিতা হয়ে মায়ের বদল মায় ?
কবে বা কোন্ বিপদ্‌গ্রস্ত, উদ্ধারিতে দিলাম হস্ত,
কার করিলাম কোন্ উপকার ব্যাকুল বেদনায় ?
সংসারে যে ঘৃণার পাত্র, রুগ্ন কুষ্ঠী গলৎগাত্র,
নিরাশপ্রাণে ব্যোমের দিকে ডোমের দিকে চায় !
কারে দিলাম পথ্য পাচন রোগের যাতনায় ?

যারা আমার প্রতিবেশী, ভাই ভগিনী আমার দেশী,
যাদের কাছে বাঁধা আমি স্নেহ-ঋণের দায়,
যার রেণুতে দেহ গড়া, যার কোলে শেষ শয়ন করা,
তার করিলাম কোন্ উপকার প্রাণের মমতায়?
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়!

৩

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়।
রোজ নাম্‌চা—ডায়েরি খাতা, খুঁজে দেখি প্রাণের পাতা,
দিন গিয়েছে নারীর কেবল আকুল তপস্যায়!
কার বা কেমন রূপরাশি, কার বা সত্য কার বা বাসি,
কার বা কেমন কান্নাহাসি কাজল চোখে চায়।
কোন্ মানিনীর মানের ছাঁচে, চকোর চাতক কাঁদে হাসে,
চুমায় চুমায় ঘুমায় কেবা চম্‌কে চুমো খায়!
বিরহে কার মিলন আসে, বর্ষাতে কদম্ব ভাসে,
কার বা নয়ন মুদে আসে অলস অবশ গায়।
কার নয়নে লজ্জা ভরা, কার নয়নে লজ্জা মরা,
লজ্জাপায়ী কার বা নয়ন শয্যা লালসায়।
কার অধর অমৃতে তিক্ত, কার বা বিষে সুধাসিক্ত,
কার বা অধর তীক্ষ্ণ উগ্র মধুর মদিরায়।
কার বা কেমন প্রেমের ধারা, কে বা সিন্ধু কে সাহারা,
কে বা তোষে কে বা শোষে বিভল বাসনায়।
এই ত কেবল চিন্তা—ধ্যান, এইত কথা এইত গান,
তরুণ তপ্ত অভিশপ্ত করুণ কবিতায়।
ক্ষিপ্ত চিত্ত লিপ্ত কেবল নারীর পদ্মপায়।

৪

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায় !
সারা জীবন হরি হরি, খুঁজ্‌লেম কেবল টাকাকড়ি,
পূজ্‌লেম কত গরু গাধা নরপশুর পায় !
(তবু) গেলনারে অর্থকষ্ট, হায় কি কপাল—কি অদৃষ্ট !
ইহকাল পরকাল নষ্ট দারুণ দুরাশায় !
চিঠি লিখ্‌ছে চন্দ্রমালা, চাচ্ছেন তিনি সোণার বালা,
হাতের 'জোখা' পাঠিয়েছে পত্রে—লেপাফায়,
"আজ পর্‌বনা পর্‌ব কবে, এ দিন কি চিরদিন রবে !"
দিন ফুরায়ে যায় যে আমার দিন ফুরায়ে যায়।
আর চাহেননি মুখটী ফোটে, আজ চাহিলেন জিহ্বা কেটে !
চিন্তা আমার রক্ত চেটে কল্‌জে খুলে যায় !
ভাবনা ভারি দু'জনারি দিন ফুরায়ে যায় !

৫

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
না ভজিলাম মদনমোহন গুরু গোসাইর পায় !
কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজপতি, না ভজিলাম মূঢ়মতি,
ব্রজ-বধুর মত আহা মধুর মমতায় !
নন্দ যশোমতী সম, রাখাল সম চিত্ত মম,
পুত্র বলি সখা বলি না ডাকিল তায় !
ব্রজধামের রজগুলি, রাধাকৃষ্ণের পদধূলি,
না লইলাম বক্ষে তুলি না মাখিলাম গায়,
না ভজিলাম নিতাইচাঁদে, তার লাগি না পরাণ কাঁদে,
গড়াগড়ি দিলাম না সে গৌরের নদীয়ায়।
যীশুর মত আমি কভু, না ডাকিলাম পিতা প্রভু,
রামপ্রসাদের মত নাহি ডাক্‌লেম শ্যামা মায়।

নাহি গেলাম গয়া কাশী, না হইলাম তীর্থবাসী,
নাহি গেলাম জেরুজেলাম মক্কা মদিনায় !
পড়ে আছি দেশান্তরে, কেবল পোড়া পেটের তরে,
পাপে পাপে অনুতাপে চিত্ত জ্বলে যায়,
"শাওণ মাসে * * র বিয়া, মায়েরে যাবে 'নায়র' নিয়া,
খালি হাতে খালি গায় কেমনে যাবে মায় ?"
লিখ্‌ছে পত্র ছেলের হাতে, টাট্‌কা মানুষ আট্‌কে যাতে,
নিমন্ত্রণের ছলে নারী মধুর মন্ত্রণায় !
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুবায়ে যায় !

কবি ক্ষতরোগে কাতব হয়ে ১৩১৮ মিট্‌ফোর্ড্ হাসপাতাল (ঢাকা) হইতে এ কবিতা লিখেছিলেন।

'নায়র'—মহিলাদের কুটুম্ববাড়ী গমন।

কেন বাঁচালে আমায় !

কেন বাঁচালে আমায় ?
আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগাব এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবেনা আর ব্যথা বেদনায় !
আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্র যোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশার আশায়,
ভেবেছি মরণ-মাঝি, লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায় !

২

কেন বাঁচালে আমায় ?
চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন,
জ্বালালে আগুন দিয়ে হৃদি কলিজায়,
ক্ষুধিত সন্তান বুকে, গৃহিণী বিষণ্ণ মুখে,
সম্মুখে আসিয়া সে যে আবার দাঁড়ায় !
মুখে নাহি ফোটে ভাষা, মূর্ত্তিমতী ক্ষুৎপিপাসা,
গরাসে গরাসে পেলে গ্রহ তারা খায়,
ভয়ে ভীত চিত্ত মম, অচেতন শব সম,
আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায় !

৩

কেন বাঁচালে আমায় ?
মহাজন খাতা হাতে, কিবা সন্ধ্যা কি প্রভাতে,
আবার দিবসে রাতে আসে তাগাদায় !
গেলেও যমের বাড়ী, করিবে নীলাম জারি,
সমনের ব্বাড়ী এরা 'শমন' লট্‌কায় !
দোকানী বাঘের মত, রাগে কটু কহে কত,
ভয়ে হয়ে থত মত ধরি তার পায়,
নরক ভোগের বাকি, আর কিছু আছে নাকি ;
বাঁচালে করুণাময় এই করুণায় ?

৪

কেন বাঁচালে আমায় ?
ছেলের বইয়ের কড়ি, যোগাইতে প্রাণে মরি,
কোথা পাব ছাতি জুতা ছেঁড়া 'তেনা' গায় !
অবোধ বুঝেনা আহা, জেদ্ করে চায় তাহা,
সে জানে—বাবার কাছে চেলে পাওয়া যায় !

কিন্তু সে মনের দুঃখে, কাঁদ কাঁদ চাঁদ মুখে,
অভিমানে যে সময় ফিরে নিরাশায়,
তোমার 'বাবার প্রাণ', থাকিলে হে ভগবান,
দিতে না এমন প্রাণ দেখিতে আমায়!

৫

কেন বাঁচালে আমায়?
গৃহিণীর ছিল যাহা, বন্ধক রাখিয়া তাহা,
সেদিন আনিয়া আহা দিল চিকিৎসায়,
আজ সেই খালি হাতে, শাক ভাত দিতে পাতে,
হঠাৎ পড়িল মনে ক্ষতি লাভ তায়!
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, মরণে বাঁচনে এক-ই,
দুয়েতেই খালি হাত—নাহিক উপায়।
মরিলে থাকিত মূল, বেঁচে যেত জাতিকুল,
বিধাতা তোমার ভুল—দুই কুল যায়।

৬

কেন বাঁচালে আমায়?
কত করি 'বাড়ী বাড়ী', ফিরিলাম বাড়ী বাড়ী,
চাহেনি পুরুষ নারী স্নেহ করুণায়,
শেষে করিলাম বল, আছে ত গাছের তল,
না হয় শুইব তাহে ভূমি বিছানায়!
ইহাতেও হলে বাদী, জানিনা কি অপরাধী,—
কি দোষে হয়েছি বল দোষী তব পায়!
পদ্মায় লইল চাটি, না রাখিল ভিটা মাটি,
না রহিল তৃণ টুকু শেষের সহায়!
কি বিজয় অট্টহাসে, গর্জ্জিয়া ফোঁপায়ে আসে,
আকাশ পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়।

সহস্র তরঙ্গ বাহু, মেলিয়া আসিছে রাহু,
কত জনমের যেন ক্ষুধা পিপাসায়।

৭

কেন বাঁচালে আমায়?
এখন কোথায় যাই, আপনার কেহ নাই
কে দিবে চরণে ঠাঁই স্নেহ করুণায়,
কে লইবে বুকে তুলি, অনাথ সন্তানগুলি,
কে দিবে আশ্রয়, দেখি দীন অসহায়!
দৈত্যরাজ বলি সম, ত্রিদিব ভূতল মম,
হরিয়া লইলে হরি যদি ছলনায়,
তবে সে বামন বেশে, পতিত অধমে এসে,
জীবনের অবশেষে রাখ রাঙ্গা পায়!

মিট্‌ফোর্ড্ হাসপাতাল হইতে নিরাময় হইয়া কবি এই কবিতা লিখিয়াছিলেন।

কবির ব্রাহ্মণ গ্রামের বাড়ী পদ্মায় ভাঙ্গিয়া যাইবার পর বাড়ীর জন্য বহু চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন—এ কবিতায় তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

'তেনা'—ন্যাকড়া

পাপ-পুণ্য

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
বুঝায়ে দিবে কি কেহ, ঘুচাইবে এ সন্দেহ,
শুনিবে কি দয়া করে কথা দুই চারি?
আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

২

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
পাপী বলে পায় ঠেলে, ঘৃণায় দিও না ফেলে,
সত্যই এ প্রাণভরা সংশয় আমারি।
আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

৩

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
কি চেতন কিবা জড়, এই বিশ্ব চরাচর,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ অংশ সকলি তাহারি।
আমি কেন ভিন্ন ভাব বুঝিতে না পারি?

৪

তারে ছাড়া কিছু নাই, সকলি তন্ময়,
যদি কিছু থাকে আর, অবশ্য থাকিবে তার
দ্বিতীয় সৃজন কর্ত্তা, কেন মনে লয়?
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৫

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা—তিন, সৃজন পালন লীন,
বর্ত্তমান অনাগত অতীত সময়!
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৬

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
কারণে থাকে সে শুয়ে, কার্য্যে জাগরণ থু'য়ে,
জমাট শক্তির বিশ্ব মহা পরিচয়!
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৭

ইচ্ছায় গড়িল বিশ্ব নিজে ইচ্ছাময়,
অন্য উপাদান তার, আগে ত ছিলনা আর,
কাজেই অখিল বিশ্ব সেও ইচ্ছাময়।
যাহাতে রচিত বিশ্ব সে কি বিশ্ব নয়?

৮

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
তার কাজে কেন তবে, অমঙ্গল নাহি কবে,
অনন্ত মঙ্গল তার অপাপ প্রলয়!
পিপীলিকা বধে মম কেন পাপ হয়?

৯

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
সে করিলে আমি করি, সেই করে হাতে ধরি,
তাহার আমার কাযে ভেদ কিসে হয়?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১০

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আমার তৃপ্তিতে তবে, সে কি তৃপ্ত নাহি হবে?
পূরিলে আমার ইচ্ছা তারি পূর্ণ হয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১১

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কারে তবে বল ধর্ম্ম, কারে বল পাপ কর্ম্ম,
অধর্ম্ম জগতে সে কি অশ্ব-ডিম্ব নয়?
সে করিলে আমি করি—কিসে পাপ হয়?

১২

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কিসে বা উন্নত হই, কিসে অবনত রই,
যা হই তা হই যদি তারে ছাড়া নয়।
আত্মার উন্নতি তবে লোকে কারে কয়?

১৩

অনন্ত উন্নতি তবে লোকে কারে কয়?
তাহারে করিয়ে তুচ্ছ, আছে না কি আরো উচ্চ,
বুঝি না কেমন কথা প্রহেলিকাময়!
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৪

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
নাহি থাকে পুণ্য পাপ, নাহি থাকে পরিতাপ,
তবে ও নরক স্বর্গ মিছে কেন কয়?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৫

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আত্মায় আত্মায় তবে, পূর্ণ আত্মীয়তা সবে,
কিসে থাকে পুত্র কন্যা ভেদ সমুদয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৬

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
না থাকে আপন পর, শত্রু মিত্র পরস্পর,
যদি এ প্রেমের রাজ্য অনাদি অব্যয়।

কেন কাঁদি তার শোকে, যে গিয়াছে পরলোকে,
সে কি গো আমার তরে পথ চেয়ে রয় ?
অন্যে কি সেখানে যেয়ে, তেমন থাকেনা চেয়ে,
আত্মায় আত্মায় ত গো কেহ পর নয় !
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় !

১৭

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
তবে কেন তার তরে, নিশি দিশি আঁখি ঝরে,
উদাসী বিদেশী বেশে সদা ফিরি হায়,
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায় !

১৮

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
বুক ভেঙ্গে নিরবধি হাজার ডাকিলে যদি,
সে পাষাণী একটুকু ফিরে নাহি চায় !
একটু শোনেনা কথা, নিদারুণ নির্দ্দয়তা !—
জনমের মত যদি একেবারে যায় ।
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায় !

১৯

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
অনন্ত কালের স্রোতে চলে অনন্তের পথে,
অনন্ত আত্মীয় মিলে সে যেখানে যায় ।
চির আত্মীয়তা যদি আত্মায় আত্মায় !

২০

আমি কেন কাঁদি তবে তাহার আশায় ?
এ জগতে তার মত কেহ কি মিলে না তত,
একজন গেলে নাকি পৃথিবী ফুরায় ?

সায়াহ্নে শ্মশান ভূমে দেখিয়াছি সে 'কুসুমে',
ফুল বনে পরী যেন খেলিয়া বেড়ায়।
কি যেন সে আসে নিতে, কি যেন সে হাসে দিতে,
কি যে রীতি নিতি নিতি ফিরে ফিরে যায়।
তরল নয়নে তার, সেধে যায় শত বার,
পার্ব্বতী পর্ব্বতে যেন প্রীতির পূজায়!
সে তপস্যা সে সাধনা, ঠেলে ফেলে কয়জনা?
যোগেন্দ্র ভাঙ্গিয়া যোগ আঁখি মেলে চায়।
ভোলে পুরাতন স্মৃতি, বিধির নিয়তি-নীতি,—
একি পুণ্য—একি পাপ, কহ না আমায়?

২১

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়!
সহস্র শোকাশ্রু জলে, তৃণটুকু নাহি টলে,
এমনি নিয়ম যদি নিখিল ধরায়!
কেহ না কাহারে খোঁজে, সবাই আপনা বোঝে,
সৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ এই যদি হায়,
তবে ও শ্মশানে এসে, সন্ধ্যার কিবণে ভেসে,
যে নব লাবণ্য-জ্যোতি জমিয়া দাঁড়ায়,
লাজুক নয়নে তার, নিমন্ত্রণ শতবার,
অজানা হৃদয় যদি হাত পেতে চায়,
একি পুণ্য—একি পাপ, কহ না আমায়?

১২৯৭
জয়দেবপুর, ঢাকা

ধ্বংসের পথে

সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কেহ অশ্বে কেহ গজে,
কেহ যায় পদব্রজে,
কেহ স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে, কেহ যায় পুষ্পরথে ;
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে ।
কেহ সুখে কেহ দুখে,
কেহ ফুল্ল হাস্যমুখে,
কেহ যায় দগ্ধ বুকে জ্বলিয়া মরম ক্ষতে,
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কি বসন্ত কি বরষা,
সকলেরই এক দশা,
কেহ কোথা নহে বসা হেমন্তে শীতে শরতে ।
গ্রহ উল্কা উপগ্রহ,
কত সূর্য্য শশীসহ,
চলেছে ব্রহ্মাণ্ড কত অনন্ত সৌরজগতে ;
কি অমর কি অপ্সর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
নন্দনে ক্রন্দন শুন সুমেরু স্বর্ণ পর্ব্বতে ।
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে ।
যাগ যজ্ঞ পুণ্য পাপে,
আশীর্ব্বাদ অভিশাপে,
অনিরুদ্ধ মহাগতি কি স্বরগে কি মরতে !
কি স্থাবর কি জঙ্গম,
নাহি কোন ব্যতিক্রম,
চলিয়াছে এ নিয়ম অনাদি অনন্ত হতে,

সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে!
এ ভীষণ ভীমাবর্ত্তে,
যায় যে গহ্বরে—গর্ত্তে,
তিলে তিলে এত যাত্রী অর্ব্বুদে অযুতে শতে,
কে কবে দেখেছে উহা,
সে কন্দর অন্ধ গুহা,
কত গেছে কত আছে কত যাবে ভবিষ্যতে!
কত সত্য কত ত্রেতা,
কত ঋষি উর্দ্ধরেতা,
করিল তপস্যা কত এ বিশ্বে—পুণ্য ভারতে,
কে কবে জেনেছে সত্য,
কে পেয়েছে ধ্রুব তথ্য,
কোথা সে গতির গতি মিলন অসতে সতে!
জননী ভগিনী জায়া,
যাদের মমতা মায়া,
হৃদয়ে রয়েছে ভরা হীরা মণি মরকতে;
এমন প্রকাণ্ড স্থূল
সারাটা বিশ্বাস ভুল,
পারি না ভাবিতে ইহা কোন রূপে কোন মতে,
সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে!
আতঙ্কে কাঁপিছে হিয়া,
উঠে প্রাণ শিহরিয়া,
কি উদ্দেশ্যে কি সংকল্প এ অনন্ত মহাব্রতে,
এ রহস্য অতি গূঢ়
এখানে সকলি মূঢ়,
অভেদ বেদান্ত বেদ বৈশেষিক ভাগবতে।

সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে।
ওহে ভগবান হরি,
দেও হে করুণা করি,
তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শরণাগতে ;
দেও হে চরণ রাঙ্গা,
ভীতচিত্ত-ভয়-ভাঙ্গা,
হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে কৃষ্ণ কমলাপতে।
জীবনের নাহি বাকি,
কাতরে সভয়ে ডাকি,
দেখা দেও কমলাখি যমুনা-শ্যাম-সৈকতে !
তোমাতে দিলাম ঝাঁপ,
লহ পুণ্য লহ পাপ,
নমো নারায়ণ হরি নমো কৃষ্ণ ভাগবতে !

১৩০৯

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

কর্ত্তব্য

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক।
এ সংসার কর্ম্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা,
পুড়িতে হইবে খাদ থাকে যতটুক,
অযুত আঘাতে নিত্য,
গড়িতে হইবে চিত্ত,
যুদ্ধ জয়েচ্ছুক।

দিতে হবে বজ্রশাণ,
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ,
তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ।

২

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত বিপদ যদি আসিবে আসুক।
রুদ্ধ করি ব্যূহ-পথ,
থাক্ শত জয়দ্রথ,
অমরের প্রিয় সে যে সমর কৌতুক,
সে অনন্ত কুরুসৈন্য,
ভীরুর দৌর্ব্বল্য দৈন্য,
ডরে না জম্বুক।
সাগর তরঙ্গ ঠেলি,
তিমিঙ্গিল করে কেলি,
কূপে কাঁপে কূপের মণ্ডুক!

৩

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শত বজ্র গর্জ্জিবে গর্জ্জুক!
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ।
হ'লে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি' লণ্ডভণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক।
গম্ভীর গৌরব ভরা,
মহাদম্ভে ভেঙ্গে পড়া,
কি আনন্দ, কি প্রচণ্ড সুখ।

৪

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আস্থক।
স্থাপ তুমি জয়স্তম্ভ,
কর আত্ম অবলম্ব,
দেও অস্থি মেদ মজ্জা লাগে যতটুক,
শত সূর্য্য করি গুড়া,
গড় সে উজ্জ্বল চূড়া,
দেবতা দেখুক।
বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে,
সিংহ ফিরে বীরমদে,
আত্মগুপ্ত সভয়ে শম্বুক।

৫

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
সংসারের শত দুঃখ আসিবে আস্থক!
ক্ষুধাতুর শিশু বক্ষে,
উপবাসী নারী চক্ষে
চাহিয়া দেখ না তার ম্লান অশ্রুটুক,
ফিরিয়ে শুন না তার,
অন্ন বিনা হাহাকার,
কাঁদিবে কাঁদুক।
বীরের সন্ন্যাস ধর্ম্ম,
ছিঁড়ে ফেলা হৃন্মর্ম্ম,
কর্ত্তব্য সাধিতে জাগরূক।

১৩১০

ময়মনসিংহ

প্রণাম

নব্যভারতের আজি নবীন প্রভাতে
হৃদয় জাগিল যবে নব চেতনাতে,
নয়ন মেলিয়া দেখি—দূর—অতি দূর—
শ্যামল সিন্ধুর বুকে শোভে জলপুর।
সহস্র তরঙ্গ-ভুজে সদা আলিঙ্গিত,
শ্বেত-ফেন-পুষ্পে যেন চন্দনে চর্চ্চিত,
ঘোর রোলে সিন্ধু তোলে উচ্চ জয়ধ্বনি,
নীল-নারায়ণ-বক্ষে স্যমন্তক মণি!
বিদরিয়া বাহিরিলা ফটিকের থাম,
নবীন নৃসিংহ মূর্ত্তি,—প্রণাম! প্রণাম!

২

আবার উদ্যম আশা উচ্ছ্বসিত বুকে
চাহিলাম রত্ন-রাজ্যে দূরে পূর্ব্বমুখে,
মণির আভায় সেথা রবি উঠে লাল,
উজলিয়া সেগুনের শ্যাম বনজাল!
ছাড়িয়া পর্ব্বত-গৃহ অভিমানে অতি,
ঝাঁপায়ে সাগরে পড়ে মত্ত ঐরাবতী!
কি উদ্যম, কি উৎসাহ, কি উল্লাসভরে,
কি মঙ্গল গিরি-দুর্গে টগ্‌বগ্‌ করে!
ক্ষুদ্র রূপে রুদ্রদেব উজলে পাতাল,
পদে দলি দানবের ইহ-পরকাল।
বদ্ধদেশে ছদ্মবেশে সিদ্ধ মনস্কাম,
নবীন বামন মূর্ত্তি—প্রণাম! প্রণাম!

৩

উত্তরে চাহিনু ফিরা দূর হিমাচলে,
জন্মেছে জাহ্নবী শত পুণ্য-পদতলে !
সে অমৃত বারিস্পর্শে চিতায় চিতায়,
সগর বীরের বংশ জাগে পুনরায় !
দণ্ডকে গণ্ডকে পুনঃ আসিয়াছে রাম,
শঙ্কায় কাঁপিছে তাই বক্ষঃ অবিরাম !
বনে জাগে নবশক্তি নব কুশ লব
বালক তাপস মূর্ত্তি বীরেন্দ্র ভৈরব !
ক্লীবত্বে দাসত্বে যারা মৃত নিরবধি,
জাগে সেই ভীমার্জ্জুন সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী !
ভীরুতা ত্যজিয়া দেখ দ্বৈপায়ন হ্রদে,
জাগিয়াছে দুর্য্যোধন মত্ত বীরমদে !
ব্রতধারী ব্রহ্মচারী সিদ্ধ মনস্কাম,
একলব্য রূপ নব্য—প্রণাম ! প্রণাম !

৪

আবার চাহিনু ফিরা সুদূর পশ্চিমে,
কুঙ্কুমে কুসুম হাসে দুধে জমা হিমে !
ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাসা,
গদ গদ পঞ্চনদ নাহি ফোটে ভাষা !
কি প্লাবন উঠিয়াছে মানসের সরে,
হিমাদ্রি দিয়েছে পথ পদাঘাতে ডরে !
মেঘমাল জাটাজাল মহাকাল প্রায়,
কি উল্লাস ! কি মহান্ সলিমান হায়,
শিরোপরে গর্জ্জে বজ্র গর্জ্জে মহা ঝড়,
কি নবীন ধ্যানমগ্ন নিষ্পন্দ প্রস্তর !

দয়ার আনন্দ কণ্ঠে শুনি বেদপাঠ,
সত্যযুগ খুলিয়াছে সোণার কপাট !
বিস্মিত স্তম্ভিত নেত্রে চাহে হিন্দুকুশ,
জাগেনা পুরুষ-সূক্তে কোন্ কাপুরুষ ?
গর্জ্জিছে সহস্র-শীর্ষ মণ্ডলে মণ্ডলে,
সহস্র চরণ কর ক্ষিপ্ত তেজোবলে !
ধ্বনিছে বিপুল বিশ্ব ঋক্ যজু সাম,
নবীন দেবর্ষি মূর্ত্তি—প্রণাম ! প্রণাম !

স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ? এদেশ তোমার নয় ;—
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুণি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমাব নয় !

২

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটী ছড়া,
তোমার হ'লে তাদেব দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাও না একটী মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় !

৩

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়,
এইযে জাহাজ, এইযে গাড়ী, এইযে পেলেস্—এইযে বাড়ী,

এইযে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট, বড়লাট তারাই সবে, জজ মাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোম্‌রা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

৪

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়,
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকলধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভর্‌ছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চ্চে তাদের নাচে তাদের 'বলে' ব্যয় ;
একশ রকম টেক্‌স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কিবা,
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে এদেশ তোমার নয় !

৫

স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে, এদেশ তোমার নয়,
যেদেশ যাদের অধিকারে, তাবাই তাদের বল্‌তে পারে,
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয় ?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে, 'বাবুনি'দের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আনছে তাদের শাবক সমুদয়,
'বৃটিশ বরণ' ব'লে দাবী—কর্লে নাকি বিলাত পাবি ?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠি তোরা নাইকো লজ্জা ভয় !
এই যদিরে 'বৃটিশ বরণ' মরণ কারে কয় ?

৬

স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কা'র স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর-জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয়।

নপুংসকের গোষ্ঠি তোরা, জন্ম-অন্ধ কানা খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা, পাঙ্খাকুলি—পীলা ফাটার ভয়!
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয়?

৭

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়!
যাহার লাঠী তাহার মাটী, চিরদিনের কথা খাটি,
এত নহে চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয়!
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপ্‌নি মরে,
ঘুসির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়!'
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়!

৮

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়!
সোনার বাঙ্গলা সোনাব ভূমি, হীরাব ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আসবে কোলে, এই কি মনে লয়?
'সোনা' 'যাদু' মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়!
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়!

৯

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের বেঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়!
তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়!
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়!

১০

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কিসের বা তোর নেপাল ভূটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয়!
অই যে ওদের 'কাটমুণ্ড' সত্যই ও কাটামুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হা করিয়ে রয়।
কেতুর মত পুচ্ছ লুটান ভূটান মহাশয়।

১১

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদেব নয়,
করদ মিত্র—নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয়,
ওগুলা সব মানুষ হলে, কোন্‌দিকে কে যেত চলে,
ডেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারত ভূমি লয়?
মরু দেশের গরুকাটা ভারত করে জয়?

১২

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
যখন বাদসা মুসলমান, তখন তাদের 'হিন্দুস্থান',
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয়!
অযোধ্যা কই—'আউধ' এযে, দাক্ষিণাত্য—ডেকান সে যে
'সিলনে' গিলেছে লঙ্কা—মুক্তা মণিময়!
ডমাউন আর ডিউ গোয়া, চুণি পান্না সোনার মোয়া,
যায় না তাদেব ধরা ছোঁয়া, কে দেয় পরিচয়?
বারণাবত—ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদেব সে সমস্ত,
'দিল্লী'র পরে 'ডীল্লি' হলো, আরো বা কি হয়!
স্বদেশ বলে কর্লে দাবি, আর কি তোরা এদেশ পাবি?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির-হর্ষময়!

১৩

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ—কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য্য, অসীম স্থৈর্য্য, অসীম ধৈর্য্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয় ?
কোথায় অসীম শৌর্য্যে-বীর্য্যে অসুর পরাজয় ?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয় !
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে, কোটী কোটী লক্ষে লক্ষে,
কই সে তোদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রুকুল ক্ষয় !
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত-বীরের মাংস রক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি, তাইতে তারা দৈত্য নাশি,
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয় !
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয় !

১৩১৪

ময়মনসিংহ

তেরজুরী—ট্রেজারী (Treasury)। বলে—বল্ নাচে। মেকুর—বিড়াল। বাবুনী—বাবুর স্ত্রী। বৃটিশ বরণ—বিলাতে ভূমিষ্ঠ সন্তান।

হিন্দু-মুসলমান

তোম্‌রা মুসলমান,—
সবাই তোম্‌রা মঙ্গলিয়া, এলে হিমালয় ডিঙ্গাইয়া,
সাঁতার দিয়ে তাতার সেনা—সবাই চেঙ্গিস্ খান?
অথবা কি বা আরববাসী, কোরাণ পেয়ে পুরাণ নাশি,
সবাই কি মওলানা মুন্সী সেখ সৈয়দ পাঠান?
গজনী কিবা কাব্‌লী মিয়া, হাব্‌লী হেথা বানাইয়া,
ভাবলে মনে সাবাই নাকি মামুদ সুলতান,
তোম্‌রা মুসলমান!

২

তোম্‌রা মুসলমান,—
কে তোমাদের পিতামাতা, কে তোমাদের ভগ্নী ভ্রাতা,
কে তোমাদের নানী নানা, আরব আফগান?
কোথায় মক্কা, কোথায় কুফা, কোথায়বা সে ফুফু ফুপা,
কোথায় বা সে ভাই বেরাদর—খুঁজতে পেরেশান।
কাদের রক্ত কাদের মাংস, দেহে তোমার অধিকাংশ,
ওজন করে বোঝ দেখি কার কি পরিমাণ,
কত বা এ-যে আরব-তাতার, কত বা এ ভারত-মাতার,
কত বা এ ভারত-পিতার বীর্য্যে জীবন-দান,
তোম্‌রা মুসলমান!

৩

তোম্‌রা মুসলমান,—
অনেকেই হিন্দুর নাতি, অনেকেই হিন্দুর জ্ঞাতি,
আমীর ওমরা অনেক তোমরা বেগম বিবিজান।
অনেক বাদ্‌সা বাদসাজাদী, নফর চাকর গোলাম বাঁদী,
হিন্দুর গুড়ে মুড়কী তৈয়ার তুরকী তিহারাণ!

হিন্দুর অস্থি হিন্দুর চর্ম্ম, হিন্দুর আত্মা হিন্দুর মর্ম্ম,
মেদে মাখা বেদের ধর্ম্ম উপরে চাপকান !
পেঁজে ঢাকেনি হিন্দুর গন্ধ, দাড়ি ঢাকেনি হিন্দুর ছন্দ,
মুগ্ধ নয়ন তাই সে অন্ধ হয় না দৃশ্যমান !
কর তুমি হাজার তোবা, ইতিহাস ত নয়হে বোবা,
হিন্দু দিছে সাগর শোভা ডোবায় তোমার দান,
তোমরা যত সকল হিন্দু, তুমি তাহার বিন্দুর বিন্দু,
শততম ডাইল্যুশনে হার্‌ছে হানিমান !

৪

তোম্‌রা মুসলমান,—
তোমাদের সব শিরা সেঁচে, হিন্দুর রক্ত ফেল্লে কেচে,
কতটুকু আরব-রক্ত রহে বিদ্যমান ?
হিন্দুর শত উপনদী, তোমাতে না মিশত যদি,
'ফেরাত' কবে ফেরত যেত আবার মরুস্থান ?
মিলে মিশে হিন্দুর সাথে, ধর্ম্মে কর্ম্মে এক কায়াতে,
জরাসন্ধের মত হলে বিপুল বলবান,
এমন হিন্দু কর্লে ভিন্ন, হারাইতে সকল চিহ্ন,
কবর খুঁজলে মিলবেনাক বাবর সাজাহান।

৫

তোম্‌রা মুসলমান,—
শস্য-শ্যামল-বসুন্ধরা, মণি চুণি বত্ন ভরা,—
নদী মেঘে নিত্য স্নিগ্ধ নিত্য শীতল স্থান,—
হিন্দুর জীবন হিন্দুর রক্তে, হিন্দুস্থানের রাজতক্তে,
অভিষিক্ত কর্লে হিন্দু তোমায় ভাগ্যবান !
হিন্দু সহায় হত যদি না, ফিরে যেতে হ'ত মদিনা,
বালুতে শুকাত তালু তৃষ্ণায় যেত প্রাণ,

কোথায় পেতে আরবী চাতক, নূরজাহানের নূতন খাতক,
গোলাপ আতর মাখা অমন মধুর মরুস্থান ?

৬

তোম্‌রা মুসলমান,—
হিন্দুরা তোমাদের তরে, প্রাণ দিয়েছে অকাতরে,
নিজের রক্তে নিজের দেশ কর্লে ভাসমান,
তা না হ'লে আজ্‌কে তবে, ভবিতব্য কেবা কবে,—
ভাব্‌তে আবার হত কি না 'কারবালা' ময়দান !
কত কত কালাপাহাড়, নিজের জাতি ক'রে সংহার,
কত মানসিংহ তোমায় দিল কুল মান,
কত যে মন্দির-ভঙ্গ, তোমাদের মস্‌জিদের অঙ্গ,
কত দেবালয় গড়্‌লে দরগা গোরস্থান !

৭

তোম্‌রা মুসলমান,—
হিন্দু তোমার তোডরমল্ল, হিন্দু তোমার বীরমল্ল,
হিন্দু তোমার সেনানায়ক, গায়ক তানসান,
হিন্দুর শাস্ত্র হিন্দুর নীতি, হিন্দুর প্রতি চিরপ্রীতি,
হিন্দুর প্রতি চিরকালই তুমি মেহেরবান !
কেন আজ্‌কে ভুলে তাই, ঝগড়া বিবাদ কর্চ্ছ ভাই,
ঘাড়ে তোমার চাপল আজ্‌গবি সয়তান,
ভারতের অদৃষ্ট মন্দ, তাই বুঝনা মূর্খ-অন্ধ,
আপ্‌না বুকে আপনি আজি হান বজ্রবাণ !

৮

তোম্‌রা মুসলমান,—
বটে তোম্‌রা বেজায় যোদ্ধা, বটে তোমরা বেজায় বোদ্ধা,
পাঁচ জুতিতে নিয়াছিলে সোণার হিন্দুস্থান,

ডবল দামে বেচলে আজি, খতিয়ে দেখ পুঁজি পাঁজি,
সুদ পোষায়ে হল কেমন লাভ কি লোকসান!
হিন্দুর সাথে বিবাদ করা, আপ্না মরণ আপনি মরা,
হিন্দু তোমার মজ্জা মগজ হিন্দু তোমার জ্ঞান,
হিন্দু ছাড়লে মর্‌বে তুমি, গাছ বাঁচে কি বিনা ভূমি?
খোয়াব্ দেখ্‌ছ নোয়াব মিঞা বাগান বাবিলান!

৯

তোম্‌রা মুসলমান,—
হিন্দু বড় তোমরা ছোট, হিন্দুর সাথে গিয়ে যোট,
হিন্দুর হাতে ধরে ওঠ, হও হে সাবধান!
আপ্‌না বুকে মেরে ছুরি, আর কর'না বাহাদুরী,
দোয়া কর্ব্বে খোদাতাল্লা খোয়া যাবেনা মান!
বেছে নানান লতাপাতা, ছাগলও খায় ভাল যা তা,
পশুর চেয়ে কশুর নাকি মানব বুদ্ধিমান?
ভাল যে না বুঝ্‌তে পারে, পাগল কে নাবলবে তারে,
পাগল চেয়ে ছাগল ভাল, তার যে আছে জ্ঞান।

১০

হিন্দু—মুসলমান!
দু'জনেতে হওহে মাল্লা, মাঝী কর খোদাতাল্লা,
ভাসায়ে দিয়ে জীবন-তরী দাঁড়ে মার টান,
হাজার বজ্র হান্নুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষণ বেগে,
আসুক ধেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয় ডেকে বাণ।
ভক্তি ভাবে কর্ম্ম কর, কিম্বা বাঁচ কিম্বা মর,
ঘোর তরঙ্গে রণরঙ্গে কবুল কর জান্,

বেহেস্তে ফেরেস্তা শুন, ডাকৃছে সবে পুনঃ পুনঃ,
নায়ের উপর পাল তুলে দেও মায়ের আঁচলখান্ !

১৩২০
ময়মনসিংহ

নানা, নানী—পিতামহ বা মাতামহ এবং পিতামহী বা মাতামহী। ফুফু, ফুফা—পিসে, পিসি। বেরাদর—আত্মীয়। পেরেশান—পরিশ্রম, হয়রাণী। খোয়াব্—স্বপ্ন। দোয়া—আশীর্ব্বাদ।

কংগ্রেস

(কলিকাতায়)

কি বলহে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?
তুমি ত বোঝনা অজ্ঞ
এ মহা জাতীয়-যজ্ঞ,
ধমনী চুয়ান নাহি চিন সোমরস !
এ যে মহা মাতৃপূজা,
নহে সর্ষে শরগুজা,
নহে রেড়ী-নারিকেল-তিসি-তিল-রস,
কাণে তালা চক্ষে ঠুলি,
একবার দেখ খুলি,
এ নহে সে 'কেঁড় কেঁড়' কঠোর কর্কশ।
এ নহে······বড়ী
······ফুল পরী,
এ নহে সে ঘানিগাছ তেলের কলস।
চীনা সোম এক নহে,
যে গন্ধমাদনে রহে,
আবিষ্কার করেছে যে কৃষ্ণ কলম্বস।
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী এ কি কঙ্গরস ?

২

কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?
জান না জাতীয় যাগে
অস্থির সমিধ লাগে,
হবি মেদ মহাচরু মজ্জার পায়স।
হিমাদ্রী এ মহাযূপ,
আত্মদ্রোহী পশুরূপ,
তোমার মতন লাগে গণ্ডা দুই দশ।
* * *
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?

৩

কি বল হে ব্যঙ্গভাষী এ কি কঙ্গরস ?
এ যে সঞ্জীবনী সুরা,
আগ্নেয় আনন্দে পূরা,
এ যে অমরের সেব্য অমৃত সরস।
এ জ্বলন্ত সুধা পানে
দৈব বল জাগে প্রাণে,
হুঙ্কারে ভুবন ভয়ে কাঁপে চতুর্দ্দশ।
ভগ্ন অস্থি লাগে জোড়া,
ভাল হয় কাণা খোঁড়া,
উল্লাসে নাচিয়া উঠে ধমনী অবশ।
যারা খায় জুতা লাথি,
জাগে সেই মৃত জাতি,
তাদেরি বিজয়কেতু উড়ে দিক্ দশ।
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?

৪

কি বল হে ব্যাঙ্গভাসী একি কঙ্গরস ?
একবার দেখ খুলি
গো-চর্ম্ম চক্ষের ঠুলি,
দেখ একবার খুলি মুর্খতা মুখস্।
সহস্র যুগান্ত ফিরে
পুণ্য ভাগীরথী তীরে
দেখ কি অপূর্ব্ব যজ্ঞে মুগ্ধ দিক্ দশ।
এক প্রাণে সবে মিশি,
হিন্দু মোসলমান ঋষি
গায় শোন নব ঋক গায়ত্রী ছন্দস্।
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা,
এ মন্ত্রের এ দেবতা,
দেয় তারা সদ্য ফল সুখ মোক্ষ যশ।
বর্ণে বর্ণে অগ্নি-জিহ্বা,
জ্বলিয়া উঠিছে কিবা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস অভয় সাহস।
বাধা বিঘ্ন যায় দূরে,
কোন্ রসাতল পুরে,
নিকটে আসেনা ভয়ে পিশাচ রাক্ষস।
এ মহান্ প্রজাহোমে,
কবোষ্ণ শোণিত সোমে,
সদা প্রীত প্রজাপতি সহস্র-শিরস্।
কি বল হে ব্যাঙ্গভাষী একি কঙ্গরস ?

কলিকাতা, ১৩০৩

কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক কংগ্রেস বিরোধী মত প্রচার করিতেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করে এই কবিতা লেখা হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয়ের তৈলের কল এবং ঔষধের ব্যবসায়ও ছিল।

বাঙালী

বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
এমন অধম জাতি,
বুকে মার শত লাথি,
মুখে মার শত ঝাঁটা, অনায়াসে সয় !
না দেখিতে লেইয়ে পুঁছে,
সে ফেলেযে দাগ মুঁছে,
যাহারে মেরেছে এ যে সে-যেন সে-নয় !
তার নাই স্পর্শ বোধ,
ঘৃণা পিত্তি হর্ষ ক্রোধ,
শূয়রের চেয়ে চর্ম্ম স্থূল অতিশয় ।
মেড়ার ডলিলে কাণ,
সেও করে অভিমান,
সে-ও এসে মাবে ঢুস্, নাহি করে ভয় ;

* * *

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

২

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
মানুষের মত নহে,
এদের শোণিতে বহে,
নরক-নর্দ্দমা শিরা পচাগন্ধময় ।
কেবলে হৃৎপিণ্ড উহা,
নীচতার অন্ধগুহা,
পাতিত্যের প্রস্রবণ, প্রাণ উহা নয় !

অস্থিতে ও-নহে মজ্জা,
ভরা শুধু ঘৃণা লজ্জা,
কলঙ্কের গাঢ় ক্লেদ হয়েছে সঞ্চয় !
প্রতি লোম কূপে কূপে,
অপমান অনুরূপে,
করেছে অনন্ত ছিদ্র নাহিক সংশয় !
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?

৩

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
কি আছে মানবধর্ম্ম,
কি করে মানবকর্ম্ম,
কি দিয়ে চিনিব বল পশু এরা নয় ?
এ-কি মত খায় * *

আর কাযে নাহি লাগে,
এদের জীবন শুধু বিষ্টামূত্রময় !
নাহি বীর্য্য নাহি তেজ,
উদরে গুণ্ঠিত লেজ,
বিলুণ্ঠিত পরপদে সকল সময় !
অলস শিথিল অতি,
স্খলিত জীবন-গতি,
আখিভরা অশ্রুজল বুকভরা ভয়,
বিচার বিতর্কহীন,
আত্মজ্ঞানে উদাসীন,
অবিচারে পরবাক্যে করিবে প্রত্যয় !

এমন পশ্চাদ্‌গামী,
সদা ঘৃণা করি আমি,
* মাখিয়া মারি ঝাঁটা যত মনে লয়!
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৪

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
যত মুসলমান হিন্দু,
পতনের মহাসিন্ধু,
নাহি ধর্ম্ম এক বিন্দু অতি নীচাশয়!
বৃথা ও তিলক ফোটা,
পাঁচ ওক্ত মাথা-কোটা,
ধূর্ত্তামি ভণ্ডামি ওটা নিশ্চয় নিশ্চয়!
একমেবাদ্বিতীয়ং,
সে-ও থিয়েটারি সং,
কলেজি নলেজি ঢং আর কিছু নয়।
শত ভাল কীট কৃমি,
এরা নরকের তিমি,
ইহাদের আদি অন্ত অনন্ত নিরয়!
অধম পিশাচগুলি,
গর্দ্দভের পদধূলি
মাথায় মাখিয়া ছি ছি, বড়লোক হয়,
বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৫

বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী,
অনুগ্রহ অভিলাষী,
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয়।

হ'তে তার কৃপা-পাত্র,
কি শিক্ষক কিবা ছাত্র,
উকীল ডাক্তার আদি সম্পাদক-চয়,
যারা বড় মান্য গণ্য,
দেশের উদ্ধার জন্য,
"বঙ্গের উজ্জ্বল আলো" যাহাদেরে কয় ;
যত তার অবিচার,
যত তার ব্যভিচার,
যত তার ভয়ঙ্কর কার্য্য পাপময়,
জানিয়া নাহিক জানে,
শুনিয়া শোনেনা কাণে,
তাহারি প্রশংসা গানে করে জয় জয়।
এমন সাহস-হীন,
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ,
বলিতে উচিত কথা সংকুচিত হয় ;
পাপেরেও বলে পুণ্য,
হেন মনুষ্যত্ব শূন্য,
এমন করিয়া করে বিবেক-বিক্রয়।
এ নীচ নিরয়গামী,
সদা ঘৃণা করি আমি,
দেখিলে এদের মুখ মহাপাপ হয়,
বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৬

বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
বৃথা ও ইংরাজী শিক্ষা,
বৃথা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা ;
প্রসবে যে বি. এ., এম্. এ. বিশ্ব-বিদ্যালয়,

কি বলিব শেম্ শেম্,
রাস্‌কেল ফুল্ ডেম্,
গোল্ড্ পাম্প্‌কিন্ সব আর কিছু নয়।
বৃথা অই হেট্ কোট,
বিজাতী কথার চোট্,
হৃদয়ে নাহিক মোটে জ্ঞানের উদয় ;
আপনার প্রতিবেশী,
আত্মীয় স্বজন দেশী,
দরিদ্র দীনের দুঃখে গলেনা হৃদয়,
করে না জীবন-পণ
উদ্ধারে বিপন্নজন,
অত্যাচারে যদি দেশ ছারখার হয়।
বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

৭

বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
এই যে ভাওয়ালবাসী,
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কূলের বধূ চুলে ধরি লয়!
দিবালোকে দ্বিপ্রহরে,
পতিরে বাঁধিয়া ঘরে,
কোলের কাড়িয়া লয় কত কুবলয়।

কত যে জননী বোন্,
কাটিয়া ঘরের কোণ,
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময়।
কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা বড় কিবা ক্ষুদ্র,

*   *   *

তিলে তিলে পলে পলে পুড়িছে হৃদয়,
এরা আহা চক্ষু খেয়ে,
একটু দেখেনা চেয়ে,
ইহাদেরি একদেশী প্রতিবেশী হয়।
ও উচ্চ শিক্ষায় ধিক্,
আমি যা' দিয়েছি*—ঠিক্,

জগতে জঘণ্য হেন নাহি নীচাশয়,
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৮

বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
কোথায় সাগর পারে,
তুরুকে আর্ম্মাণি মারে,
ইংরেজ রুষের তারা কেহই ত নয়।
এক গোষ্ঠি এক জাতি,
নহে তার এক জাতি,
কেবল খৃষ্টের সনে এক পরিচয়।
তবু যে আর্ম্মাণি-নারী,
ত্যজিল আঁখির বারি,
তাহাতে ডুবিল 'আল্ল্' অল্প কি বিস্ময়?

অবিচারে ব্যভিচারে,
তাহাদেরি হাহাকারে,
বিলাতী আকাশ ভেঙ্গে চূরমার হয়!
তাদেরি—তাদেরি জন্য,
কি হৃদয়, ধন্য ধন্য,
খেপিয়াছে খৃষ্টানের জাতি সমুদয়,
শিক্ষিত বীরের প্রাণ,
কি মহান্! কি মহান্!
করুণায় যেন এক কালান্ত প্রলয়!
নাহি বুঝে আত্মপর,
নাহি বুঝে দেশান্তর,
বিপন্ন উদ্ধারে তারা প্রাণ করে ব্যয়,
না ছাড়ে সম্রাট্ রাজা,
পাপীরে প্রদানি সাজা,
উৎপীড়িত নারী নরে দিতেছে অভয়!
স্বাধীন তুরস্ক—রুম,
সুলতানের সিংহভূম,
এস্‌লামের প্রিয় পূজ্যস্থান পুণ্যময়।
আশী বছরের বুড়া*
তাহারে করিতে গুড়া
করিয়াছে পদাঘাত সহস দুর্জ্জয়!
মোদের শিক্ষাভিমানী,
নব্য বাবু সভ্য জ্ঞানী,
থাক্ তার পর-দুঃখে গলিবে হৃদয়,

* গ্লাডষ্টোন—ইংলণ্ডের মন্ত্রী

রেলে কি জাহাজে গেলে,
কেহ তারে ঠে'লে ফে'লে
নিলে তার মা বোনেরে চুপ্ করে রয়।
জুতা, লাথি, ঝাঁটা খেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়?
দেও তারে শত গালি,
দেও গালে চূণ কালী,
বেহায়ার তাতে কিবা লোক-লাজ ভয়।
বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

১৩০৩
লত্‌পদি—ঢাকা

লেইয়ে—লেহন। ডলিলে—মলিলে। * 'আমি যা দিয়েছি—ঠিক'—কবি 'মগের মুলুক' নামক পুস্তিকায় ভাওয়ালের রাজা ও ম্যানেজারের ব্যভিচার—অবিচারের যে কাহিনী লিখিয়াছিলেন—এখানে ঐ পুস্তিকার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। মগের মুলুক বাজেয়াপ্ত।

অসুর পূজা

তুমি, সাবাস বাহাদুর!
তুমি, সাবাস বাহাদুর!
তোমার,—মহাশক্তির চেয়ে ভক্তি
করিছে অসুর!
হওনা তুমি অত্যাচারী,
হওনা পরের পীড়নকারী,
হওনা তুমি মহাপাপী—হওনা তুমি ক্রূর,

বিশ্ববাসীর আধিপত্য,
লুঠ্‌ছ বটে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
কা'র থাকিলে সে সামর্থ্য নেয়না কহিনুর ?
ময়ুর-সিংহাসনটি ফেলে,
নাদির শা কি অম্‌নি গেলে ?
সোমনাথের মন্দিরটি ভেঙ্গে কল্লেনাকি চূর ?
দিগ্বিজয়ে দেখ্‌ছি নিত্য
কেউ কোথায় করেনি তীর্থ,
সবাই লুঠ্‌ছে পরের বিত্ত,—
তোমার কি কসুর ?
সাবাস বাহাদুর তুমি হে,
সাবাস বাহাদুর !

২

সাবাস বাহাদুর তুমি হে, সাবাস বাহাদুর,
প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শত্রু-জয়ী শূর।
তোমার জ্ঞাতি—তোমাব জ্ঞাতি,
অমরগণের খেয়ে লাথি,
পলাইয়া থাক্‌ত গিয়া গুপ্ত পাতালপুর !
তুমি জিনে তাদের স্বর্গ,
পেলে বিশ্বের পূজা অর্ঘ্য,
স্বর্গ হতে অমরবর্গ কর্লে তুমি দূর !
প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শত্রুজয়ী শূর !

৩

দেবাসুরে সাগর মথি',
গজাশ্ব নেয় সুরপতি,
লক্ষ্মী নিলেন লক্ষ্মীপতি—চালাক সুচতুর,

অসুর সবে ফাকি দিয়ে,
দেবতারা সুধা নিয়ে
মরণ হতে উঠ্‌ল জীয়ে—এম্‌নি ধূর্ত্ত ক্রূর।
এম্‌নি প্রবঞ্চনাকারী,
রাজ্য ধন সব নিল কাড়ি,
দৈত্যেরা শেষ স্বর্গ ছাড়ি সকল হল দূর!
দেব্‌তারা হায় এম্‌নি শঠ—
আর এম্‌নি ধূর্ত্ত ক্রূর।

৪

স্বজাতির সে-অপমানে ক্ষিপ্ত তোমার প্রাণ
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি গর্জ্জে অভিমান!
স্বজাতির সে-লজ্জা ঘৃণা,
যায় কি বুকের রক্ত বিনা?
বীরের বুকে শিরার মুখে
বিষের বিঁধে বাণ।
প্রতিহিংসা প্রতিশোধে
বিশ্বদগ্ধ তোমার ক্রোধে,
সাধ্য কি যে অমর রোধে
তোমার অভিযান!
দাসত্বে বাঁধিলে দেবে,
ইন্দ্রচন্দ্র চরণ সেবে,
বজ্র হতে বীর্য্য তোমার হাজার গরীয়ান্!
তোমার গর্ব্ব—তোমার দম্ভ,
বিশ্ব-দৃশ্য জয়স্তম্ভ,
স্বর্গ-রাজ্যের দুর্গে উড়ে তোমার জয়-নিশান,
অনন্ত অতীতে হয়নি পতিত পরিম্লান।

অসুরের কলঙ্ক-কালী,
সে তিরস্কার গালাগালি,
শত্রু রক্তে কর্লে তুমি ধৌত—অবসান,
দেখিনি আর তোমার মত,
স্বদেশ-প্রেমিক বীর-ব্রত,
জাতির হিতে এমন রত—
জীবন দিতে দান!
জাতি তোমার হৃদয়-মর্ম্ম,
জাতি তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম,
জাতি তোমার যোগ-তপস্যা—
জাতি তোমার ধ্যান,
জাতি তোমার পিতামাতা,
জাতি তোমার ভগ্নীভ্রাতা,
জাতি তোমার পুত্রকন্যা
জাতি তোমার প্রাণ,
একলা তুমি অসুর জাতির
সকল মূর্ত্তিমান!
কেউ পূজেনা দশভুজা,
সবাই করে তোমার পূজা,
সবাই করে তোমার 'পরে
প্রেমাঞ্জলি দান,
জাতির তুমি মুকুটমণি গৌরব গরীয়ান্!

৫

হে বীরেন্দ্র! দিগ্বিজয়ী অসুর দুর্ব্বিজয়!
তোমায় বিনাশ কর্ত্তে আজ—
কেমন কাপুরুষের কাজ—
মিল্ছে জগতের যত শক্তি সমুদয়—

ধনশক্তি লক্ষ্মীরাণী
জ্ঞানশক্তি বীণাপাণি,
রণশক্তি ষড়ানন সে সভায় জনা ছয়।
গণশক্তি গণপতি
কর্ণ বৃহৎ চক্ষু রতি।
দূর হতে শুঁড় বাড়ায়ে সাগর শুষে লয়!
সংহারশক্তি মহেশ্বর, আর
পশুশক্তি সিংহ ও ষাঁড়,
ময়ুর ইন্দুর সাপ জানোয়ার
কেউত বাকী নয়।
উদ্ভিদ্‌শক্তি নবপত্রী।
সর্ব্বশক্তি একচ্ছত্রী—
মহাশক্তির দশভুজেতে সকল সমন্বয়!
সর্ব্ব শক্তি মিলে মিশে,
মারবে তোমায় পদে পিষে,
বঞ্চনার সে নাগপাশে বাঁধছে—বিষময়;
ধিক্ দেবতা তাহার কথা
ভাবতে লজ্জা হয়!

৬

ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্ব্বিজয়!
শৌর্য্য তোমার বীর্য্য তোমার অনন্ত অক্ষয়!
ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রীতি,
ধন্য তোমার অসুর-নীতি,
ধন্য তোমার পুণ্য-স্মৃতি বিনাশ করে ভয়!
তোমার ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি,
স্বাধীনতার অগ্নিস্ফূর্ত্তি!
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ-চাপা রয়?

তোমার আঁখির সতেজ ভাষা,
বিশ্বজয়ের বিপুল আশা,
এক নিমেষে করে যে
সে জগৎ জ্যোতির্ম্ময়।
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি,
ঠেলে উঠ্‌ছে সকল শক্তি,
ধবল গিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়।
রক্ষিতে স্বজাতির স্বত্ব,
দেখি নাই আর এমন মত্ত,
বীরত্বের মহত্ত্বেব আরত এমন অভ্যুদয়।
গুলিব মত পণ প্রতিজ্ঞা ধূলির মত নয়!

মহৎ হতে মহৎ তুমি—মহান্‌-মহীয়ান্‌।
তোমার যারা রাজ্যহারী,
জাতির যারা ধ্বংসকারী,
অবিচারী ব্যভিচারী নারীর লুঠে মান,
যারা প্রবঞ্চকের জাতি,
অবিশ্বাসী গুপ্তঘাতী,
বকের বেশে দেশে দেশে বিলায় পরিত্রাণ,
আততায়ী দস্যু যারা,
অসুরদ্বেষী দেবতাবা—
পশুর মত করে যারা বলির রক্তপান,
তাদের স্পর্দ্ধা তাদের গর্ব্ব
প্রতাপ ও প্রভুত্ব সর্ব্ব
পদাঘাতে কর্লে তাদের চূর্ণ অভিমান!
যদিও নাগপাশে বন্দী,
তবু—নাই তোমার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী,

বিরাট তুমি বিশাল তুমি বিপুল
তোমার প্রাণ।
অনন্ত আকাশের মত,
বক্ষে সে বাঁধে ছায়াপাথ,
বিধাতা করেছেন যেন বিজয়-মাল্য দান।
শরৎ স্বচ্ছ নীলাম্বরে
তোমার বিজয় শোভা করে,
রথ যার ছিন্ন-ছিলা ইন্দ্রধনুখান্।
শরদের জলদের মাঝে,
তোমার জয়দুন্দুভি বাজে,
মরালকণ্ঠে দিগঙ্গনা বিজয় করে গান।
শরৎ গড়ায় কমল হার—
বিজয় শতদল তোমার।
আদরে তাই গলায় পরেন স্বয়ং ভগবান্।
তুমি অভিনন্দনীয়,
তুমি বিশ্ববন্দনীয়,
তুমি সর্ব্বজাতির প্রিয় আনন্দ কল্যাণ,
তাই তেমারে জগৎ করে প্রেমাঞ্জলি দান।

১৩২৫
কলিকাতা

* "অগ্রে অসুর শব্দ বিদ্যমান ছিল, পরে সুর শব্দের সৃষ্টি হয়। অসুর শব্দের অর্থ বুদ্ধিদাতা। অসুর শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা। সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর ভাগে বহু স্থানে অসুর শব্দ সর্ব্বজীবের প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদ সংহিতায় সুর শব্দ বিদ্যমান নাই। পরবর্ত্তীগণ স্বীয় দেবতাদিগকে অসুর বিরোধী সুর আখ্যা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। বাস্তবিক অসুর শব্দের মান্য ও পূজ্য অর্থ ই দেখা যায়। অসুর বিদ্বেষীরাই অসুর শব্দের কদর্থ করিয়াছে।
'ভারতবর্ষীয় উপষক সম্প্রদায়'।

তাড়কার বন

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন।
আবার দারুণ রাক্ষসেরা, সারাভারত কর্লে ঘেরা,—
জলে স্থলে দিগ্‌দিগন্ত সকল আচ্ছাদন।
ছিল রাজ্য যত ক'টি, সকল হ'ল পঞ্চবটী,
শঙ্কা নাইক ডঙ্কা মেরে, বেড়ায় খর দূষণ।
আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন।

২

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন।
নাইক দেশে দুগ্ধ—হবি, গরু বাছুর খাচ্ছে সবি—
উজাড় কর্লে রাক্ষসেরা পশুপক্ষীগণ,—
নাইক মাংস, নাইক মৎস্য, নিত্য লুঠে ফুল শস্য,
উপবাসী ভারতবাসী—নিত্য অনশন।
পশুর চর্ম্ম পশুর হাড়, তাও দেশে রয়না আর,
শূন্য ভাগাড় পাশে কাঁদে শিয়াল শকুনগণ!
পাখীর পালক—তৃণগুচ্ছ, কিবা উচ্চ কিবা তুচ্ছ,
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে কর্ছে তারা কেবল বিলুণ্ঠন।
আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন।

৩

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
আবার পুণ্য মাতৃযাগে, রাক্ষসেরা মত্ত রাগে,
অধীর হয়ে রুধির ধারা কর্ছে বরষণ।
আবার দারুণ অত্যাচারে, কাঁদছে প্রজা হাহাকারে,
অবিচারে কারাগারে আবার নির্ব্বাসন।

আবার বন্দুক—আবার লাঠী, আবার মাথা ফাটাফাটি,
রক্তে রাঙ্গা আবার মাটী—আবার বাজ্‌ল রণ।
একটা কি নাই বিশ্বামিত্র, দেশের মিত্র—বিশ্বমিত্র,
অনুরাগে মাতৃযাগে জীবন করে পণ?
নাই সুমন্ত্র, নাই বশিষ্ঠ, কেউ দেখেনা দেশের ইষ্ট,
আত্মনিষ্ঠ পাপিষ্ঠেরা—অন্ধ দু'নয়ন?
কেবল কি নাই করূষ—মলদ, সারাটা দেশ সবি বলদ,
একটা কি নাই কেউ দশরথ দিতে রাম লক্ষ্মণ?
হিন্দুর বংশ কোটি কোটি, দে'না ছেলে সবাই দু'টী,
দেখ্‌ব কেমন রক্ষে করে যজ্ঞ নিবারণ!
হিন্দুর বালক ডরায় কারে? বধবে তারা তাড়কারে,
কর্‌বে আবার বাহুবলে যজ্ঞ উদ্যাপন।
সর্ব্বজয়ী হিন্দুর ছেলে, শিবের ধনুক ভেঙ্গে ফেলে,
লাভ করিবে ভারত-লক্ষ্মী কীর্ত্তি অতুলন,
জনকপুরে কনক-সীতার নূতন নিমন্ত্রণ!

৪

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ,
হারে মূর্খ, হারে অন্ধ, এবার নয় সে সেতুবন্ধ,
আগেই এসে নাগপাশে সে করেছে বন্ধন।
আগেই এসে গাড়্‌ছে থানা, আগেই তারা দিচ্ছে হানা,
বন্দুক আর তীর ধনুকে দিতে হবে রণ।
বিশ্ববাসী কোটি ভুজে, রাক্ষসেরা এবার যুঝে,
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত নয় সে দশানন,
এ রাবণের নাই সে সংখ্যা, নূতন লঙ্কা নূতন ডঙ্কা,
নূতন বলে নূতন কলে নূতন প্রহরণ।
প'রে জটা বল্কল চীর, আয়না হিন্দুর বালক বীর,

বক্ষে ভক্তি পৃষ্ঠে তুনীর কক্ষে শরাসন,
ভাইয়ের পাছে আয় না ভাই, মায়ের কাজে বিপদ নাই,
ভক্তি বলে শক্তিশেলের হবে নিবারণ।
এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ!

৫

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ!
ধরিয়া রাক্ষসী মায়া, শূর্পনখা পাপের ছায়া,
সাগরী নাগরী মাগে প্রেমের আলিঙ্গন,
ভীষণ উহার 'মিশন' লীলা, সারা ভারত গরাসিলা,
নাক কেটে দে—দূর করে' দে—করুক পলায়ন।
চুলের কাঁটা, কাচের চুড়ি, সোডা সাবান রঙ্গের গুড়ি,
ব্রাণ্ডি হুইস্কি বিয়ার, শেরী ক্লারেট শ্যাম্পিয়ন,
কতই বসন, কতই বাসন, টেবিল চেয়ার কতই আসন,
চা চকোলেট্ চুরট কফি—কতই প্রলোভন—
চীনের পুতুল টিনের গাড়ী, ছেলেখেলার কাঠের বাড়ী,
শিয়াল কুকুর ছাগল ভেড়া অপার অগণন,
এবার কেবল নয় কুরঙ্গ, অনন্ত মারীচের রঙ্গ,
গরাসিছে সিন্ধু বঙ্গ—শিক্ষা-দীক্ষা-মন!
ভুলাইয়া ঘোর কুহকে, মায়াবীও দারুণ ঠকে,
ভারত-লক্ষ্মী সীতা চুরির কর্ছে আয়োজন।
সাবধানে থাক্‌রে সবে, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে রবে,
আবার পাবি আপন রাজ্য আপন সিংহাসন!

ময়মনসিংহ, ১৩১৫

আমরা হরিহর

আমরা হরিহর।

আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হোকনা মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু-রামেশ্বর।
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো,
খড়্গী বর্গী গুর্খা জাঠ আর পার্শী সওদাগর!
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা,
কেউ বা কালো, কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর।
কেউবা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্তমাংস আমরা পরস্পর।

২

আমরা হরিহর।

একই সলিল, একই বায়ু,
একই মৃত্যু পরমায়ু,
একই মোদের শীত বসন্ত একই দিবাকর।
একই মোদের ক্ষুৎপিপাসা,
একই ভরসা একই আশা,
এক আকালে এক পেলেগে মরি নিরন্তর।
পীলা ফাটে একই বুটে,
একই পিশাচ নারী লুঠে
একই ঘৃণা একই লাজে সবাই জরজর।

একই মোদের দণ্ডবিধি,
একই মোদের গুণের নিধি
　　এক চরণে তিরিশ কোটি লুটি নারীনর।
একই ক্ষোভে একই রোষে,
সাবার বুকের রক্ত শোষে,
　　গর্জ্জে প্রাণে অপমানে বজ্র ভয়ঙ্কর।
　　এক মরণে আমরা মরি সবাই নারীনর।

৩

আমরা হরিহর

পশু পক্ষী তরুলতা,
ভারতে যে আছ যথা,
　　অণু রেণু কীট পতঙ্গ জঙ্গম স্থাবর,
কামার কুমার জোলা তাঁতী,
হাড়ি মুচি সকল জাতি ;
　　মুনি ঋষি গরীব দুঃখী রাজা রাজেশ্বর।
নাইক নীচ নাইক উচ্চ
নাইক প্রধান নাইক তুচ্ছ,
　　কোরাণ পুরাণ জেন্দাবেস্তা সবাই একত্তর।
ভাই ভগিনী তিরিশ কোটি,
আমরা যদি জেগে উঠি,
　　আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখ ডর ?

৪

আমরা হরিহর।

মোদের যে শক্তি মরা,
ছিল পড়ে ভারত ভরা,
　　ছিন্ন অঙ্গ পীঠে পীঠে ভিন্ন পরস্পর।

যুগ যুগান্ত হল গত,
মরার চেয়ে মরার মত,
রুদ্র হয়ে ক্ষুদ্র ছিলাম মরার অনুচর।

আমাদের যে লক্ষ্মীরাণী,
কোন্ অভাগার পাপে জানি,
সাগর জলে ঝাঁপ দিয়েছে আজি ক' কছর!

কোন্ বিদেশী বণিক নেয়ে,
নিল তারে পথে পেয়ে,
যত্ন করে রত্ন ঝাঁপি—নেইনি সে খবর!

আয়রে আমরা তিরিশ কোটি,
ভাই ভগিনী সবাই যুটি,
লভি আজ সে নূতন শক্তি—নূতন কলেবর!

আয়রে আমরা আগা গোড়া,
ভাঙ্গা ভারত লাগাই জোড়া,
আয়রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।

আয়রে অজগর দিয়া,
সপ্ত সিন্ধু মথি গিয়া,
ইন্দিরা সে বন্দী কোথায়—ধবল বালুচর।

ভয় কিরে ভাই চুমুক দিয়া,
উঠ্‌লে গরল ফেল্‌ব পিয়া,
মাথায় যদি গর্জ্জে ফণী, ভালে বৈশ্বানর,—

ভয় কিরে ভাই তিরিশ কোটি
যম দেখিলে পলায় ছুটি,
মৃত্যুজয়ী হবি যদি মায়ের পূজা কর্!
আয়রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।

৫

আমরা হরিহর!

বাজারে ভাই বিজয় শিঙ্গা,
ডুব্‌ল কোথায় সপ্তডিঙ্গা,
সাগর সেঁচে তুলব এবার 'চাঁদ' 'মধুকর'।
দেখব মায়ের গজ গিলা,'
দেখব মায়ের শক্তি লীলা,
সাগর সেঁচে তুলব এবার 'শ্রীমন্তের টোপর'।
আয়রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।

৬

আমরা হরিহর!

একটা পদ্ম-আখি দিয়া,
রাম পূজিল লঙ্কা গিয়া,
শঙ্কা কিরে, আমরা ত ভাই তারই বংশধর!
আয়রে আমরা সবাই যুটি,'
পূজি মায়ের চরণ দু'টি,
উড়াইয়া ষষ্ঠি কোটি নেত্র মনোহর।
হৃৎপিণ্ড মুণ্ড হস্ত,
আর যা লাগে সে সমস্ত,
আয়রে সবাই দেইরে মায়ের পদ্ম পায়ের 'পর।
অনেক দিন মা পায়নি পূজা,
সাগর পরা শ্যামল ভুজা,
নলিন চরণ মলিন মায়ের রক্তে রাঙ্গা কর।
আয়রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।

ময়মনসিংহ

বসন্ত-পূর্ণিমা

আ ছি ছি, শশধর, অত কেন হাসি ?
একটু থামনা ভাই, আর কি সময় নাই,
স্বর্গের দেবতা কিহে এতই বিলাসী ?
বসন্তের হাওয়া খাওয়া, নিশিতে বেড়া'তে যাওয়া,
তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালবাসি ।
অই দেখ কত তারা, বালিকা রূপসী যারা,
পলাইছে তব ডরে পাড়ার পরশী !
আকাশের ক্ষুদে মেয়ে, কি বলিবে ঘরে যেয়ে,
ভেঙ্গেছে আছাড় খেয়ে কাঁকের কলসী ।
আ ছি ছি, শশধর, অত কেন হাসি !

২

বোঝনা যে ভাই তুমি অই বড় দুখ,
পথে ঘাটে একা পেয়ে, গৃহস্থের বউ মেয়ে,
কে থাকে অমন চেয়ে নিলাজ কামুক ?
*   *   *   *   *
খে'লে কি লাজের মাথা, আ ছি, শোননা কথা,
এখন রাখিয়া দাও তামাসা কৌতুক,
বোঝনা যে শশধর অই বড় দুখ ।

৩

আ ছি ছি, শশধর, অত কেন হাসি ?
বহুদিন হ'তে ভাই, ফিরিয়া ফিরিয়া যাই,
বলিতে একটী কথা প্রতিদিন আসি ।

বলিতে পারিনা নিতি, এ তোমার কি যে রীতি,
শোননা কাজের কথা শুধু হাসাহাসি !
না লও কিছুর তত্ত্ব, সদা আছ উনমত্ত,
মানব হইতে যেন ভোগ অভিলাষী !
আ'সে কি সত্যই হায়, দক্ষিণ মলয় বায়,
তোমার গায়ের গন্ধ পরিমল রাশি ?
মাখিয়াছ পমেটম্, লেভেণ্ডার, ডি-কলন্,
বাঙ্গালী বাবুর মত তুমিও বিলাসী ?
হেমময়ী তারাগুলি, রূপের বাজার খুলি,
মিলেছে মেলায় ওকি পারিসে রূপসী ?
আকাশের আকবর, তুমি কি হে শশধর,
আজি তব খোস্‌রোজ নিশি পৌর্ণমাসী ?
আ ছি ছি ! শশধর অত কেন হাসি ?

৪

কি লাগিয়া অত হাসি হাস শশধর ?
লাজ নাই লজ্জা নাই, ছি ছি লাজে মরে যাই,
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি সুধাকর !
গৃহস্থ মেয়ের কাছে, অত কি হাসিতে আছে,
স্বর্গের দেবতা কিহে এতই বর্ব্বর ?
শশাঙ্ক, তোমারে নরে, বৃথা নিন্দা নাহি করে,
চির কলঙ্কীর বল কলঙ্কে কি ডর ?

৫

আ ছি ছি, অত হাসি কেন শশধর ?
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে, হাস তুমি কোন্ মুখে,
মর্ত্ত্যের মানব আমি চক্ষের উপর !

দুঃখ দরিদ্রতা ভরা, দেখ না কি বসুন্ধরা,
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর।
কাঁদে কত পুত্রহীনা, ভগিনী সোদর বিনা,
দিবানিশি বিধবার নয়নে নির্ঝর!
বিড়ম্বিত মোর মত, আছে হতভাগ্য কত,
প্রাণভরা ধূ ধূ করে মরু ভয়ঙ্কর।
হায় হায় কত পাপে, বর্ষে অশ্রু অনুতাপে,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর।
ইহা দেখিয়া নিত্য, হয় না ব্যথিত চিত্ত,
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর?
কঠিন শিলার সম, প্রাণ তব নিরমম,
ধিক্ দেবতার নামে ওহে শশধর।
নির্ম্মম দানব মত, দৃক্‌পাত নাহি তত,
দুয়ারে দরিদ্র মরে ক্ষুধায় কাতর!
ধিক্ তব দেবনেত্রে ওহে শশধর!

৬

বল শশি, বল শুনি হাস কোন্ প্রাণে?
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, পাতকের একশেষ,
চৌর্য্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নিয়ত যেখানে,
ভগিনী ভ্রাতার সনে, কথা কয় পাপ মনে,
প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম প্রতিদানে,
নরের সে অধোগতি, নিরখিয়া নিশাপতি,
সত্যই করুণা কিহে হইল না প্রাণে?
হৃদয় বেঁধেছ হায় এমনি পাষাণে?

৭

কি ক'রে কঠিন এত হলে শশধর?
আহা হা ভারত ভূমি, কি ক'রে দেখিয়া তুমি,

ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর ?
যে দেশের বসুন্ধরা, গোলকুণ্ডা হীরা ভরা,
বহিছে কনক রেণু পর্ব্বত নির্ঝর !
যে দেশে তোমার মত, ওঠে শশী শত শত,
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর !
যে দেশে শ্মশান-ভস্মে, সুন্দর সবুজ শস্যে,
হেমন্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর !
সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চি'বায়ে খায়,
ক্ষুধার্ত্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর।
বল শুনি কোন্ প্রাণে, চেয়ে সে মায়ের পানে,
কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর,
নর দুঃখে অমর কি হয়না কাতর ?

৮

সত্যই ভারত দেখে কাঁদে না কি প্রাণ ?
অযোধ্যার রাজগৃহে, সত্যই কখনো কিহে,
একবিন্দু অশ্রুজল করনি প্রদান ?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে, দেখনি সজল নেত্রে,
আপনার বংশ ধ্বংস—সন্তান শ্মশান ?
সত্যই দেখিয়া শশি কাঁদেনি কি প্রাণ ?
যে দেশের বীর নারী, বর্ম্ম চর্ম্ম অসি ধরি,
রণরঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম,
অস্ত্রের বিধির ডরে, সেই দেশে শোভা করে,
তালপত্র তরবারী কালীর কৃপাণ !
যে জাতির পদভরে, বাসুকী কাঁপিত ডরে,
অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধরা কম্পমান,
তাহাদেরি আজ হায়, পদাঘাতে প্রাণ যায়,
শৃগাল-শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান।

কিসে ইহা দেখি শশি, হাসিতেছ অত হাসি,
এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ,
পতিত ভারত-দুঃখে নাহি কাঁদে প্রাণ ?

৯

নাহি কাঁদে, না কাঁদুক—কিন্তু শশধর,
জিজ্ঞাসি কথাটী সেই দাও না উত্তর ?
শুনেছি লোকের কাছে, তোমার হে সুধা আছে,
সুধার আকর নাকি তুমি সুধাকর ?
যে সুধায় মরা বাঁচে, তাই কি তোমার আছে,
জিজ্ঞাসি সরল মনে দাওনা উত্তর ?
যে সুধায় ওহে সোম, বাঁচিল গিরিশ রোম,
সেই সুধা আছে নাকি ওহে শশধর,
নীরবে রহিলে কেন—দাওনা উত্তর ?

১০

মিছা কথা—প্রবঞ্চনা !
কিছুতে বিশ্বাস মম হয় না কখন !
তুমি সুধাকর সেই সুধা-প্রস্রবণ !
তোমার (ও) কৌমুদী হাসি, সঞ্জীবনী সুধারাশি,
স্পর্শিলে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন,
প্রাণভরা যে দুর্ভোগ, অধীনতা মহারোগ,
তব ও-কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন !

১১

শশধর !
যদি তাই সত্য হবে, তা হ'লে কি আর,
সোণার ভারত এত হ'ত ছারখার ?
নিত্য হাস এত হাসি, ছড়াও কৌমুদী রাশি,
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কান্তার !

কোথা সে কোশল দেশ, ইন্দ্রপ্রস্থ ভস্মশেষ,
জাগিল না এ জনমে জাঠ মারবাড়।
এই যে ভারত-ভরা, শশধর, এত মড়া,
এত চিতা ভস্মরাশি এত পোড়া হাড়,
কে বাঁচিল—কই কই, বল শুনে সুখী হই,
জাগিল কি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্ব্বার ?
মৃত কি জাগিল কেহ অমৃতে তোমার !

১২

আ ছি ছি।
তবে কেন অত হাসি হাস শশধর ?
জ্ঞানহীন, লজ্জাহীন, মূর্খ তুমি চিরদিন,
সুধা নাই তবু ধর নাম সুধাকর !
দেবতার ভোগ্য যাহা, চণ্ডালে দিয়াছ তাহা,
ভাবিতে পারি না চিত্ত কাঁপে থরথর।
এখন তোমারি বলে, তোমারে গ্রাসে কবলে,
প্রবঞ্চক ধূর্ত্ত রাহু কৃতঘ্ন পামর।
সে চণ্ডাল স্পর্শে হায়, আরো দেখ শুভ্রকায়,
মেখেছ কলঙ্ক কালী কত শশধর,
ছি ! ছি ! ছি। তথাপি হাস নিলাজ অমর ?

১৩

যাও তুমি দূর হও,
ভারত আকাশে এসে উঠিও না আর,
মিলে সব ভাই ভাই, সিন্ধু বঙ্গ এক ঠাঁই,
যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্ব্বার,
উত্তোলিব নব শশী মথি' পারাবার।

যে সুধায় বাঁচে মড়া, সে বিধু সে সুধা ভরা,
সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে হাসিবে আবার,
বিনাশিব সুদর্শনে রাহু দুরাচার।
মৃত এ কৌমুদী রাশি, এ হইতে ভালবাসি,
অমা রজনীর সেই ঘোর অন্ধকার,
সুধাশূন্য সুধাকর হাসিও না আর।

১২৯১
ময়মনসিংহ

নির্ব্বাসিতের আবেদন

তোমরা বিচার কর সবে!
আমি যদি হই দোষী, যাহা ইচ্ছা—যাহা খুসী,
যে শাস্তি করিবে ভাই সহিব নীরবে!
মার যদি জুতা লাথি,
লইব তা' শির পাতি,
দেও যদি ফাঁসি শূলে—বিচারে যা হবে—
কখনো হবনা ভীত,
অথবা বিষণ্ণ চিত,
পোড়াইলে তুষানলে, ডুবালে রৌরবে!
পবিত্র ঈশ্বর স্মরি,
বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ছুঁইয়া তুলসী-তামা ঠাকুর মাধবে!
তোমরা বিচার কর সবে!

২

তোমরা বিচার কর ভাই!
কেন আমি দেশ ছাড়া, আত্মীয় স্বজন হারা,
কেন সে জনমভূমি দেখিতে না পাই?

তোমরা যেখানে যেয়ে,
আদর সান্ত্বনা পেয়ে,
যাদেরে দেখিয়া হও খুসী সর্ব্বদাই,
আমারো ত পিতামাতা,
আছে সে ভগিনী ভ্রাতা,
আছে সে তুহিতা নারী সেখানে সবাই!
আমারো ত লয় মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
মাখিতে এ পোড়া বুকে তাহাদের ছাই!
আমারো ত হয় আশা,
শুনিয়া তাদের ভাষা,
চিলাইর কলকলে পরাণ জুড়াই?
তোমরা বিচার কর ভাই!

৩

তোমরা বিচার কর ভাই!
কোন্ দোষে কোন্ পাপে, বল কার অভিশাপে,
হইয়াছি নির্ব্বাসিত, বল দেখি তাই!
করিনি ডাকাতি চুরি,
মারিনি ত বুকে ছুরি,
স্বপনে দেশের কোন ক্ষতি করি নাই!
শুধু তার হিতকামী,
তারে ভালবাসি আমি
বুকের শোণিত দিয়া শুভ তার চাই!
কোন্ পাপে বল তবে,
এ শাস্তি আমার হবে,
জগতে ইহার নাকি সুবিচার নাই?

শোন হিন্দু মোসল্‌মান,
শোন ভাই খিরিষ্টান,
উড়িয়া আসামী গারো বেহারী লুসাই,
ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা যার,
জনক জননী আর
পবিত্র ঈশ্বর নামে দোহাই দোহাই !
তোমরা বিচার কর ভাই !

৪

তোমরা বিচার কর, কর প্রতিকার,
কেন সে মায়ের বুকে,
মরিতে দিবেনা সুখে,
হইতে দিবেনা মোর ধুলা মাটী তার ?
ছাই হ'ব—ভস্ম হ'ব
তারি বুকে মিশে র'ব,
কেন সে দিবেনা, তার কোন অধিকার ?
শত স্বর্গ, শত কাশী,
তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই,
পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার !
ওর তীরে শ্যাম মাঠে,
পড়ে আছে কত ঘাটে,
কত যে কণ্ঠের আহা হীরা মণিহার !

বড় সাধ মনে মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
হইতে সে চিলাইর চিতার অঙ্গার !
কেন সে দিবেনা, তার কোন্ অধিকার !

৫

তোমরা বিচার কর জন-সাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির নির্ব্বাসন !
বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে ?
দরিদ্র দুর্ব্বল আমি, এই কি কারণ ?
সংসারে আমার ভাই,
যদিও কেহই নাই,
তবু ত তোমরা আছ দেশবাসিগণ ?
নহ ত একটী দুটী,
বঙ্গবাসী আট কোটি,
সকলি কি কাপুরুষ অধম এমন ?
সবারি কি শূন্যবুক,
রক্ত নাই একটুক,
হৃদয়ে গলিত বিষ্ঠা করে সঞ্চরণ ?
এই ষোল কোটি হাতে,
বল নাই একটাতে,
নাহি কি অভয় দান, আর্ত্তের রক্ষণ ?
ষোল কোটি চক্ষু হায়,
জলবিন্দু নাহি তায়,
সকলি কি চিরশুষ্ক মরুর মতন ?

নাহি দয়া কারো প্রাণে,
কেহ ধর্ম্ম নাহি জানে,
কেহই বুঝে না হায় পরের বেদন !
সত্যই কি বঙ্গদেশ,
ভরা শুধু ছাগ মেষ,
এখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন ?
তোমরা বিচার কর জনসাধারণ !

৬

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারী করি,
করিয়াছে দেশান্তরী
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা।
গোষ্ঠী গোত্রে যারা জুটে,
জন্মভূমি নেয় লুটে,
ভয়ে নাহি কথা কহে দেশী অভাগারা,
যারা ভাই বস্ত্র হরে
দিনে রেতে ঘরে ঘরে,
আকুলা জননী বোন্ কেঁদে হয় সারা !
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা !

৭

তোমরা বিচার কর, তাহারা কে হয়,
তারা নহে দস্যু চোর,
দুর্দ্দান্ত-দানব ঘোর ?
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয় ?

আমি সে দেশের অরি,
চরণে বিচূর্ণ করি,
যদি পাই দিবানিশি এই মনে লয়!
সরল স্বদেশী মম,
বিদলিছে পশু সম!
আহা হা, সে দুঃখ ভাই, প্রাণে নাকি সয়।
স্বপনে শিহরি উঠি,
জাগরণে মাথা কুটি,
মনে পড়ে ম্লান মুখ সকল সময়!
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয়?

৮

তোমরা বিচার কর—তোমাদের দ্বারে
দরিদ্র ভাওয়াল বাসী,
কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে!
সহায় সম্পদ হীন,
দরিদ্র দুর্ব্বল ক্ষীণ,
কেমনে যাইব বল রাজার দুয়ারে?
দেখ ভাই দেখ চেয়ে,
দেখ কি যাতনা পেয়ে,
দিন নাই রাত্রি নাই ভাসি অশ্রুধারে;
দেখ কি বিষের জ্বালা,
শোণিত করেছে কালা,
দেখ কি নরকানল জ্বলে হাড়ে হাড়ে!
কে আছে দুঃখীর জন্য,
মানবে দেবতা ধন্য,
বাড়াও দয়ার হস্ত দীন অভাগারে!

সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান,
কে আছ বীরের প্রাণ,
বাড়াও সবল হস্ত পাপের সংহারে !
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে !

৯

তোমরা বিচার কর—কর প্রতিকার,
সবার চরণে ভাই,
কাতরে এ ভিক্ষা চাই,
জীবনে আকাঙ্ক্ষা নাই ইহা ছাড়া আর !
এই জীবনের কর্ম্ম,
এই জীবনের ধর্ম্ম,
এই জীবনের ব্রত করিয়াছি সার !
যাবৎ বাঁচিয়া আছি,
এ সাধনা লইয়াছি,
মুছাইব অশ্রুজল অভাগিনী মা'র !
বাঙ্গলার নর নারী
অই শোন শোন তারি,
কি যে গগন ভেদী গভীর চীৎকার,
দানবে লুঠিছে তারে,
কাঁদে মাতা হাহাকারে,
পারি না সহিতে ভাই পারি না যে আর !
হও শীঘ্র অগ্রসর,
সবে মিলে পরস্পর,
সকলে সহায় হও দীন অবলার !
যে জাতি যেখানে থাক
সতীর সতীত্ব রাখ,
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার,

পেয়েছ যে প্রাণ, হস্ত,
পুণ্যকার্য্যে কর ন্যস্ত,
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার,
উৎপীড়িত প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার !

আমার বাড়ী

কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?
হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম ব্যথা,
প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই।
স্মরণে পরাণ পোড়ে, বুক যেন ভাঙ্গে চোরে,
হায় সে দারুণ জ্বালা আজো কমে নাই !
কলিজা ধমনী শিরা, মনে লয় ফেলি ছিঁড়া,
নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া খাই।
সে অগ্নি-কাহিনী যাহা, কেমনে বলিব তাহা,
মনে না হইতে আগে পুড়ে হই ছাই।
বল না বলিব কিসে, মরি যে দারুণ বিষে,
আমি যে দেখিছি এর দেশে ওঝা নাই।
কোথা বাড়ী, কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?

২

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?
যে দেশে আছিল বাড়ী চিহ্নমাত্র নাহি তারি,
সে দেশ পুড়িয়া গেছে, হয়ে গেছে ছাই।
রাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম,
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই।
সে দেশ থাকিত যদি, তবে কি হে নিরবধি,
দেশে দেশে ঘুরি আর কাঁদিয়া বেড়াই ?
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?

৩

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?
যে দেশে আছিল ঘর আমি সে দেশের পর,
সে দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই।
আমারি—আমারি দেশে আমারে খেদায় এসে,
আমারি মায়ের কোলে নাহি মোর ঠাঁই।
ইংরাজের রাজনীতি, দেয় না সে বজ্রগীতি,
জ্বলন্ত দীপক রাগে প্রাণ খুলে গাই।
ছিন্ন জিহ্বা সিংহসম, জীমূত গর্জ্জন মম,
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই।
কোথা বাড়ী কোথা ঘর কি শুধাও ভাই ?

৪

কোথায় বসতি মোর কি সুধাও ভাই ?
কেহই শোনে না যাহা, তুমি কি শুনিবে তাহা,
এ দুঃখ বলিতে নাহি ত্রিভুবনে ঠাঁই।
এ জগতে আছে যারা, সকলি পিশাচ তারা,
প্রকৃত মানুষ কা'রে দেখিতে না পাই।
সব বেটা ঘুষখোর, সব বেটা জুয়াচোর,
'ধ্বজাধারী' আর্কফলা যার দিকে চাই।
'তু' করিতে মেলে হাত, হেন পায় ধরা জাত,
এমন বিবেক শূন্য দেশের বালাই।
কুকুরের চেয়ে নীচু, যদি আর থাকে কিছু
আমি যে এদেরে বলি,—ঘৃণা করি তাই।
বলিব কাহার কাছে, কে বল মানুষ আছে ;
দয়াল ধার্ম্মিক বীর কোথা গেলে পাই ;
করিতে আর্ত্তের ত্রাণ, কার বল কাঁদে প্রাণ ;

তেমন মানুষ বুঝি ত্রিভুবনে নাই।
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?

৫

কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল?
তুমি কি পারিবে তার, ঘুচাইতে হাহাকার,
মুছাইতে আখিভরা শোক-অশ্রুজল?
তুমি কি দেখেছ বুঝে, এত বল আছে ভুজে,
ছিঁড়িতে পারিবে তার লোহার শৃঙ্খল?
হৃৎপিণ্ড বিদারিয়া, বুকের-শোণিত দিয়া,
পারিবে নিবাতে তার দাহ-দাবানল?
কোথায় বসতি তবে শুনিয়া কি ফল?

৬

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর?
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নরনারী,
স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর।
দ্বেষ নাই হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই,
কেবলি স্নেহেতে ছিল মাখা পরস্পর।
ছিল সবে শান্তি সুখে, সতত প্রসন্ন মুখে,
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর।
কত ছিল খেতখোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা,
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর।
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল,
দুধে ভাতে সকলেই পূরিত উদর।
আছিল নিঃশঙ্ক মনে, প্রিয় পরিবার সনে,
মা বোন সুন্দরী হলে নাহি ছিল ডর।

নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে,
কাড়িয়া নিতনা কোন দানব পামর।
সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারী নর।

৭

সে দেশ আছিল ভাই দেবনিকেতন।
ধাম্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ।
জননী সমান জানি, সত্যভামা ছিলা রাণী,
মমতার মন্দাকিনী স্নেহ প্রস্রবণ।
রাজবালা কৃপাময়ী, কৃপার তুলনা কই ?
রাজেন্দ্র নামেতে ছিলা রাজার নন্দন।
নাহি ছিল অবিচার, নাহি ছিল ব্যভিচার,
নাহি ছিল অনাথার করুণ ক্রন্দন।
যার খেত সে অবশ্য, পাইত তাহাব শস্য,
পারিত না লুঠে নিতে চোর মন্ত্রিগণ।
সে যায় নি অধঃপাতে, সে খে'ত আপন হাতে,
নিজেই নিজের রাজ্য করিত শাসন।
প্রজার কল্যাণে হিতে, সে চাহিত প্রাণ দিতে,
দেশের মঙ্গলে সদা আছিল যতন।
কৃষি শিল্প ব্যবসায়, রাজ্যের উন্নতি যা'য়
তাহাতে অজস্র অর্থ করিত বর্ষণ।
প্রজার শিক্ষার তরে, কত যত্ন সমাদরে,
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় করিত স্থাপন।
নাহি ছিল জলকষ্ট, রোগে না হইত নষ্ট,
দেশে কভু নাহি ছিল অকাল মরণ।
কাটাইয়া জলাশয়, স্থাপিয়া চিকিৎসালয়,
প্রজার অভাব দুঃখ করিত মোচন।

ছিল 'প্রজাহিতৈষিণী', প্রজাহিত সংসাধিনী,
রাজার সে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি অতুলন।
কিন্তু তা কোথায় আজ, কোথা সেই মহারাজ,
ডুবেছে সূর্য্যের সহ সহস্র কিরণ।
সে যে ছিল দেবপুর দেব নিকেতন।

৮

যে দেশে আছিল বাড়ী সে যে দেবপুর,
সেখানে ছিল না পাপ, নাহি ছিল পরিতাপ,
সে দেশে ছিল না ভাই দানব অসুর।
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মরিতে হত না কারে,
দরিদ্র ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর,
রাজার দয়ার দানে, সকলে বাঁচিত প্রাণে,—
শ্রাবণের ধারা সম প্রভূত প্রচুর।
বিনা দোষে নির্ব্বাসিত, কারে না করিয়া দিত,
হাতী দিয়ে ভেঙ্গে ঘর করিত না চূর।
কিংবা গৃহ পোড়াইয়া, সে দিত না খেদাইয়া,
সে ছিল না আততায়ী পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর।
সে ছিল ভগিনীভ্রাতা, সে যে ছিল পিতামাতা,
সে যে ছিল সকলের মাথার ঠাকুর।
হায় কোথা গেল আজ, দেবপুর-দেবরাজ,
হৃদয়ে হানিয়ে বাজ রাজাবাহাদুর।
যে দেশে আছিল বাড়ী সে যে দেবপুর।

৯

যে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার,
সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,
আজিও শ্মশানে শয্যা আছে সারদার।

কুমুদ কমলে হায়, শরত সাজায়ে তায়,
সায়াহ্ন জ্বালায়ে দেয় দীপ তারকার,
কুয়াসা ধূমের রূপ, শিশির দিতেছে ধূপ,
বাজায় মঙ্গল শঙ্খ হংস অনিবার।
প্রভাত পাখীর স্বরে, বসন্ত বন্দনা করে,
পবিত্র প্রণয়গীতি গাইয়া তাহার।
স্নেহের নয়নাসারে, বরষা ধোয়ায় তারে,
ঢালিয়া নবীন মেঘে নব জলধার।
দেব দেশে ছিল ভাই বসতি আমার।

১০

দেব দেশে ছিল ভাই দেব নিকেতন
যত তরু যত লতা, সবই কল্পতরু তথা,
সে দেশের যত বন সকলি নন্দন।
সে দেশের স্রোতস্বিনী সকলেই মন্দাকিনী,
সকলি অমৃত গঙ্গা সুধা প্রস্রবণ।
সে দেশের স্বর্ণভূমি, হায় কি বুঝিবে তুমি,
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে সুমেরু কেমন।
সে দেশে 'মাণিকা বিলে', মাণিক কমল মিলে,
কি ছার সে মানসের হেম-পদ্মবন।
আন্দোলিয়া নীল বারি, জল নিতে কুলনারী
সলিলে গলিয়া পড়ে তরল কাঞ্চন।
সে দেশের নারীর ঠোঁটে, পারিজাত ফুল ফোটে,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বহে সুধা সমীরণ,
তাদেরই আননে হয়, সে দেশের চন্দ্রোদয়,
তাদেরি চরণে ডুবে কনক তপন।
তাদেরি করুণা স্নেহে, নব বল আছে দেহে,
জরামৃত্যু করে যেন দূরে পলায়ন,

অমৃত তাদেরি কথা, সে আদর সে মমতা,
জুড়ায় বুকের ব্যথা জ্বালা পোড়া মন।
সে দেশে রমণী দেবী, আমি তারে নিত্য সেবি,
জননী ভগিনীরূপে পূজি শ্রীচরণ,
সে দেশে ত পর নাই, সবি পিতা সবি ভাই,
প্রাণের অধিক মোর সকলি আপন।
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন।

১১

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নরনারী,
শোকে দুখে বিষাদিত ব্যাথিত কাতর।
সয়তান লাগিয়া পিছে, কলম কাড়িয়া নিছে,
তাহারা হয়েছে আজ পশু বনচর ;
তাহারা ভূতেরে পূজে জুতা খায় মাথা গুজে,
পিঠে খায় কীল কুনি, গালে খায় চড়।
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,
মা বোন সতীত্ব হারা করে ধড় ফড়।
ভাবিছে অদৃষ্ট সার, এই লিপি বিধাতার,
এত কাপুরুষ করে দৈবের নির্ভর ;
এত গেছে অধঃপাতে, পিশাচের পদাঘাতে,
স্মরণে নয়নে অশ্রু বহে দরদর।
হায় সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর।
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর !

১৩২০

মধুপুর (ই. আই. আর.)

আমার চিতায় দিবে মঠ

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্ ফট্ ।
সে দিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জ্জলা এ স্নেহ বৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্ পট্ ।
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে,
তোম্‌রা আমায় চিতায় দিবে মঠ !

২

দুধটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে
ধুলায় লুটে চট্ পট্ ।
শুষ্ক চোখ কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইক জল,
লোল-রসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কট্ মট্ ।
শত ছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়,
এমনি দৈন্য এমনি দুঃখ,
যোটে না মোটে ছালার চট্ !

নীলগিরি নাহি সে খোপা
শুক্‌না মরা বিন্না ছোপা,
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অযতনে শিবের জট্‌ !
শুষ্ক জীর্ণ শ্মশানকালী
সারিন্দার খোল পেট্‌টী-খালি,
আকাল ভারে বাঁচান দেহ
কাঁকাল ভাঙ্গা কটিতট ।
আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী ।

৩

পাখীও ত গাছের ডালে,
আপন বাসায় শাবক পালে
আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা,
কেমন বিপদ, কি সঙ্কট ।
আমি থাকি পরের বাড়ী,
নিয়ে ছেলেপুলে নারী,
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি
বাপ দাদার সে ভাঙ্গা ঘট !
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমায় চিতায় দিবে মঠ !

সারিন্দা—পাকা লাউ হইতে নির্ম্মিত একতারা
বিন্না—একপ্রকার উলুখড় ।

৪

আমি আজ
স্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী
পরদেশে পর-প্রত্যাশী,
না জানিয়া মর্লেম আমি,
ব্যাস কাশী—এ পদ্মার তট !
দেখিনি এমন দারুণ জা'গা,
লক্ষ্মী ছাড়া হতভাগা,
তিন পয়সা এক বেতের আগা,—
কি মহার্ঘ, কি দুর্ঘট !
আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

৫

হেথা, ছলনা বঞ্চনা খালি,
কে কার ভোগে দিবে বালি।
এ কিষ্কিন্ধ্যায় সবাই 'বালী'
আত্মম্ভরী মর্কট !
জানেনা এরা সত্য বাক্য,
ব্যবসা এদের মিথ্যা সাক্ষ্য,
চোর গিরস্থ দু'জনারি পক্ষ
উভচর সব কর্কট !
এরা, শিকড়ে শিকড়ে বাঁশি বাঁধা,
সকল কলার এক ছড়া—কাঁধা,
এদের, অসাধ্য নাই,—স্বার্থে আঁধা,
আকাশে 'ব' নামায় বট,
কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি,
এখন, পলাতে পার্লে প্রাণে বাঁচি।

এরা জন্তুর চেয়ে অধম পশু
আত্মগুপ্ত কূর্ম্ম কর্ম্মঠ !
আমি মর্লে, তোমরা আমায় চিতায় দিবে মঠ !

৬

কথার বন্ধু অনেক আছে,
কথায় তুলে দিবে গাছে,
বিপদ কালে পাইনা কাছে
কেমন স্নেহ অকপট,
অভাব দুঃখ শুনলে পরে,
পাছে কিছু চাইব ডরে,
স্বভাব দোষে স'রে পড়ে
চোরের মত দেয় চম্পট !
কত বন্ধু দেশের নেতা।
মুখবন্ধ স্বাধীন চেতা,
কাযের বেলায় আরেক কেতা
হৃদয় ভরা ঘোর কপট,
লেখক মেরে অনাহারে,
লুঠবে টাকা উপহারে,
সাহিত্যের যে কসাই বন্ধু
বিষম ধূর্ত্ত, বিষম শঠ।
আমি মলে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী !

৭

যা হোক, আমি শত ধন্য,
কৃতজ্ঞ কৃতার্থম্মন্য
তোমাদের এ স্নেহের জন্য
আজ তোমাদের সন্নিকট।

চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,
গড়বে 'স্ট্যাচু' অর্দ্ধ-দেহ,
ছায়া-ছিত্র রাখ্‌বে কেহ
কেউ বা তৈল চিত্রপট !
কর্‌বে তোমরা শোক-সভা,
চোখে চস্‌মা শ্বেতজবা,
ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রপ্রভা,
করতালি চট্‌ চট্‌,
স্বর্গ কিম্বা নরক হতে,
আসব তখন আকাশ পথে,
দেখতে আমার শোকসভা
সঙ্গে নিয়ে অলকট্‌ !
সত্যই কি লজ্জা শরম
বাঙালীরে করেছে বয়কট্‌?

* কোন রাজকুমারকে তাঁহার একজন সহচর, আমি মরিলে আমার চিতায় একটি মঠ দিতে বলিয়াছিলেন, ইহা তচ্ছ্রবণে লিখিত।

শ্রাবণ—১৩১৮

থাকুক আমার বিয়া

বাবা থাকুক আমার বিয়া,—
চাইনে আমি এম এ, বি এ, কিন্‌তে হয় যা টাকা দিয়ে,
ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া ;
সোনার চেইন সোনার ঘড়ি, গর্ব্ব যাদের গলায় পরি,'
অমন পশু কিন্‌বে নাক কানাকড়ি দিয়া !

২

থাকুক আমার বিয়া,—
বিবাহ যে কি পদার্থ, বোঝে না যে অপদার্থ,
অর্থলোভে পুরুষার্থ যে ফেলে বেচিয়া,
অমন শিক্ষায় ধিক শতধিক, দর্শনে সে অন্ধ অধিক,
বিজ্ঞানে তার জ্ঞান নাই মোটে—ময়না শালিখ টি'য়া।

৩

থাকুক আমার বিয়া,—
চাইনা ভণ্ড দেশ-হিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশী,
ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত বাতাস দিয়া দিয়া!
ধিক সে ওদের উচ্চ শিক্ষা, ধিক ওদের স্বদেশী দীক্ষা,
কিসে তরবে এ পরীক্ষা পশুর আত্মা নিয়া?

৪

থাকুক আমার বিয়া,—
এটা নয় সে রাজ্যনীতি, রাজদ্রোহের নাই সে ভীতি,
এটা কেবল মোহের প্রীতি টাকারই লাগিয়া।
কেউ না এতে কাটে মারে, ইচ্ছা কর্লে সবাই পারে
শান্তি সুখে দেশ ভরিতে ভ্রান্তি বিনাশিয়া।

৫

থাকুক আমার বিয়া,—
কুলীন চেয়ে ভাল কুলী, মুচি ঋষি কশাই গুলি
সারা জীবন ফিরে কেবল ছুরী শানাইয়া,
যখন যারে কায়দা পায়, যে ঠেকেছে মেয়ের দায়,
ধর্ম্ম ভুলি চর্ম্ম খুলি কর্ম্ম সারে গিয়া!

৬

থাকুক আমার বিয়া,—
বেচবে কেন ভিটা মাটি, বেচবে কেন ঘটিবাটি,
মজ্‌বে কেন আমার তরে ভিটায় পুকুর দিয়া ?
যে কর্ব্বে তোমার দুর্গতি, ভজব কি সেই পশু পতি ?
পূজব না হয় পশুপতি উমার মত গিয়া !

৭

থাকুক আমার বিয়া,—
রেখে কোলে কাখে বুকে, পালন কর্লে কত দুখে,
আজো তোমার স্নেহ দয়ায় রয়েছি বাঁচিয়া
আজো তোমার এমনি ব্যাথা, যা কিছু পাও যখন যেথা,
পাখীর মত দিচ্ছ এনে নিজে না খাইয়া !
সেই তোমার চির দুখে, ফেলবে যে গো—পাষাণ বুকে,
সে পশুকে পতি বলে পূজব লুটাইয়া ?
ঘৃণা নাই কি নারীর মনে, সিদ্ধি নাই কি নারীর পণে ?
সংযমে তার যমে ডরায় সরে দাঁড়ায় গিয়া !

৮

থাকুক আমার বিয়া,—
দড়ি আছে কলসী আছে, ডুবব কিংবা ঝুলব গাছে,
দুষ্ট সমাজ তুষ্ট হৌক্ সে নারীর রক্ত পিয়া !
রাজপুতনার মেয়ের মত, করব না হয় জহর ব্রত,
তারাও নারী মোরাও নারী, নারীর হৃদয় দিয়া !

৯

থাকুক আমার বিয়া,—
কোন জন্মে কি কর্লে পাপ, বাঙ্গলাতে হয় মেয়ের বাপ,

বুঝতে নারি আমি নারী বিধাতার কি হিয়া
আবার যদি জন্মে মেয়ে, চোখ তুলে না দেখো চেয়ে,
হাত পা বেঁধে দিও বাবা পদ্মায় ডুবাইয়া !

১০

থাকুক আমার বিয়া,—
বাঙ্গলা দেশের সবাই পশু, কিসের ঘোষ কিসের বসু,
মুখুয্যা চাটুয্যা কিসের সবাই পশুর হিয়া !
কার বা গর্ভে কার বা ঔরসে, সাতপুরুষের পুণ্যবশে,
জন্মে কয়টা মানুষ ছেলে বংশ উজ্জ্বলিয়া ?

১১

থাকুক আমার বিয়া,—
হায়রে পোড়া বাংলাদেশ, মেয়ের বাপ যেন দুম্বা মেষ,
নিতি নিতি খাচ্ছে তাহার মাংস কেটে নিয়া !
কি কুক্ষণে আদিশূর, আন্‌লে দেশে এ অসুর,
মাল্লেনা কেন বল্লালেরে চোখেতে নূণ দিয়া।

১২

থাকুক আমার বিয়া,—
কিসের ডিগ্রি কিসের পাশ, ঐটা দিলে গলায় ফাঁস,
কর্লে দেশের সর্ব্বনাশ কলেজ বানাইয়া,
কলে জন্ম কলে তৈয়ার, (কই) নরপশু কলেজ বই আর ?
কলেজ হতে জঙ্গল ভাল পশু জঙ্গলিয়া,
তাদের ডিগ্রিতে নাই বিয়া !

১৩

থাকুক আমার বিয়া,—
কার্পেণ্টার নাইটিঙ্গেল ডোরা, লিটল্ সিস্টার্ হব মোরা,
থাক্‌ব বাবা দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়া,
দেশের হবে সুখ সুবিধা, বজ্জাতেরা হবে সিধা,
নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে পশুর গৌরব গিয়া,
বাঞ্ছা পুরুক আশীস্ কর চরণ ধূলি দিয়া!

১৩১৮
জয়দেবপুর, ঢাকা

প্রতিহিংসা

'আয় তোরা আয়!'
চিত্তপুর* রাজপথে, শ্যামল সন্ধ্যার ছাতে,
মুক্ত বাতায়নে আর মুক্ত বারান্দায়,
যেন কমলের ছাঁচে,
অমিয় জমিয়া আছে,
গোলাপী আতর মাখা শত পূর্ণিমায়!
কিম্বা জোস্‌নার ফেনা,
কিছু নাহি যায় চেনা,
জোয়ারে এসেছে বুঝি ভেসে মলয়ায়!
চাঁপা চতুর্দ্দশী বালা,
ভরা যৌবনের থালা,
বদনে বসন্ত জাগে মদন পূজায়!

*কলিকাতার চিৎপুর রোড

লাবণ্য দিতেছে ঢেউ,
তোরা কি নিবি গো কেউ,
একেলা ভাসিয়া অই কূলে কূলে যায়,
নয়নে নয়নে ডাকে 'আয় তোরা আয়!'

২

'আয় তোরা আয়!'
উপরে সুনীলাকাশে, সশঙ্কে শশাঙ্ক হাসে,
নিঃশঙ্কে তারকা চেতে পারে না লজ্জায়!
আকাশ পাতাল ব্যেপে,
ওরূপ উঠেছে ফেঁপে,
রূপের সাগরে রূপ হাবুডুবু খায়!
'চাই—চাই বেল ফুল?'
ডেকে নেয় জাতি কুল,
ফুলের অঞ্জলি দিতে তার ফুল-পায়!
বসন্ত রেখেছে আনি,
বুঝি অই বনরাণী,
কাণে ফুল, চুলে ফুল, ফুল কুল-গায়!
রুমালে ফুলের হাসি,
ছাপিয়া পড়িছে আসি,
কোমল কৌমুদীরাশি মৃদু আবছায়!
অঙ্গের আতর গন্ধ,
দিগন্ত করেছে অন্ধ,
ফুলের ফোয়ারা যেন খুলিয়াছে হায়!
কোকিলা ডাকিছে কু,
মলয়া দিতেছে ফু,
ফুলের তড়িতে উঠে শিহরিয়া কায়,
চমকি থমকি পথে পথিক দাঁড়ায়!

৩

"আয় তোরা আয়!"

রাজপথে সারি সারি, অসংখ্য চলেছে গাড়ী,

অজস্র পথিক অই ফুটপাথে যায়,

কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা,

সকলেরি আঁখি ডুবা,

ফুলময় ছাতে অই ফুল বারেন্দায়।

মুনি মৌলবীর শুচি,

পূত ও পবিত্র রুচি,

সকলি গিয়াছে মুছি ঘুচিয়া কোথায়,

মস্‌জিদ মন্দির-শির,

উচ্চ চূড়া পৃথিবীর,

তুচ্ছ করি ডুবায়েছে ফুলের বন্যায়!

সবে এক অদ্বিতীয়,

এখানে সকলি প্রিয়,

সকলি সুন্দর হেথা দেহ-মহিমায়,

সবারি অনন্ত জ্ঞান,

হারে শত বুদ্ধিমান,

সবাই অপাপ বিদ্ধ,

সকলেই স্বতঃ সিদ্ধ;

এখানে সকলি শুদ্ধ, অশুদ্ধ কোথায়?

সকলি আনন্দ রূপ,

সকলি মঙ্গল স্তূপ,

সকলেই অন্ধকারে আলোক দেখায়!

'আয় তোরা আয়!'

৪

'আয় তোরা আয়!'

অই যে উপর ছাতে, গোলাপের তোড়া হাতে,
ডাকিছে কমলমুখী আখি-ইসারায়,—

'আমি যে বিধবা মেয়ে,
দিছ মোর মাথা খেয়ে,
পাপিষ্ঠ সমাজ তুমি পাপ-ছলনায়!

তুমিই করেছ নষ্ট,
করিয়া ত্রিদিব ভ্রষ্ট,
হা কি লজ্জা, হা কি কষ্ট, সেকি বলা যায়?

তুমি কিন্তু সাধু হ'লে,
আমি দোষী পাপী বলে'
আমি মরি দিবানিশি কলঙ্ক লজ্জায়!

তুমিই নরকে নিলে,
নরকী করিয়া দিলে,
তুমিই আমারে শেষে ছোঁওনা ঘৃণায়!

হা নির্দ্দয়! হা পাষাণ!
দিলেনা একটু স্থান,
ভাবিলে না অভাগিনী কোথায় দাঁড়ায়?

কুকুর বিড়াল হায়,
সেও আশ্রয় পায়,
সেও ত তোমার ঘরে এটো কাঁটা খায়?

আহা এই অবলারে,
অত্যাচারে অবিচারে,
কি দুঃখ না দিয়ে তুমি করেছ বিদায়?

সেই প্রতিহিংসা বিষ,
প্রাণে জ্বলে অহর্নিশ;
এত নহে ভালবাসা প্রেমী প্রেমিকায়।
এ অধরে রক্তহাসি,
নহে এ অমৃতরাশি,
তব রক্ত অভিলাষী জানিও ইহায়!
এ মৃদু মৃণাল ভুজে,
শুধু প্রতিহিংসা বুঝে,
এ বন্ধন নাগপাশে বাঁধিতে তোমায়।
এ নয়নে দেই টান,
সেই প্রতিহিংসা-বাণ,
কাল-কূট বিষ তব বিধি কলিজায়!
কালান্ত মেঘের সম,
সেই প্রতিহিংসা মম,
মাখিয়া রেখেছি কেশে মহা তমসায়,
সেই প্রতিহিংসা স্তূপ,
আগ্নেয়—অচল রূপ,
রে মূর্খ ভেবনা কুচ-কাম অন্ধতায়!
এ নহে বিলাস-কেলি,
মরণের খেলা খেলি,
লইয়াছি মরণের মহা ব্যবসায়।
অভিমানে কাঁদি হাসি,
সে তীক্ষ্ণ মরণ রাশি,
মরণ রেখেছি পেতে ফুল বিছানায়।
মজাইতে ডুবাইতে
তোমারে নরকে দিতে,
রমণীর প্রতিহিংসা ফুল-পূর্ণিমায়,

রেখেছি ফুলের ঠোঁঠে,
চুম্বনে মরণ ওঠে,
আয়রে খাইয়া চুমা কে ঘুমাইবি আয়,
ফুল বাণে ফুল বিষে ফুল মদিরায়!

৫

'আয় তোরা আয়!'
অই যে এলায়ে চুল, হেলায়ে কাণের তুল,
দাঁড়াইয়া বিধুমুখী হাসে বারেন্দায়,
যেন ও রজত রূপে,
ডাকে সবে চুপে চুপে,—
নারীর নীরব ভাষা চখে শুনা যায়,—
'আয় তোরা আয়!'
আমিরে দুখিনী দীনা,
পতি পুত্র ভ্রাতা হীনা,
কেহ কুলে রাখিলি না ঠেলিলি দু'পায়।
এক মুঠা অন্ন তরে,
ফিরিয়াছি ঘরে ঘরে,
পাই নাই ক্ষুদকণা ক্ষুধা পিপাসায়!
বদলে পেয়েছি খালি,
গলা ধাক্কা গালাগালি,
ঘৃণিত কুৎসিত ব্যঙ্গ বীভৎস ভাষায়!
এ কাহার উপবাস,
হা হুতাশ দীর্ঘ শ্বাস,
আখি ছিল বার মাস ভরা বরষায়!
দিলে না একটু 'তেনা',
লাজ লজ্জা রাখিলে না,

তেনা—নেকড়া

শরমে মরিব আর কত অবলায় ?
হা শৃগাল, হা কুক্কুর,
রাজা রায় বাহাদুর,
কেহই নয়ন তুলে চাহিলে না হায় !
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়,
তব ভোজ্য অপ্রমেয়,
বহিছে মদের নদী তব নর্দ্দমায়,
উপবাসী অনাহারী,
কাঙ্গালিনী নরনারী,
উলঙ্গ সন্ন্যাসী বেশে ঘুরিয়া বেড়ায় !
পাপিষ্ঠ রাক্ষস কেহ,
একটু করেনি স্নেহ,
উপাধি ব্যাধির লোভে ব্যস্ত সমুদায়।
নিষ্ঠুর 'কীর্ত্তির স্তম্ভ',
না দিলি হস্তাবলম্ব,
মায়ের অশ্মরী পিণ্ড পাষাণের কায় !
হা নির্ব্বোধ ! হা নির্ব্বোধ !
এই তার প্রতিশোধ,
এ যৌবন, এ বসন্ত, এই মলয়ায়,
ক্ষুধায় বধিবে নারী, কে তোরে বাঁচায় ?

৬

'আয় তোরা আয় !'
আমিরে কুলের কন্যা, শরীরে ফুলের বন্যা,
ঢালিল যৌবন যবে প্রথম উষায় ;
উজলি' উঠান মাঠ,
উজলিয়া পথ ঘাট,
চলিতে যখন ফুল ফুটে পায় পায় !

কি যে স্বর্গীয় রীতি,
ত্রিদিব হইল ক্ষিতি,
হৃদয় ছাইয়া গেল কি যে পূর্ণতায়,

এত যে বিষের ধরা,
দেখিনু অমৃত ভরা,
পর না দেখিনু কারে, আপনা সবায়!

না বুঝিনু পুণ্য পাপ,
আশীর্ব্বাদ অভিশাপ,
কি যে সেই সরলতা হায় হায় হায়,

কে জানে শোণিত বেয়ে
বিষ উঠে বুকে ধেয়ে,
মাণিক-প্রদীপ জ্বেলে 'কাল্ সাপে' খায়!

কত যে বঞ্চনা ছলে,
কতই বা জোরে বলে,
লুঠিলি ফেলিয়া ফাঁদে নারী অসহায়,

পবিত্র যজ্ঞের ঘি,
কুকুরে ছুঁইলি, ছি!
আর কি লাগিতে পারি সে দেব সেবায়?

ঘরের বাহির করি,
ঘৃণায় লজ্জায় মরি,—
অকূলে ভাসালি শেষে কুল-অবলায়,

অনাহারে উপবাসে,
এ পাপ নরকবাসে,
অনুতাপে হা হুতাশে আজি প্রাণ যায়!

নহি দগ্ধ কামানলে,
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে,
বসেছি তোদের মুণ্ড খাইব আশায়।
ঢালিলে সাগর জল,
না নিবে এ তুষানল,
বিনে তোর মা বোনের আখি-নীর হায়!
জন্ম জন্ম যদি জ্বলি,
কুম্ভপাকে পচি গলি,
সে ত শ্লাঘা! সে ত সুখ! স্বর্গ কেবা চায়?
সে বিষ্ঠা অমৃত সম,
সে নরক স্বর্গোপম,
রমণী আনন্দে নাচে তাহারি আশায়!
'আয় তোরা আয়!'

১২৯৯
কলিকাতা

সৌরভ

সৌরভে ডুবিল বঙ্গ,—আবার সৌরভ?
আর অই ভস্ম ছাই, চাহিনা চাহিনা ভাই,
চাহিনা ধ্বংসের আর পথ অভিনব!
জেস্‌মিন যুথী বেলা, বাজারে রয়েছে মেলা,
নন্দনের পারিজাত পরাভব,
আতর এসেন্স কত, গন্ধ তেল শত শত,
গোলাপ চম্পক জবা পুষ্পসার সব।
কত আছে খস্ খস্, প্রাণতোষ মনোতোষ,
তথাপি কি আপশোষ পূরেনি বান্ধব?
সৌরভে ডুবিল বঙ্গ,—আবার সৌরভ?

২

বিলাসে বাঙ্গালা ভাসে,—অধঃপাতে যায় !
ঘরে নাহি মুষ্টি অন্ন, অনশনে অবসন্ন,
বিকাইয়া ভিটামাটী গেছে ঋণ দায় ;
তথাপি অট-ডি-রোজ, মাখা চাই রোজ রোজ,
পিয়ার্সের প্রিয় সোপ মাখা চাই গায়,
কেশশূন্য গ্রীবামূল, ভালে শোভে দীর্ঘ চুল,
পশুবুদ্ধি বঙ্গ-যুবা পশুরাজ প্রায়।
বেড়াইছে মহানন্দে, কেশরের তৈলগন্ধে,
পুষ্পবন দলি, এল এমনি বুঝায় !
বিলাসে বাঙ্গালা ভাসে—অধঃপাতে যায় !

৩

বিলাসে বাঙ্গালা ভাসে—রসাতলে যায়।
পথের মজুর কুলি, অভুক্ত সন্তান ভুলি,
চায়ের পেয়ালা পিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় !
কোথা গয়া বিষ্ণুপুর, কোন্ দিকে কতদূর,
অম্বুরী তামাক তার চাষা কিনে খায়,
সুগন্ধি জর্দা সুর্ত্তি, না হলে হয় না স্ফূর্ত্তি,
সোনার তবকে—মাখা মৃগ-মদিরায়।
হ্যাভেনা মেনিলা কই, জানিনি ত নাম বই,
কোথা বা সে আমেরিকা স্বপনের প্রায়,
তার সিগারেট ছাড়া, ধুম নাহি পিয়ে তারা,
কে জানে ইহার বাড়া পতন কোথায় !

৪

সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল।
ভিখারীর ভাঙ্গা ঘরে, লেস্পেড়ে শাড়ী পরে,

সেমিজে কামিজে গাউনে উড়ে পরিমল।
সুগন্ধি সিন্দূর ভালে, সুগন্ধি পাউডার গালে,
সুগন্ধি বর্ণকে রাঙ্গে অধর যুগল,
সুগন্ধি আল্‌তা পায়, ফোটে যেন আঙ্গিনায়,
শরত প্রভাতে হায় রক্ত শতদল!
এ পরী পোষিতে গিয়া, কত ঘর দেউলিয়া,
নীরবে নিশীথে ঝরে কত অশ্রুজল!
সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল!

৫

বিলাসে ব্যাকুল বঙ্গ যায় রসাতল,
নাহি সেই ব্রহ্মচর্য্য, নাহি সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য,
স্কুলের বালক-বাবু অধিক পাগল!
সোণার চশ্‌মা নাকে, এসেন্সে ডুবিয়া থাকে,
ফুলবন-ফেরা যেন প্রজাপতি দল!
শান্তনু রাজার মত, দিবাস্বপ্ন দেখে কত,
জড়াইয়া ধরে যেতে গঙ্গার অঞ্চল!
স্কুলের বালিকা ছাত্রী, পূর্ণিমা রজত রাত্রি,
উছলিয়া ছুটে যেন চকোরী চঞ্চল,
হার্ম্মোনিয়মের গানে, পিয়ানোর তানে তানে,
কুটীর কাঁপায়ে তোলে পিক্ কোলাহল।
তারাও স্বপন গড়ে, কেহ দীঘি সরোবরে,
সাঁতারে প্রতাপ সহ—কাঁপে নীল জল,
ও নীল জলের ঢেউ, দেখেছে, বুঝেছে কেউ,
তরঙ্গে কলঙ্ক কত হাসে খল খল?
এ পাখী পিঞ্জরে হায়, আর নাকি রাখা যায়,
সে নাকি পরিতে চায় চরণে শৃঙ্খল?

শীতে কুরুয়ার মত, প্রহরে প্রহরে কত,
ফুকারে ফতুর পতি—আঁখি ভরা জল !
বিলাসে ব্যাকুল বঙ্গ—যায় রসাতল।

৬

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহমুগ্ধ মন,
গ্রীষ্মের পানীয় তার, সোডা লেমন ওয়াটার,
হয়না বরফ বিনা পিপাসা বারণ !
সুগন্ধি সিরাপ্ নানা, কুল্পী ও দধিপানা,
আরো কত নাহি জানা, সুধা অতুলন।
চা ও চকোলেট্ কফি, তাও চলে পুনরপি,
বিস্কুট বেড্টোষ্ট মাখিয়া মাখন !
মোটা কোট সদা গায়, পশমের মোজা পায়,
শীতগ্রীষ্ম বুঝা দায় দেখি আচরণ,
মেরু কিম্বা মরুবাসী—অতি দুঃখে পায় হাসি !
কে চিনে এ সব জীব দেখিয়া লক্ষণ !
সদা মত্ত উপন্যাসে, নানা গল্পে—সর্ব্বনাশে,
"ভিতরে বাহিরে" ভাসে পাপের প্লাবন ;
অবাধ মিলনে আজ, ধর্ম্মের সে পেশোয়াজ,
উড়াইছে অজ্ঞতার মত্ত সমীরণ !

৭

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহে অচেতন,
চাহিয়া দেখেনা পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন !
কোথা ধর্ম্মে অনুরক্তি, কোথা সে বিশ্বাস ভক্তি,
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন ;
কোথা সেই শমদম, সকল সহনক্ষম,
কোথা সেই জ্ঞান বীর্য্য ইন্দ্রিয় দমন !

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, কোথা সেই নরনারী,
কোথা সেই কর্ম্মশক্তি কোথা দৃঢ়পণ,
কোথা সেই একাগ্রতা, কোথা সেই নির্ভীকতা,
উদ্যম উৎসাহ কোথা দীপ্ত হুতাশন!
কোথা সে প্রচণ্ড রাহু, প্রসারিয়া বজ্র বাহু
নাশিতে গ্রাসিতে পারে জ্বলন্ত তপন,
কোথা আছে সে মহত্ত্ব, কার আছে পুরুষত্ব,
ক্লীবত্ব পেয়েছে পার্থ কুন্তীর নন্দন!
সকলি বিলাসে ভোর, নাহি কারো গায়ে জোর,

৮

পড়িলে বিপদে ঘোর কাঁপে কলাবন,
ব্যাপিয়া সারাটা বঙ্গ, কেবলই * * * *
তাহারি ঔষধ খোজে—তারি বিজ্ঞাপন!
এ নহে কুৎসিত কথা, এ ত নহে অশ্লীলতা,
এ যে গো জাতির এক বীভৎস মরণ,
কেহ না ভাবিছে তায়! এ বিলাস দ্রব্যে হায়,
দিতেছে প্রশংসাপত্র অপদার্থগণ!
যারা আনে হেন মৃত্যু—মহা স্বার্থপর,
দেশের পরম শত্রু পাপিষ্ঠ বর্ব্বর!
যারা আপনার বংশ, স্বজাতির করে ধ্বংস,
পিশাচ রাক্ষস ক্রূর লুব্ধ নিশাচর,
সামান্য ধনের আশে, বিনাশিছে অনায়াসে,
জাতীয় জীবন, শক্তি, স্বাস্থ্য, কলেবর,—
আপন জাতির জন্য, গড়িছে অভাব দৈন্য,
করিছে আনন্দ-শূন্য সংসার-সুন্দর,
স্বজাতির রক্তপায়ী, আত্মঘাতী আততায়ী,

হরিয়া দেশের ধন, যে দস্যু তস্কর,
ভিক্ষা পাত্র দেয় হাতে, দেশ দেয় অধঃপাতে,
পদাঘাতে কর তার পিষ্ট কলেবর,
সে যে গো দেশের শত্রু—মহা ভয়ঙ্কর!

৯

এ যে তীব্র বিষ-বাষ্প—সৌরভ এ নয়,
এ নহে বিলাস দ্রব্য—কালকূট চয়!
ঘ্রাণে এর জ্ঞান হরে, স্পর্শে পরবশ করে,
জীবন্ত জাতির মৃত্যু—চিরপরাজয়!
এ যে তীব্র বিষ-বাষ্প—সৌরভ এ নয়!

১০

পার যদি আন বন্ধু করিয়া চয়ন,
সে দিব্য অমৃতগন্ধ—মৃত সঞ্জীবন!
তেজ বীর্য্য মহিমার, আন সেই পুষ্পসার,
অতীত সে অযোধ্যার—সৌভ্রাত্র জীবন,
চিতোরের গিরিঘাটে, পাইবে চিতার কাঠে,
নন্দন চন্দন গন্ধ বহে সমীরণ!
ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মভূমি, কর্ষিয়া ধর্ষিয়া তুমি,
সে বীর্য্য বীরত্বমূল কর উত্তোলন,
হোমধূম গন্ধ মাখা, কৌমুদী—কলঙ্ক ছাকা,
আহরিয়া আন সেই ঋষির জীবন!
পদ্মিনী-চিতার ছাই, সুগন্ধি পাউডার তাই,
রমণী রঞ্জিতে দেও চারু চন্দ্রানন,
"কর্ম্মের" সে মর্ম্ম-ঝরা, সতীর গৌরব ভরা
সিন্দুরসৌরভে রচ—সীমন্ত শোভন!
যে সৌরভে যাজ্ঞসেনী, বান্ধিলা বিমুক্ত বেণী,

দেও সে আনিয়া পুণ্য কেশ-প্রসাধন,
সে নব 'কুন্তলবৃষ্য,' বিস্ময়ে দেখিবে বিশ্ব
শিহরিয়া পারিজাত বর্ষিবে নন্দন !
বিলাস-রাক্ষস রক্ত, হইবে নব অলক্ত,
আনন্দে পরিবে পায় পুরনারিগণ,
হে বন্ধু পারফিউমার, কি কব অধিক আর,
ত্যজ স্বার্থ, রচ শয্যা ভীষ্মের শয়ন।
এ উগ্র তৃষ্ণার বারি, নহে যোগ্য স্বর্ণ-ঝারি,
পুণ্য ভোগবতী পুনঃ কর উত্তোলন,
যাবে দুঃখ যাবে তাপ, যুগান্তের অভিশাপ,
সকল সন্তাপ জ্বালা হইবে বারণ !
এ বিলাসে এ সৌরভে জাগে মৃত প্রাণ,
নব আশা অনুরাগে, নূতন চেতনা জাগে,
জাগে সে জাতীয় গর্ব্ব স্পর্দ্ধা অভিমান !
জেগে উঠে কর্ম্মশক্তি, অচল বিশ্বাস ভক্তি,
আবার জ্বলিয়া উঠে জীবন নির্ব্বাণ,
এ গন্ধ অমৃত শ্বাসে, বিশল্যকরণী বাসে,
উঠে দম্ভে লাফাইয়া নাড়ী মজ্জমান !
আলস্য জড়তা ভয়, মোহ অপগত হয়,
সকল অভাব দৈন্য হয় অবসান !
তোমার "সৌরভ" কি সে আনন্দ কল্যাণ ?

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'সৌরভ' নামক মাসিক পত্রিকার জন্য লিখিত।

১৩২৪

ময়মনসিংহ

মৃত্যু-শয্যায়

মা !

এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার—
এই কাঙ্গালিনী বেশে,
এত কষ্টে—এত ক্লেশে,
এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,
দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী আমার !

২

দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী তোমায়,
অন্নপূর্ণা উপবাসী,
আত্মগৃহে পরদাসী,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর মর্ম্ম-বেদনায়,
দেখিয়া মরিতে হ'ল জননী তোমায় !

৩

উহুহু !

এখনো মুমূর্ষু রক্ত উঠে উছলিয়া,
শত পুত্রে অভাগিনী,
শত রাজ্যে ভিখারিণী,
স্মরিতে মুমূর্ষু প্রাণ উঠে হুঙ্কারিয়া,
ধিক্কারে শিরায় রক্ত উঠিছে গর্জ্জিয়া !

৪

নিস্তব্ধ হৃদয়ে হয় আবার স্পন্দন,
মৃত্যু যেন দূরে যায়,
মৃত্যু যেন ভয় পায়,
ঈর্ষ্যাদগ্ধ চিত্তের এ তীব্র উত্তেজন
থাকিতে মৃত্যু ও প্রাণ করেনা গ্রহণ !

৫

নাহি শান্তি জননিরে এ মৃত্যু শয্যায়,
সুখ তুমি শান্তি তুমি,
স্বর্গ তুমি জন্মভূমি,
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদায়,
মরণে সুখ মা কোথা তব দুর্দ্দশায় ?

৬

কুটীর-নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
জনমে পূরেনি আশা,
পাই নাই ভালবাসা
নাহি মোর পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী।

৭

তথাপি জনমভূমি আছিল আমার,
ভার্য্যা সম অতি প্রিয়,
মাতৃসমা অদ্বিতীয়,
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার,
স্নেহের পবিত্র মূর্ত্তি কন্যা করুণার।

৮

তোমাকেই প্রাণভ'রে বাসিয়াছি ভাল,
তুমিই সকল ছিলে,
শান্তি দিলে সুখ দিলে,
তোমারি সন্তান বলে' সুখে দিন গেল ;
তোমাকেই প্রাণভ'রে বাসিয়াছি ভাল।

৯

যদিও—

প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম স্নেহ,
সামান্য পল্লীতে বাস,
করিয়াছি বার মাস,
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ,
শতমুখে বাগ্মী বেশে,
বলি নাই দেশে দেশে
তোমারে করেছি যত ভক্তি প্রেম স্নেহ ;
স্বদেশহিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ !

১০

তবু মা তুমিত জান হৃদয় আমার ?
এ প্রাণে যন্ত্রণা কত,
এ হৃদয়ে জ্বালা যত,
নিত্য যে তোমার তরে কত অশ্রু-ধার
ফেলিয়াছি, জান ত'াত জননী আমার ?

১১

কিন্তু মা এ বড় দুঃখ রহিল অন্তরে,
বৃথাই সে অশ্রুজল,
বহিয়াছি অবিরল,
যে তুমি সে তুমি আছ যুগ যুগান্তরে,
হলনা সার্থক চক্ষু দেখিয়া তোমারে !

১২

এক বিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে
যদি পারিতাম দিতে,
অভাগিনী তোর হিতে,

যে রক্ত পচিয়া গেল দাসত্ব-গরলে—
হয়ত সার্থক চক্ষু হ'ত পুণ্য ফলে।

১৩

যাক্ যাহা হয় নাই, হলনা এখন,
মরিতে বসিয়া আর
বৃথা সে ভাবনা তার
বৃথা এ মুমূর্ষু প্রাণে মোহের স্বপন,
এ জনমে এ জীবনে বৃথা আকিঞ্চন।

১৪

কিন্তু মা,
যদিও বাসনা মম হলনা সফল,
তথাপি আশার নেত্রে,
জাতীয় মিলন ক্ষেত্রে
দেখিতেছি ভবিষ্যত শক্তি মহাবল,
সজ্জিত করেছি তব প্রতিমা উজ্জ্বল।

১৫

শূন্য যেন কহিনূর করি আহরণ,
শত সূর্য্য রাগ বিভা
কিরীট গড়িছে কিবা
জননি তোমার শিরে করিতে অর্পণ;
চমকি ত্রিলোক যেন করে নিরীক্ষণ!

১৬

আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
আগেকার হস্ত ন্যস্ত
ম্লান অস্ত্র যে সমস্ত—

কলঙ্কিত শেল শূল অসি ভয়ঙ্করী,
মার্জ্জিত করিছে শত্রু-শোণিত শঙ্করি!

১৭

কেননা জন্মিনু আরো শতবর্ষ পরে,
তখন জন্মিবে যারা
কত পুণ্যবান তারা,
স্বর্গের দেবতা তারা মানবের ঘরে,
জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে!

১৮

যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়,
তোমার ভবিষ্য-বেশ
করে চিত্তে মোহাবেশ,
মিশিব তোমারি বুকে তব মৃত্তিকায়,
ভয় কি, যাইমা তবে,—বিদায়! বিদায়!

১২৯০
কলিকাতা

কার্ত্তিক পূজা

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেব-সেনাপতি ?
তুমি কি উমার ছেলে, ময়ূরে চড়িয়া এলে,
পারীন্দ্রে বেড়ায় যেই পাহাড়ে পার্ব্বতী ?
তোমারি মা গিরিকন্যা, জগতে রমণী ধন্যা,
দশভুজে দশ অস্ত্র ধরে ভগবতী ?
চরণে অসুর দলে, যে রমণী মহাবলে,
সে মহিষ-মর্দ্দিনীর তুমি কি সন্ততি ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেব-সেনাপতি ?

২

কার্ত্তিক, তুমি কি সেই দেব-সেনাপতি ?
প্রলয় বিষাণধারী, তুমি কি সংহারকারী
ত্রিপুরারি ত্রিশূলী সে শিবের সন্ততি ?
যোগীন্দ্র তোমারি পিতা, যোগাসন করে চিতা,
গলে পরে হাড়মালা ভূষণ বিভূতি ?
সর্পের বলয় হাতে, রুদ্রাক্ষ শোভিত সাথে,
সদ্যছিন্ন বাঘছাল পরিধান ধুতি ?
প্রচণ্ড নয়নানলে, কীট সম কাম জ্বলে,
ললাটে জ্বলিছে সদা শশিদিনপতি ?
মস্তকে বিশাল জটা, গঙ্গার তরঙ্গ ঘটা,
আতঙ্কে মাতঙ্গ ভাসে—মহাবেগবতী।
অমৃত ঠেলিয়া পায়, গরল সমুদ্র খায়,
তোমারি কি মৃত্যুঞ্জয় পিতা পশুপতি ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই শিবের সন্ততি ?

৩

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেব-সেনাপতি ?
তুমি কি সে মহাশূর, বধিয়া তারকাসুর,
উদ্ধারিলা দেবতার সে অমরাবতী ?
তুমিই কি ভুজবলে, পুনরায় দেবদলে,
দানব-দাসত্ব হ'তে করিলে মুকতি ?
তোমারি কি সুরপুরে, জয় বৈজয়ন্তী উড়ে
সুবর্ণ সুমেরুচূড়ে ওহে সুররথি ?
তুমি কি সে ষড়ানন সুরসেনাপতি ?

৪

তুমি কি কুমার সেই দেব-সেনাপতি ?
তোমারে পূজিলে মেলে, তব সম বীর ছেলে,
সে নাশে তোমারি মত দেশের দুর্গতি ?
সে ফেলে সজোরে ছিড়ি, জননীর দাসীগিরি,
তাহারো কি পদভরে কাঁপে বসুমতী ?
তারো কি হিমাদ্রি লঙ্কা, বাজে সে বিজয়ডঙ্কা,
তাহারো চরণে বিন্ধ্য করে কি প্রণতি ?
হায় সে ছেলের লাগি, সারারাত জাগি জাগি,
করে কি তোমার পূজা যত কুলবতী ?
তুমি কি কার্ত্তিক সেই দেব-সেনাপতি ?

৫

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
কোথা তব বর্ম্ম চর্ম্ম, এই কি বীরের কর্ম্ম ?
এ দেখি বিষম কৃপা 'কেরেপের' প্রতি ।
কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গয়াংগচ্ছ,
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি, ত্রিকচ্ছে বসতি ।

বিজয় কিরীট খুলে, এলবার্ট এলে তুলে,
পায়ে মেন্‌ফিল্ড্‌ জুতা—ফুলবাবু অতি!
কোথা সে পিঠের তূণ, কোথা সে ধনুকগুণ,
কার্ম্মুক বহিতে হাতে নাহি কি শকতি?
কার্ত্তিক, তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?

৬

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেব-যোদ্ধাপতি?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হল না লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি?
বাঙ্গলার জলবায়ু, বিনাশে আরোগ্য আয়ু,
দেবতারো এমনি কি ঘটায় দুর্গতি?
সত্য এ মাটির দোষে, হৃদয়ের বল শোষে,
শোণিতে থাকেনা তেজ মোটে এক রতি?
এ মৃদু মলয় বায়, উদ্যম উড়িয়া যায়,
অবশ শিথিল হয় ধমনীর গতি?
সত্যই পিকের ডাকে, হাতে না ধনুক থাকে,
কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বসতি?
মর্ম্মর-অস্থির করে মোমে পরিণতি?

৭

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
এ বেশে তোমারে পূজি', কি ফল আমি না বুঝি,
জন্মে শুধু কতগুলি জড় পাপমতি!
পরিচ্ছদ ফুলকোঁচা, ব্যবসা পেনের খোঁচা,
পদাঘাতে পীলা-ফাটা—এই শেষ গতি!
যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্ব-ভিক্ষা,
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি।

সকলি কবন্ধাকার, মুখ আর পেট সার,
বায়ুভরা বেলুনের কথারি উন্নতি।
কেবলি রুচির পুচ্ছ, জ্বালাইতে করে উচ্চ,
কাব্যের কনক লঙ্কা—মহা রূপবতী!
কেবলি সমাজ শোধে, কুরুচির গোড়া খোদে,
নাশিতে অশোক বনে বসন্ত-ব্রততী।
এ হেন 'বেবুন' বংশ, একদিনে হলে ধ্বংস,
জগতের লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি!
দুর্ভিক্ষ আকাল যায়, 'হাহাকার, হায়, হায়',
কুটীরে কৃষক করে আনন্দে বসতি!
আল্‌সে শূয়র পালে, কাজ নাই কোন কালে,
বৃথা আরো অপবিত্র করে বসুমতী।
একটী সিংহের ছানা, অরণ্যে বসায় থানা,
রচে শৈল-সিংহাসন—সাজে পশুপতি।
বাবু ভরা বাঙ্গালার কি হবে হে গতি?

১৬ কার্ত্তিক,
১৩০১ সন, কলিকাতা

বাসন্তী পূজা

মিলনে সৃজন, অমিলনে লয়,
বিজ্ঞানের এই মহামন্ত্রদ্বয়
গাইতেছে বিশ্ব সকল সময় সৃজন লয়ে,
শকতি সৌন্দর্য্য মিলনে বিকাশ,
অমিলনে মহাঘোর সর্ব্বনাশ
উন্মত্ত প্রকৃতি করে হা হুতাশ বিনাশ ভয়ে।

২

যামিনী মিলনে হাসে শশধর,
শশীর মিলনে তারকা-সুন্দর,
তেমনি আবার মিশে চারুবর তারকা নভে,
দূরে অতি দূরে দিক্ দিগন্তরে
যেখানে যে আছে বিশ্ব চরাচরে,
কেমন সুন্দর মিশি পরস্পরে হাসিল সবে।

৩

অরুণ উদয়ে ঊষা আগমনে,
নব জীবনের মৃদু আন্দোলনে
পরশ কোমল প্রভাত পবনে—সুরভি শ্বাসে।
তরু লতিকার শ্যামল শোভায়,
কুসুমের মধুমাখা সুষমায়,
কোমল আরক্ত অরুণ-আভায় প্রকৃতি হাসে।

৪

আবার—
মিশি বাষ্পরাশি জলদে গর্জ্জিয়া,
অনন্ত অনলে বিশ্ব পোড়াইয়া,
গ্রহ উপগ্রহ ছুড়িয়া ফেলিয়া তুফানে ঝড়ে।
কি মহান এক করি হুলস্থুল
নাচে ধ্বংসমূর্ত্তি—উলঙ্গ বাতুল
ভয়ে আশঙ্কায় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাকুল ত্রাসে শিহরে।

৫

প্রকৃতির যেন মহান্ শ্মশান
পাতাল পৃথিবী ব্যাপিয়া বিমান
অর্দ্ধ দগ্ধ অঙ্গ পূর্ণ চিতাস্থান করিছে ধূধূ।

শকুনী গৃধিনী টানেনা শব,
শৃগাল কুকুরে করেনা রব,
সকলেই মৃত, সকলি নীরব
ঘোর অট্টহাসে হাসি ভৈরব প্রলয় শুধু।

৬

দেবগণ
বুঝেছিল এই শকতির বল,
বুঝেছিল সুধা কেবলি বিফল,
বুঝেছিল বজ্র নিতান্ত দুর্ব্বল অসুর নাশে।
ঐরাবত হাতী উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মিছে কল্পতরু কেহ কিছু নয়,
বৃথাই নন্দনে মন্দার নিচয় ফুটিয়া হাসে।

৭

বুঝেছিলা ইহা সকল দেবতা,
কিসে অমরের রবে অমরতা,
কিসে কি করিয়া মরমের ব্যাথা হইবে দূর,
বরুণের পাশ বৃথা অহঙ্কার,
কৃতান্তের দণ্ড নিতান্ত অসার
চক্র সুদর্শনে কখন নাহিক মরে অসুর।

৮

অলকার ধন তেমনি বিফল,
তেমনি কৌস্তুভ মণি সুবিমল,
দৈত্য দাসত্বের পদক উজ্জ্বল দেবের গলে।
পারিলনা আর সহিতে অমর,
যে যেখানে ছিল মিশিল সত্বর
ইন্দ্র চন্দ্র যম বায়ু বৈশ্বানর সকলে।

৯

সুপ্ত মহাশক্তি করিল বোধন
কোটি হস্ত ঊর্দ্ধে করি উত্তোলন,
কোটি কণ্ঠে করি গভীর গর্জ্জন বিদারি ব্যোম,
হাসিল চণ্ডিকা ঘোর অট্টহাস,
তীব্র জ্যোতিঃপুঞ্জ হইল বিকাশ,
নিবিল অনল বিজলী বিকাশ তপন সোম।

১০

আগ্নেয় অচল গগন পরশি,
দাঁড়াইলা যেন শক্তি মহীয়সী
গদা শেল শূল ভিন্দিপাল অসি শোভিল করে।
ক্রোধে রক্তাধর করিলা দংশন
নয়নে কালাগ্নি কৈলা উদ্গীরণ,
প্রতি রোমকূপে বিদ্যুৎ কেমন উছলি পড়ে।

১১

ভয়ে ধরা যেন হল টলমল,
ভয়ে উথলিল সপ্ত সিন্ধু জল,
সভয়ে কাঁপিল অষ্ট মহাবল চরণ ভরে।
ঊর্দ্ধে জোর করে মুনিঋষিগণ
কেহ ধ্যানে রত মুদিয়া নয়ন,
কেহ যোগাসনে করিলা স্তবন কাঁপিয়া ডরে।

১২

ভারত,
ভাই ভাই তুমি মিলিয়া তেমন,
পারনা কি কভু করিলে যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন পারনা তুমি ?

পারনা কি তুমি আর্য্য-কুলাঙ্গার,
নিবারিতে হায় দৈত্য অত্যাচার
পার না কি তুমি করিতে উদ্ধার ত্রিদিব ভূমি ?

১৩

দেবতার মত হয়ে একপ্রাণ
নিজ নিজ তেজ করিয়া প্রদান,
কর মহীয়সী শক্তি নির্ম্মাণ মিলি সকলে,
সিংহের গরাসে মহিষ অসুর,
হীনবীর্য্য আজ পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর,
দেখিবে উভয়ে লুটিতে তাহার চরণ তলে।

জগন্নাথের রথযাত্রা

আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত,
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ ?
এলে বটে পুনরপি, কোথা সেই ধ্বজ-কপি,
শুনি না সে ভীষণ চীৎকার,
শত্রুর শোণিত মাখা, কোথা সে রথের চাকা,
মেদ মজ্জা ক্লেদ চিহ্ন তার ?
কোথা সেই শঙ্খ রব, স্তিমিত স্তম্ভিত সব—
দিগন্ত ভাঙ্গিয়া কই ছুটে,
কোথা সে গাণ্ডীব ধনু, লৌহময় ভীমতনু,
অর্জ্জুনের বজ্রকর পুটে ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর,
সহদেব কোথা সে নকুল,

আজিও অজ্ঞাত বাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল ?
আজিও কি শমী গাছে, সে ধনুক বাঁধা আছে,
বর্ম্ম চর্ম্ম গদা অসি পাশ,
আজিও কি শব রূপে, রয়েছে সমাধি স্তূপে
মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ ?

২

কল্পনা আশার নেত্রে, এ পুণ্য ভারত-ক্ষেত্রে,
কুরুক্ষেত্র চেয়ে আছে আজি,
বাজিল ভীষণ রণ, কৌরব পাণ্ডবগণ,
দুই দিকে দুই দল সাজি।
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়,
কেন সে হয় না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর ?
সৈরিন্ধ্রী ভারত-রাণী, হায় কি কলঙ্ক-গ্লানি,
কীচকে করিছে অপমান,
পাপিষ্ঠে হরিছে বস্ত্র, পাণ্ডব নিঃস্ব নিরস্ত্র,
নাহি হয় তেজে আগুয়ান !
দেও গীতা উপদেশ, আবার জাগুক দেশ,
ভীরুতা করিয়া পরিহার,
জাগুক অর্জ্জুন শত, লইয়া স্বদেশ-ব্রত,
গাণ্ডীব ধরিয়া পুনর্ব্বার ;

বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ভারত করিয়া ধন্য,
লইয়া এসহে সব্যসাচী,
তুমি হে সারথী যার, নিশ্চয় বিজয় তার,
তব পানে তাই চেয়ে আছি।

১৩১৫
কলিকাতা

পূজা দেখা

কি দেখিতে এসেছিনু কি দেখিনু হায়,
এই কি সে মহাপূজা, মহাশক্তি দশভুজা
চরণে মহিষ সিংহ চাপিয়া বেড়ায় ?
এ যেন পাহাড়ে মেয়ে বনে ফিরে পশু চেয়ে,
কে জানে গারো কি নাগা চিনা নাহি যায়,
ছাড়ে না পাইলে কারে, যারে পায় তারে মারে,
মারিয়া মহিষ মেষ কাঁচা মাংস খায়।
দেহে তাই বল অতি পশুর হিংস্রক মতি,
পারে না থাকিতে স্থির তপ্ত তাড়নায় ;
তাই সে পর্ব্বতে বনে অসুর দানবগণে
খুজিয়া খুজিয়া বুঝি যুঝিয়া বেড়ায়।
কি দেখিতে এসেছিনু—কি দেখিনু হায়।

২

কি দেখিতে এসেছিনু কিসের আশায় ?
এই কি সে মহামায়া, প্রেমের পুণ্যের ছায়া,
ভবরাণী ভবজায়া ? হায়, হায়, হায় !
এ হবে কিরাত রাণী কৈলাসে সে রাজরাণী
নিবাস সুমেরুতলে গিরির গুহায় ;

পরিধানে রক্ত বস্ত্র হাত ভরা ভোঁতা অস্ত্র
শিকার করিতে বুঝি গারো হিলে যায়!
সঙ্গে ক'টা ছোড়া ছুঁড়ি এসেছে পাখীতে উড়ি,
সিন্দূরে' জন্তুটা অই ইন্দুরে বেড়ায়,
অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ হাতী কে চিনে ও কোন্ জাতি,
বিজ্ঞান অজ্ঞান তার তত্ত্ব জিজ্ঞাসায়।
খাইয়া 'পচুই মদ' ভাবে ভোলা গদ গদ,
লেংটা—বলদে চড়ি ডম্বরু বাজায়;
সঙ্গে তার দৈত্য দানা, পেতিনী পিশাচ নানা
গাছে গাছে লাফাইয়া আগে আগে ধায়,
পাছে ভোলা রণবাদ্য ডমরু বাজায়।

৩

এ মূর্ত্তি ভারতে পূজা শোভে না এখন,
পূজে যদি খারটুমে, কাবুলে কি ক্রীটে রোমে,
তীরায় যদি সে পূজে হাদা মোল্লাগণ,
অথবা জাপানে চীনে, সেন্টিয়াগো মারকিনে,
ফাসোদায় যদি পূজে ফরাসী বৃটন,
পূজিলে রুশিয়া পারে, আমীরের একধারে,
পামীরে—হীরক দুর্গে করিয়া বোধন;
আপত্তি থাকে না কারো, তুরায় পূজিলে গারো,
কোহিমায় যদি পূজে কুকী নাগাগণ।
এ মূর্ত্তি ভারতে পূজা শোভে না এখন।

৪

তবে—
সে পারে পূজিতে যার মন্ত্রী জাম্বুবান,
যার স্ত্রী রাক্ষসে হরে, অগ্নিতে পরীক্ষা করে,
অদ্ভুত ত্রেতার তত্ত্ব অদ্ভুত বিজ্ঞান।

শিল্পী যার নীল নল, সৈন্য বন্য পশুদল,
দূত যার দগ্ধমুখ বীর হনুমান,—
সাগরে খাইয়া ফেন, লুপ্ত জ্ঞান গুপ্ত সেন—
আপনি সুষেণ যার ভিষক প্রধান,
বনের বানর মিত্র, কি বিচিত্র! কি বিচিত্র!
সুগ্রীব গরিলা যার বন্ধু গরীয়ান,
সে পারে সাগরপারে পশু শক্তি পূজিবারে,
যে অজকুলের গজ মহা কীর্ত্তিমান।
সে পারে পূজিতে যার মন্ত্রী জাম্বুবান।

৫

এ নহে দ্বাপর ত্রেতা—আদি সত্য কাল,
এখন গাহে না ঋক্ মাতাইয়া দশ দিক্
আর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদের রাখাল।
এখন সে যজ্ঞযূপে যজমান পশুরূপে
নাহি বান্ধে কুশধ্বজে হইয়া মাতাল।
এখন সে সোমযাগে মদমাংস নাহি লাগে
রাজারাণী যজ্ঞভূমে নাহি চষে হাল।
নাহি সে সুরথ আর ব্যাধে নিল রাজ্য যার
সে অসভ্য অশিক্ষিত বন্য নরপাল।
সে নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা নাহি সে বলির প্রথা,
ভারতে নাহি সে আর অন্ধ মোহজাল,
এ নহে দ্বাপর ত্রেতা—আদি সত্যকাল।

৬

এ মূর্ত্তি ভারতে কেহ পূজেনি কখন,
পাঞ্চালে কি পঞ্চনদে ইন্দ্রপ্রস্থে কি মগধে,
বিদিশা কি বারাণসী গয়া বৃন্দাবন,

অবন্তী কি অযোধ্যায়, মথুরা কি মিথিলায়,
আর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মাবর্ত্তে কর অন্বেষণ।
দেখ সে দ্বাপর ত্রেতা, দেখ কত জিত জেতা,
বলি বেণু পৃথু রঘু পাণ্ডু দুর্য্যোধন,
এ হেন বর্ব্বর বেশে, কোন্ দিন্ কোন্ দেশে
বিল্বমূলে বিশ্বশক্তি করি আবাহন,
কোন্ রাজা কোন্ ভক্তে পূজেনি পশুর রক্তে,
এ যে পিশাচের পূজা প্রেতের কীর্ত্তন,
এ মূর্ত্তি ভারতে কেহ পূজেনি কখন?

৭

যে দেশ উজ্জ্বল চির জ্ঞানের কিরণে,
যে দেশে জন্মেছে বুদ্ধ, নিষ্কাম পুরুষ শুদ্ধ,
জীবন দিয়েছে জীব দুঃখ নিবারণে,
করুণা মমতা যার, সীমা শূন্য পারাবার,
পৃথিবী প্লাবিয়া আছে অমৃত প্লাবনে;
যে দেশে শচীব সুতে আত্মবৎ সর্ব্বভূতে
ধরণী করেছে ধন্য প্রেম বিতরণে,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে দেশের পুণ্য কর্ম্ম,
যে দেশে সে কর্ম্মফল অর্পে নারায়ণে,
যে দেশে সে বিশ্বরূপে পূজা করে বিশ্ব রূপে
'একং এব অদ্বিতীয়ং' মন্ত্র উচ্চারণে,
স্ফটিকের স্তম্ভে হরি, অটল বিশ্বাস করি,
যে দেশের দৈত্যশিশু ডরেনা মরণে,
সেই দেশে হায় হায়, এ মূর্ত্তি কি শোভা পায়,
এ যে রাক্ষসের পূজা রুধির তর্পণে,
ভারত উজ্জ্বল আজ জ্ঞানের কিরণে।

৮

এ মূর্ত্তি ভারতে পূজা শোভিবে না আর,
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার।
গড় সে প্রতিমাখানি, মমতার মহারাণী,
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি স্নেহ করুণার,
শান্তি পুষ্টি শ্রদ্ধা ভক্তি, আত্মরূপা আদ্যাশক্তি
স্নেহ দয়া দশ অস্ত্র দশ হাতে তার,
শঙ্কর তপস্যা সিদ্ধি, লক্ষ্মীরূপা মহাঋদ্ধি,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি হাসাও বিদ্যার।
কার্ত্তিকেয় কর্ম্মে কার, উদ্যমে সে বিঘ্নহর,
সেবা দিয়ে গড় মূর্ত্তি জয়া বিজয়ার।
এক হবে সত্য ত্রেতা, এক হবে জিত জেতা,
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপ তার।
তারি শ্রদ্ধা দিয়ে তারে, পূজ আত্ম-উপহারে
পাইবে অভয় বর তবে অম্বিকার,
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার।

মুক্তাগাছা
১৩০৫ সন

সারস্বত উৎসব

দেবি!
এমনি একাগ্রচিত্ত, এমনি কুসুমে নিত্য—
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সুন্দর!
এমনি বরষ কত, আসে যায় অবিরত
কালের তরঙ্গ মিশে তরঙ্গ উপর!

দুরাকাঙ্ক্ষা—দুরাশায়, চিরদগ্ধ চিত্ত হায়,
এমনি অতৃপ্ত আশা অতৃপ্ত অন্তর।—
এমনি ভারতবাসী, নিত্য অশ্রুজলে ভাসি
অর্পিছে অঞ্জলি শত ও চরণ পর,
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সুন্দর।

২

দেবি !
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্ত তিথিতে,
তুমিও এমনি সাজে, আসগো ভারত মাঝে
এ পতিত ভারতেরে আস দেখা দিতে !
কোলে বীণা ছিন্ন তার, বাজেনা দীপক আর,
গরজেনা মেঘে মেঘ হিমাদ্রি কটিতে !
সঞ্জীবনী শক্তিহীন, ও বীণা অনেকদিন
আসেগো ভারতে সেই বীণা বাজাইতে !
বিফলে তোমারে দেবি ! এত যত্নে নিত্যসেবি,
পারেনা অমরবল মৃতদেহে দিতে !
বিফলে ভারতে আস বীণা বাজাইতে।

৩

দেবি !
কিকাজে তোমারে পূজি ? বিফল কেবল !
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা—ফেলে দেও ভাঙ্গাবীণা
ত্যজ বিলাসিনী বেশ—ভুষণ কমল।
একেই ভারত হায়, নিত্য অধঃপাতে যায়,
নিপাতে বিলাস শিক্ষা আরো হলাহল,
বসন্ত কুসুম থরে, তোমার আরতি করে
আগমন পথে ঢেলে নবফুল-দল !

শ্যামা কোকিলার গানে, রাগিণী ললিত তানে
তেমনি বিলাস বিষ ঢালিছে তরল!
নিপাতে বিলাস শিক্ষা তীব্র হলাহল।

৪

দেবি!
এবেশে এদগ্ধ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
আমরা মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি,
ভারতে জনম শুধু মরণ কারণ।
শোকে দুঃখে হাহাকার, ফেলি নিত্য অশ্রুধার,
মুহূর্ত্তের তরে শান্ত নহে প্রাণ মন,
যন্ত্রণার একশেষ,—এত কষ্ট এত ক্লেশ,
এখানে বিলাস বেশ? নাহি প্রয়োজন,
ভারত নয়ন জলে ভাসিছে এখন!

৫

দেবি!
যাও যে সৌভাগ্যশালী যাও সেই দেশে,
যথা নর প্রতিভায় মহিমা মণ্ডিত কায়
অকুতো সাহসে ধায় উন্নতি উদ্দেশে,
অটুট অমিতবলে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চলে
নক্ষত্র ছিঁড়িছে নখে যথা বীর বেশে,
তেজ বায়ু পঞ্চভূত, যাদের আজ্ঞার দূত
আতঙ্কে বাসুকী কাঁপে যাদের আদেশে।
স্বাধীনা অঙ্গনা-কুল, স্বর্ণ পারিজাত-ফুল
পবিত্র সুগন্ধে দিক্ পুরিছে যে দেশে,
যাও সে সৌভাগ্যশালী—আমেরিকা দেশে।

৬

অৰ্দ্ধেক পৃথিবী প্রায় তাহারি গরাসে।
নববলে বলীয়ান্ ইটালি স্বাধীন প্রাণ
যাও সে বীরের স্থান এথেন্স গিরিশে !
ফ্রেন্স, স্পেন, পর্টুগাল, বীরজাতি চিরকাল
যাও সেই শ্বেতদ্বীপ, সাগরে রজতটীপ্—
তোমারি মতন শ্বেত ললনা যে দেশে,
যাও বিলাসিনী বেশে—যাও সে বৃটিশে।

৭

যাও দেবি বীণাপাণি, যাওগো সেখানে,
এমূর্ত্তি রজতরবি, আদরে বন্দিবে কবি
দ্রবিয়া বরফ রাশি মোহময় গানে,
প্রতি দুর্গ শিরে শিরে, মোহিত বৃটিশ বীরে—
রাখিবে ক্ষণেক অসি সম্বরি নিধানে॥
শ্বেতাঙ্গী ললনা কুল, ভিক্টোরিয়া পদ্মফুল
অর্পিতে চরণে তব প্রমোদ উদ্যানে,
বিলাসে বৃটিশ-বালা মোহময় প্রাণে !

৮

যাও—
এবেশে এদগ্ধ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
বুঝেছি তোমারে দেবি যদি কোটি যুগ সেবি
এ মূর্ত্তি হইতে আশা হবেনা পুরণ ;
যে গভীর উচ্চ আশা, মৃতপ্রাণে যে পিপাসা—
এ মূর্ত্তি পূজিয়া পূর্ণ হবেনা সে পণ,—
যে উত্তম শবদেহে, মিশে আছে মেদে স্নেহে—
এ তেজ হইতে তাহা হবেনা স্ফুরণ।

স্তব্ধ রক্তে শিরে শিরে, যে শকতি এ শরীরে
এভাঙ্গা বীণায় তার হবেনা বোধন,
যাও—এবিলাশ বেশে নাহি প্রয়োজন !

৯

কিংবা দেবি !
একান্ত ভারত যদি না পার ত্যজিতে,
ভারতের লাগি যদি কাঁদেগো অন্তর,
তবে ও কুসুমহার, ও কুসুম অলঙ্কার
কিরীট কুসুমময়—শিরে মনোহর,—
বিনোদ বিনান বেণী, শোভিত কুসুম শ্রেণী
রচিত হ'য়েছে যাহা যতনে বিস্তর !
বিলাসের বেশগুলি, যত আছে ফেল খুলি
দূর কর পর্য্যুসিত কুসুমের থর,
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা, দূর কর ভাঙ্গা বীণা
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার সহস্র বৎসর,
ত্যজ ও বিলাস বেশ—কুসুমের থর !

১২৯৮
ময়মনসিংহ *

* ১২৯৮ সনে ময়মনসিংহ সারস্বত-উৎসবে এই কবিতা কবি নিজে পাঠ করেন।

নববর্ষ

এস বর্ষ ! আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমায়
প্রীতিপূর্ণ প্রাণে করি শুভ আবাহন,
কাতরে কাকুতি করি, করুণা কৃপায়
প্রাণের একটী আশা করিও পূরণ ।

২

চাহিনা বিলাসভোগ নিকটে তোমার,
নাহি চাহি সুখশান্তি কিংবা রাজ্যধন,
দুর্ভিক্ষে ভারতবাসী করি হাহাকার,
ক্ষুব্ধ নহি শত শত ত্যজিলে জীবন।

৩

ক্ষুব্ধ নহি সূর্য্যবংশ গেছে অস্তাচলে,
চন্দ্রবংশ হইয়াছে রাহু কবলিত,
সরযূ যমুনা দোঁহে সুপবিত্র জলে
ভালই করেছে পাপ করি প্রক্ষালিত।

৪

কে চাহে সে গত পাপ ফিরে পুনর্ব্বার,
কে আছে ভারতে আজি নির্ব্বোধ এমন
সে অসামান্য সে অশান্তি—শেষ যাহা আর—
গেলে বাঁচি ভারতের যত রাজগণ।

৫

সমগ্র ভারতে সাম্য করুক বিরাজ,
না থাকুক পরস্পর উচ্চ নীচ ভেদ,
নয়ন সফল হয় দেখি যদি আজ,
না আছে ভারতবর্ষে জাতীয় বিচ্ছেদ।

৬

বিন্ধ্যাচল হিমাচল হৌক সমভূমি,
মিশুক ধূলির সনে কিরীট কাঞ্চন,
সে বৈষম্য দূর করি পার যদি তুমি,
দেখাইও সাম্যভাব পবিত্র কেমন।

৭

এক স্বার্থে পরস্পর না হ'লে জড়িত,
এক দুঃখে না করিলে ব্যথা অনুভব,
এক কার্য্যে না হইলে চিত্ত উৎসাহিত,
অমর অদৃষ্টে ঘটে অনন্ত রৌরব।
মূর্খ সেই যেই করে বৃথা পরিতাপ,
ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পতনে,
অত্যাচার অবিচার—প্রজার বিলাপ,
শুনেনি বধির—অন্ধ দেখেনি নয়নে।

৮

কিন্তু দূরদর্শী দূরে দেখে ভবিষ্যৎ
এ পতনে কি উত্থান বিরাট বিশাল,
অনিবার্য্য অভিলাষ পবিত্র মহৎ
কি যে সে জাতীয় শক্তি সঞ্চারিছে কাল।

৯

ক্ষুব্ধ নহি—
না পেয়েছি যদ্যপিও স্বতন্ত্র-শাসন,
হইয়াছে শ্বেত কৃষ্ণে সহস্র প্রভেদ,
সহিছে ভারতবাসী শত উৎপীড়ন,
তথাপি মুহূর্ত্ত মাত্র নাহি করি খেদ!
এই কষ্ট, এই লজ্জা, এই উৎপীড়ন,
করিছে ভারতবর্ষে সাম্য আনয়ন।

১০

দেও বর্ষ ভক্তি শিক্ষা জন্মভূমি প্রতি,
ভ্রাতৃভাবে সকলেরে কর সম্মিলিত,
দ্বেষ হিংসা পরস্পর ঈর্ষা পাপমতি,
মনের মালিন্য যত কর প্রক্ষালিত।

১১

এই ভিক্ষা, এই আশা, এই আকিঞ্চন—
এই সাম্য চাহি বর্ষ নিকটে তোমার,
নরকের রাজ শব্দ করি প্রক্ষালন,
পতিত ভারতবর্ষ করহে উদ্ধার।

১২৯১

নববর্ষ

এস বর্ষ! অনিবার্য্য বিধির আদেশে,
অবনত শিরে লই তোমার শাসন,
এত দুঃখ—এত কষ্ট,—আছি এত ক্লেশে,
তথাপিও অশ্রুমুখে করি সম্ভাষণ।

২

এস বর্ষ! আমি ক্ষুদ্র—আমি নরাধম,
ফিরিবে না গতি তব আমার ইচ্ছায়,
ভীষণ জলধি স্রোত ভীম পরাক্রম
রোধিতে পারে কি তারে ক্ষুদ্র বালুকায়?

৩

এস বর্ষ! দেখ এসে হৃদয়ে আমার
বুক ভরা মরুভুমি কভু কি দেখেছ তুমি
মরমের মর্ম্মভরা হেন মৃদঙ্গার?
নিবিড় নিভৃত স্থলে, শিরায় শ্মশান জ্বলে,
শোণিতে তরঙ্গ শিখা উছলে তাহার?
মরা প্রাণ বাঁচা দেহ, কভু কি দেখেছ কেহ,
আছে কি জগতে বল প্রাণী এ প্রকার?
দেখেছ কি প্রাণভরা হেন অন্ধকার?

৪

এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া,
ছোট বড় কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা,
যৌবনে অঙ্কুরে বীজে গিয়াছে পুড়িয়া।
উদ্যম উৎসাহ শূন্য নাহি পাপ নাহি পুণ্য,
কেবল অনন্ত শূন্য হৃদয় যুড়িয়া।
এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া।

৫

দেখ চেয়ে এ হৃদয়;
সুখ নাই, শান্তি নাই শুধু ছাই! শুধু ছাই।
নিরাশা সে ছাই গুলি মুঠা মুঠা করি,
প্রাণে উড়াইয়া দেয় দিবস শর্ব্বরী।

৬

প্রাণের নিরশ্রু সেই নিত্য অশ্রুপাত,
সে নীরব হাহাকার, সে রাক্ষস ব্যবহার,
আত্মার করুণ কণ্ঠে ছুরিকা আঘাত।
তব পূর্ব্ব বর্ষ কত, করিয়াছে অবিরত,
অন্তরে অনন্ত হেন আগ্নেয় উৎপাত,
ভস্মশেষ দগ্ধবক্ষ দেখহ সাক্ষাৎ।

৭

এস বর্ষ!
আমি হে ভারতবর্ষ-আদিবাসী নর,
বল হে ভবিষ্য ভাগ্য বাজেট্ আমার,
বল মাস বর্ষ ফল, বল কত অশ্রুজল,
কত পদাঘাত বক্ষে, কত হাহাকার,

প্লীহাকাটা মৃত্যু কত, কত বন্যপশু হত,—
নিরস্ত্র দুর্ব্বল প্রজা সোদর আমার,—
লইয়া আসিলে কত হেন অত্যাচার ?
কত শালগ্রাম শিলা হারাইবে দেব লীলা,
কত 'সুরেন্দ্রে'র ভোগ হবে কারাগার ?
ভারতের কত ছাত্র, বেত্রাঘাতে ছিন্নগাত্র
সহিবে শৈশব প্রাণে কত অবিচার ?
বল ইলবার্ট বিলে, 'এণ্ড্‌' পেত্রু সবে মিলে,
করিবে দায়াদ সূত্রে কত অত্যাচার ?
আত্মশাসনের ছলে, শুষ্ক প্রাণে মরুস্থলে,
কত ভ্রমাইবে রূপে মৃগতৃষ্ণিকার ?
কাতরে কাঁদিবে কত জননী আমার ?

৮

এস বর্ষ ! দুর্ভাগ্যের বল ভাগ্যফল,
কত আর অসহায়া, জননী ভগিনী জায়া,
কলঙ্কিত করিবেক সেনানী ধবল ?
কত আর চক্ষু খেয়ে সে দৃশ্য দেখিব চেয়ে,
কুক্কুরে চিবাতে দিয়ে হৃদ্মর্ম্মস্থল ?
হা কি লজ্জা ; হা কি ঘৃণা ! বাঁচিয়া মরণ বিনা,
বরাহের ভোগচিহ্নে অঙ্কিত কমল।

৯

নববর্ষ !
কত কহিনুর আর হবে অপহৃত ?
বল কত বরদার, দুর্ভাগ্য গাইকবাড়,
চাতুরী—হীরক চূর্ণে হবে নির্ব্বাসিত ?
অযোধ্যা সেতারা কত, অনুতাপে অবিরত
কাঁদিবেক মিত্রতায় হইয়া বঞ্চিত ?

কত বা নিজাম খেদে, সুস্থ অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে,
'বেরার' বিয়োগ শোকে হবে জর্জ্জরিত ?
কত রাজ্য রক্ত চিহ্নে হইবে রঞ্জিত ?

১০

নববর্ষ !
তব আগমন ফল বলহ বিশেষ,
সেদিন নাহিক আর, তেজবীর্য্য গরিমার,
আগে ছিনু সিংহরাশি, আজি মোরা মেষ।
হায় রে ত্রিদিব দেবে, নির্ম্মূলা নক্ষত্র এবে,
কলঙ্কিত শশধর, পতিত দিনেশ।
কারে সিংহাসন দিয়া, কহিনুর পরাইয়া,
কোন্ চণ্ডালেরে তুমি করিলে নরেশ ?
কারে বা করিলে মন্ত্রী, কোন্ শনি ষড়যন্ত্রী,
আরো কি নূতন ট্যাক্সে প্রজা হবে শেষ ?
কোন্ অমঙ্গল গ্রহ, শস্যাধিপ হল কহ,
আরো কি দুর্ভিক্ষে তুমি পোড়াইবে দেশ ?
বল হে বৈদ্যের ফল, কাঁপিতেছে বক্ষস্থল,
'বোমাণ্ট্' 'বৌটন' বেশে হল কি প্রবেশ ?
আরো কি চাষার প্রাণ, নিত্য করি বলিদান,
তুষিবে হে জমিদার রাক্ষস বিশেষ ?
আরো কি ভারতবর্ষ হবে ভস্মশেষ ?

১১

বল বর্ষ !
পিশাচী রাক্ষসী সুরা ব্যাদিত বদনে,
শৌণ্ডিকের মুক্ত গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে কি হে
গ্রাসিবে গৃহস্থ দীন বালবৃদ্ধগণে ?

অস্থি চর্ম্ম করি শেষ, আফিঙ্গে নাশিবে দেশ,
কাঁদিবে জননী জায়া—ধারা দুনয়নে ?
আরো কি পঞ্জিকা সিদ্ধি, পশুত্ব করিয়া বৃদ্ধি,
সাহায্য করিবে বল নিরয় পতনে ?
কারে দিলে আবকারী দয়াহীন মনে ?

১২

এস বর্ষ !
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আমি, দুর্ব্বল হৃদয়,
তোমার এ আগমনে সুখ না হইল মনে,
সতত শঙ্কিত আছি কিসে যে কি হয়।
বঞ্চনায় নিত্য নিত্য, বিশ্বাস করে না চিত্ত,
চূণে গেছে মুখ তে'তে দধি খেতে ভয় !
যদি হে কুশল রাখ, যদি শুভ এনে থাক
দিব ধন্যবাদ তোমা' যাবার সময়

প্রেম ও মৃত্যু

তোমারে কেবল

প্রিয়ে তোমারে কেবল,—
জাগ্রতে নিদ্রায় হায়, কিছুতে না ভোলা যায়,
যখন যে ভাবে থাকি, হৃদয় চঞ্চল।
কেবলি তোমার তরে, উদাস উদাস করে,
ধরেনা ধৈরয চিত্ত কাঁদে অবিরল,
পারিনা ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল।

২

প্রিয়ে তোমারে কেবল,—
তোমারে ছাড়িয়া হায়, আর সব ভোলা যায়,
যে সকল অবস্থায় হৃদয় বিকল।
মোহ মূর্চ্ছা শোক দুখ, যাহাতে বিদীর্ণ বুক,
মানব শরীর ধর্ম্মে ঘটে যে সকল।
অকপটে প্রাণ খুলি তখন সকলি ভুলি,
ভুলি স্বর্গ, ভুলি মর্ত্ত্য, ভুলি রসাতল,
পারিনা ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল।

৩

প্রিয়ে তোমারে কেবল—
এই যে বিদেশী বেশে, ঘুরিতেছি দেশে দেশে,
পোড়া দেশীয়ের মুখে প্রদানি অনল,
তথাপি বাসনা করে, একটী মুহূর্ত্ত তরে
লুকায়ে দেখিগে সেই মুখশতদল;
পারিনা ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল।

৪

এক দিন শীতান্তে সায়াহ্নে সেই—
পশ্চিম অচল শিরে, লাল রঙা রবিটিরে,
প্রকৃতি বালিকা যেন ছুঁড়িয়াছে বল্,
পড়িতেছে গড়াইয়া, উল্লাসে ধরিতে গিয়া,
পশ্চাতে ছুটেছে বালা গোধূলি শ্যামল।
এদিকে পর্ব্বত অঙ্গে, ছুটিয়াছে নানা রঙ্গে,
নাচিয়া নির্ঝর ক্ষুদ্র করি কল কল।
কখনো কানন পায়, তরু কুঞ্জ লতিকায়,
লুকায়ে পলায়ে পুনঃ মিশিছে সকল।
হেন কালে সন্ধ্যাবেলা, প্রকৃতির রম্য খেলা,
দেখিতে না ছিল চিত্ত স্থির অবিচল,
সংসারের তীব্র বিষে কপাল পুড়িল কিসে
কি যে সেই দুরদৃষ্ট, কি যে কর্ম্মফল,
কি যে তার দয়াধর্ম্ম, কি যে তার কর্ম্মাকর্ম্ম—
নরের নরক রাজ্যে পূর্ণ ধরাতল।
তাই শুধু একমনে বসি সে বিজন বনে
ভাবিতেছি, ভাবনায় হৃদয় বিহ্বল।
কেহ নাই মনে আর দগ্ধ চিত্ত অভাগার
প্রবল প্রবাহে বহে নয়নের জল,
ভুলিনি তখনো প্রিয়ে তোমারে কেবল।

৫

একদিন—
যেখানে মেঘনা সঙ্গে বিকট তরঙ্গ-ভঙ্গে,
মিশেছে ভীষণ পদ্মা গর্জ্জিয়া প্রবল,
চারিদিকে করে ধূ ধূ অনন্ত সলিল শুধু,

শ্রবণ বধিরি' উঠে ঘোর কোলাহল।
বৈশাখে বিকাল বেলা গগনে করিছে খেলা,
আঁধারিয়া দিক্ দশ জলদ শ্যামল,
বহিছে প্রবল ঝড়, ভাঙ্গি বন বাড়ী ঘর,
আতঙ্কে ধরণী ত্রাসে কাঁপিছে কেবল।
গভীর গরজে ঘন শিলাবৃষ্টি বরিষণ
আকাশ পুড়িয়া জ্বলে গাঢ় বজ্রানল,
পড়ি এ প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছি জন্মের তরে,
তরঙ্গে জাহাজখানি করে টলমল।
অসাধ্য শকতি তার, প্রতিকূলে ঝটিকার,
ঠেলিয়া উঠিতে সেই ঘোর ঊর্ম্মিদল।
আতঙ্কে আরোহী যত কাঁদিতেছে অবিরত,
মরণ সময়ে করি ঘোর কোলাহল।
সেই যে অন্তিম কালে, বেষ্টিত বিপদজালে,
চরণের তলে সিন্ধু অনন্ত অতল,
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল।

৬

একদিন—
যে দিন প্রথম যাই, আশায় ঢালিয়া ছাই,
স্মরিতে এখনো প্রিয়ে আসে অশ্রুজল ;
প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাসী বেশে, বেড়াইব দেশে দেশে
অসহ্য স্বদেশে প্রেত প্রভুত্ব প্রবল।
এক হাতে অভিমান, এক হাতে নিয়ে প্রাণ,
একাকী চলেছি পথ ঘোর বনস্থল ;
অর্দ্ধভুক্ত নরদেহ শার্দ্দূল ভল্লুকে কেহ,
খেয়েছে দেখিনু রক্ত তখনো উজ্জ্বল।

আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, ডাকিলাম ভগবান্
শিরায় জমিয়া গেল শোণিত তরল ;
তখনো ভুলিনি প্রিয়ে তোমারে কেবল।

৭

এক দিন—
ঘোর সন্নিপাত-জ্বরে, প্রাণ ছট ফট করে,
কিছুতে প্রাণের জ্বালা হয় না শীতল,
শ্রাবণ মাসের শেষ পার্ব্বতীয় গারো দেশ,
ব্যাপিয়া বিংশতি দিন বর্ষিতেছে জল।
মৃত্যু মন্দ ক্ষীণ নাড়ী, মণিবন্ধ গেছে ছাড়ি,
ছেড়ে প্রাণের আশা চিকিৎসক দল ;
স্থির নয়নের তারা, নয়নের গলিত ধারা
অন্তিম হিক্কায় কণ্ঠ কাঁপিছে কেবল।
নিশ্চয় মরণ জেনে রাখিল বাহিরে এনে,
মুখেতে ঢালিয়া দেয় কেহ গঙ্গাজল।
কিন্তু পুনঃ প্রাণ দিল মৃতদেহ বাঁচাইল,
বরষি নবীন মেঘ সলিল শীতল।
ঘরের বাহিরে হায়, সেই সিক্ত বিছানায়,
সেই ঘোর হরিধ্বনি মুখে গঙ্গাজল,
পৃথিবীর সুখে দুখে, সেই যে অবাঙ্ মুখে,
প্রথম চৈতন্যে চক্ষে আঁধার প্রবল।
ইন্দ্রিয় অবশ প্রায়, অবসন্ন হিমকায়,
চিনিতে অশক্ত যেন নবীন ভূতল
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল।

৮

প্রিয়ে তোমারে কেবল—
একদা উদ্‌ভ্রান্ত মনে চলিয়াছি পর্য্যটনে

হৃদয়ে গর্জ্জিছে ঘোর অশান্তি গরল।
নাহি মিলে শান্তি ছায়া, না জুড়ায় তপ্ত কায়া,
শত-সাহারায় যেন পূর্ণ ভূমণ্ডল।
জল রাক্ষসীর মত, তীব্র বেগে অবিরত,
চলেছে জাহাজখানি গর্জ্জি অবিরল।
যেন পলাইতে হায় এ পড়ে উহার গায়,
বৃটিশ তরণী ভয়ে ভারতের জল ;
উছলিয়া কল্লোলিয়া, আছাড়িয়া পড়ে গিয়া,
আন্দোলিয়া বারি রাশি অনন্ত অতল।
এক মনে দেখি তাই, কভু অন্য দিকে চাই,
কভু দেখি তীর তরু শ্যাম ভূমিতল।
অকস্মাৎ কলরবে, সে ধ্যান ভাঙ্গিল যবে,
সম্মুখে চাহিয়া দেখি বিপদ প্রবল।
দ্বিতীয় জাহাজ আসে আরোহী কাঁদিছে ত্রাসে
অদম্য অক্লান্ত গতি পূর্ণ বেগ বল।
উপায় নাহিক আর, নাহি শক্তি যোধিবার,
কাপ্তেন সারেঙ্গ মাল্লা স্তম্ভিত সকল।
মহামৃত্যু গর্জ্জে মেঘ তীব্রগতি বজ্রবেগ,
এখনি জাহাজখানি দিবে রসাতল।
ঘেরি চারি পাশে যেন আস্ফালি তরঙ্গ ফেন,
সলিল সমাধি অট্ট হাসে খল্ খল্।
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল।

৯

ভুলিনি তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল,
ঊষার আলোক-মাখা, আধ ফোটা, আধ ঢাকা
আধ ভাঙ্গা ঘুম-ঘোরে অমল কমল।

সেই যে অলস আঁখি, যতদিন বেঁচে থাকি,
ভুলিবনা নব মধু নব পরিমল!
কণ্টকে আকীর্ণ কায় বেষ্টিত ভুজঙ্গ তায়,
জীবন মৃণাল মম যদিও দুর্ব্বল,
তথাপি তোমার ধ্যানে আজো বেঁচে আছি প্রাণে,
দেয় শক্তি প্রেমবারি,—অনন্ত অতল।
সরলা সরোজ রণি,, সেই হাসি মুখখানি;
অধর বিদারে ব্যক্ত নব মুক্তাফল,
ভুলিবনা এ জনমে তোমারে কেবল।

১২৯৫

দুখিনী

প্রিয়ে দুখিনী আমার
বিষাদ কালিমা মাখা, গভীর নীরদে ঢাকা,
সুন্দর শরতচন্দ্র নিত্য অন্ধকার।
আয়ত আকর্ণ শ্রান্ত, নীল নেত্র পরিক্লান্ত,
নীল সরোরুহে বর্ষ নিত্য অশ্রুধার,
নাহি বেশ নাহি ভূষা, শিশিরে শীতের ঊষা,
নাহিক আশার সূর্য্য শিয়রে তোমার,
মলিন বসন ছিন্ন, দেখা যায় অবিভিন্ন,
খেলিছে শরীরে যেন আলো অন্ধকার।
এত দুঃখভার শিরে, বহিতে পারনা কিরে,
করেতে কপোল রাখি বিশ্রাম তাহার,
চাহিয়া ধরার পানে, বিষাদে বিষণ্ণ প্রাণে,
ধূলায় দুঃখের দিন গণ আপনার,
প্রিয়ে দুখিনী আমার!

২

অভাগিনী অশ্রুমুখী দুখিনী আমার!
যাওনা কাহারো কাছে, অবহেলা করে পাছে,
গরবিনী প্রতিবেশী দেখি কদাকার।
কাঙ্গালিনী দীনা হীনা, দেখিয়া করিবে ঘৃণা,
মানিনি, আপনি মান রাখ আপনার।
পরের কথাটী হায়, সহেনা কোমল গায়,
এত যে সম্মুখে সিন্ধু অকূল পাথার।
আপনা আপনি যথা, জ্বলে তড়িতের লতা,
সেই তীব্র তেজোরাশি হৃদয়ে তোমার।
এত সম্মান বোধ, এত তীব্র প্রতিশোধ,
আত্মায় আদর এত নাহি দেখি কার,
নাহি ঘরে মুষ্টি অন্ন, তবু নহ অবসন্ন,
শমন শঙ্কিত যেন বীরত্বে তোমার।
যাওনা পরের কাছে, যাহা আপনার আছে,—
কভু কর উপবাস কভু একাহার,
অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার।

৩

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
প্রবল শোকের ঝড়ে, যবে চিত্ত ভেসে পড়ে,
হৃদয়ে উড়ায় বালু শত সাহারার,
যায় ধৈর্য্য পলাইয়া, জীবন্ত আহুতি দিয়া,
একাকী আকুল প্রাণ করে হাহাকার।
তখনি দেখিয়াছিরে, দেখিয়াছ দুখিনিরে
সজল নয়নে মুখ শিশু বালিকার।
তখনি দেখিয়াছিরে, দেখিয়াছ দুখিনিরে
সজল নয়নে নেত্র সজল আমার।

৪

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
সেই ভিখারিনী বেশ, শরীর কঙ্কাল শেষ,
সে পবিত্র আত্মহত্যা—মহান, উদার।
সেই দুঃখ অমাবস্যা, প্রীতিপূর্ণ সে তপস্যা,
নিরাশার শূন্য মাঠে—শ্মশান সংসার।
সেই মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা, উন্মাদিনী খড়্গহস্তা,
শোণিতে তর্পণ কর প্রেম পিপাসার।
সেই মূর্ত্তি শক্তিমন্ত্রে, হৃদয় শোণিত যন্ত্রে,
পূজিতেছি প্রাণময়ি চরণ তোমার।
কিন্তু আর নিত্য নিত্য, পারিনা চিরিয়া চিত্ত
নীরক্ত প্রাণের রক্ত দিতে উপহার।
এ মূর্ত্তি পূজিয়া আশা মিটিল না আর।

৫

প্রিয়ে দুখিনি আমার।
কোথা সে শৈশব শোভা বিধু-বালিকার,
সে হাসি আনন হায়, দেখিব কি পুনরায়,
দেখিব কি পূর্ণচন্দ্রে সুধার জোয়ার !
পরি নানা বেশ ভূষা, বিনোদ বাসন্তী ঊষা,
প্রণয়ের পূর্ব্বাচলে হাসিতে আবার ?
দেখিব কি প্রাণেশ্বরি, স্বর্গের বালিকা পরী,
গলায় কুসুম মালা দিতেছ আমার ?
হায়রে কই সে দিন, আমি মূর্খ অর্ব্বাচীন,
কই তত পুণ্যরাশি আমি অভাগার !
জ্বলন্ত সূর্য্যের মত, দহিতেছি অবিরত,
প্রাণময়ী ঊষারাণী আমিই তোমার।

৬

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত,
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার।
শত গ্রন্থি ছিন্নবাস একাহার উপবাস,
এ জীবনে অভাগিনি ঘুচিল না আর।
পত্র পুষ্প শূন্য যথা, শীতের বিশুষ্ক লতা,
অথবা মলিন যথা অঙ্গ বিধবার!
ম্লানতা দীনতা বায়, একাধারে সমুদায়,
পরিম্লান পুষ্প-ভাণ্ড শরীরে তোমার।
প্রিয়ে দুখিনি আমার।

৭

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
বিদেশে দাসত্বে হায়, নিত্য ব্যধি যন্ত্রণায়,
সহিলাম কত কষ্ট দুখ দুর্নিবার!
প্রেতের অধিক হেয়, পিশাচের অবজ্ঞেয়
কত যত্নে পূজিলাম চরণ তাহার!
মানুষের যা মহত্ত্ব, চিত্তের স্বাধীন স্বত্ব,
অর্থ লোভে করিয়াছি বিনিময় তার।
দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি, প্রাণের পবিত্র শক্তি,
পবিত্র ধর্ম্মের মূর্ত্তি পর উপকার।
প্রেয়সি রে হায় হায়, ভুলিয়াছি সমুদায়,
যত সাধ্য অধোগতি করেছি আত্মার!
বন্ধুতার তীব্রবাণ, আকুল করেছে প্রাণ,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার!
পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন মানবজাতি,
হৃদয় ভেঙ্গেছে করি চরণ প্রহার!

মূর্খের অধিক মূর্খ, কি বলিব সে যে দুঃখ,
করিয়াছে মূর্খ বলি শত তিরস্কার!
সকলি সহিয়াছি রে, প্রাণময়ি প্রেয়সি রে,
কেবল চক্ষের জল মুছিতে তোমার!
কেবল তোমারি তরে, সুখশান্তি অকাতরে,
জীবনের যত আশা কবি পরিহার,
হায় এ সন্ন্যাসী বেশে ফিরিতেছি দেশে দেশে,
প্রাণময়ি প্রেয়সি রে কাঙ্গাল তোমার!

৮

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
তবু ত চক্ষের জল ঘুচিল না আর,
আমিই পিশাচ সম, আমি দৈত্য নিরমম,
আগুনে পুড়িনু পুষ্প-প্রতিমা তোমার!
বিকট ভৈরব বেশে, ভীষণ শ্মশান দেশে,
বিলুণ্ঠিত করিলাম পারিজাত হার,
ভিখারী প্রেমের রূপ, আমি পাপ অন্ধকূপ,
অশোক শোকের বন তব কারাগার,
তুমি লো মাটির মেয়ে, আছ মাটী পানে চেয়ে,
মাটীর শরীরে সয় সকলি তোমার!

৯

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
দেখিতে ও অশ্রুমুখ নাহি পারি আর!
অই রবি অই শশী, গগনে রয়েছে বসি,
অই জ্বলে ক্ষীণ জ্যোতি ক্ষুদ্র তারকার।
তরুলতা তৃণদল, নদনদী জলস্থল,
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি উচ্চ নীল পারাবার।

সকলেই দেখিয়াছে, বলিবে তোমার কাছে।
সহিয়াছি পৃথিবীর কত অত্যাচার,
যাই আজ দিব্যধামে, যেখানে মানব নামে
না আছে দানব দৈত্য কোনও প্রকার।
যাই আজ দিব্যধামে, পবিত্র তোমার নামে
খুলি গে স্বর্গের আগে সুবর্ণ দুয়ার।
তুমিও সে দিব্যধামে, পবিত্র ঈশ্বর নামে,
পায়ে ঠেলে আসিও সে ঘোর অত্যাচার,
প্রিয়ে দুখিনি আমার।

১১ই অগ্রহায়ণ,
১২৯০-ময়মনসিংহ।

সারদা সুন্দরী

নিশীথ সময়—চিতা সম্মুখে

আজ—
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর?
তোমার অধিক শোভা,
ততোধিক মনোলোভা
শোয়ায়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর।
লাবণ্য তোমার চেয়ে
সুধা পড়ে ঠোঁট বেয়ে
অনলে উছলে যেন রূপের সাগর।
সুনীল নয়ন দুটী
রহিয়াছে আধ ফুটি',
শরৎ-প্রভাত পদ্ম—ডাগর ডাগর।

ঊষায় উজলে কিবা
ললাট স্বর্গীয় দিবা,
তরুণ অরুণ বিন্দু সিন্দূর সুন্দর,
শোয়ায়ে দিয়াছি চাঁদ চিতার উপর।

২

আজ—
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা?
হৃদয়ের প্রিয় ধন,
কিসে করে বিসর্জ্জন,
দেখ কি হে নরের সে ঘোর নিষ্ঠুরতা?
দয়া মায়া স্নেহ ভুলি
দিয়াছি চিতায় তুলি',
এমনই মানবের আদর মমতা!
প্রাণ ব'লে বুকে লয়,
যেন দুই এক হয়,
পাপিষ্ঠ অসুর জানে এত আত্মীয়তা?
লুঠিয়া হৃদয় তার,
শেষে এই ব্যবহার,
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা?
এমনই মানবের আদর মমতা!

৩

শশধর!
দেখ মানবের এই পশু ব্যবহার,
কৃতঘ্ন ইহার কাছে
আর কি জগতে আছে,
হেন ঘোর অবিশ্বাসী পাপী দুরাচার?

আমি গেলে দেশান্তরে
সারদা আমারি তরে
দিন দণ্ড পলে পলে বর্ষি অশ্রুধার
করুণ সজল আঁখি,
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি'
কাতরে মঙ্গল ভিক্ষা মাগিত আমার।
যেন তপস্বিনী বেশে,
নরের নরক দেশে,
ছিল পুণ্য-প্রস্রবণ মূর্ত্তি মমতার।
জননী, ভগিনী, জায়া,
সকলের দয়া মায়া
প্রেম-তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার।
কি আর কহিব হায়,
আজি পিশাচের প্রায়
অনল দিয়াছি সেই আননে তাহার,
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কিহে আর?

৪

তুমি ত অনন্ত উচ্চে ওহে শশধর।
আরো কি নিখিল ভূমে,
অমন চিতার ধূমে,
দেখেছ করিতে কারে আচ্ছন্ন অম্বর?
শীতল পুণ্যের ছায়া,
প্রাণময়ী প্রিয় জায়া,
প্রীতির অপরাজিতা পারিজাত থর,
অনন্ত অমৃত সিন্ধু,
প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু,
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপর?

আপনার বুক চিরা,
না দিয়া ধমনী শিরা,
না দিয়া কলিজা খুলে কোন্ মূর্খ নর—
আহা হা, আমার মত,
পিশাচ রাক্ষস এত,
কণ্ঠের কলপ-লতা—কুসুমের থর,
হৃদয়ের যা সর্ব্বস্ব,
তাই করে ছাই ভস্ম—
অক্লেশে ঢালিয়া দেয় চিতার উপর,
দেখেছ মানুষ হেন পাষণ্ড পামর ?

৫

"বল হরি হরি !"
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙ্গিয়া দিগন্ত সব,
উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি',
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি"।

৬

রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী !
বুঝিয়াছি শশধর,
বরষি অমৃত কর,
এসেছ লইতে তারে অভিষেক করি'।
কোমল কৌমুদী রথে,
হীরা বাঁধা ছায়া-পথে,
তুলিয়াছ কি সুন্দর লাবণ্য লহরী
অই ভাসে, অই যায়,
অই অনন্তের গায়,
মিশিল জন্মের মত আহা মরি মরি।

আনন্দে অমর কুল
বর্ষিছে তারার ফুল;
বহিছে স্বর্গীয় বায়ু সুগন্ধি বিতরি।
জননী আনন্দময়ী
বরণ করিয়া অই,
লইতেছে পুত্রবধূ সুখে কোলে করি!
কি আনন্দ দেব-ভূমে,
আজি আনন্দের ধূমে,
উঠিছে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি"।

৭

রোগ শোক দুঃখ ভরা ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্য ধামে সারদা সুন্দরী,
বল চন্দ্র বল তারা "বল হরি হরি"।
পশু পক্ষী তরুলতা
যে তোমরা আছ যথা
অচল অশনি সিন্ধু বিঘোরা শর্ব্বরী,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে "বল হরি হরি"
অপ্সর কিন্নর নর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অমর অমরী
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব "বল হরি হরি"।

জয়দেবপুর
২২শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২

[কবির প্রথম স্ত্রী সারদা সুন্দরী—জন্ম: ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৯ সন। মৃত্যু: ১২ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৮ ঘটিকা কৃষ্ণাপঞ্চমী, ১২৯২ সন।]

৺জগচ্চন্দ্র দাস

(জগদ্বন্ধু দাস)

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
আজ কাল করি কত, বছর হইল গত,
চাহিয়া রয়েছি পথ, সতত আশায়।
কোথায় গিয়েছ ভাই, তত্ত্ব নাই,—বার্ত্তা নাই,
এমন করিয়া না কি কেহ কোথায় যায় ?

২

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
তুমি ভিন্ন নাহি আর, শূন্য মম এ সংসার,
জগতের বন্ধু হয়ে 'জগদ্বন্ধু' হায়,
দাদারে একাকী ফেলি, বল্ ভাই কোথা গেলি,
হলনা একটু দয়া পাষাণ হিয়ায় ?

৩

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
আকুল উন্মত্ত প্রাণে, চেয়ে আছি পথপানে,
লইয়া শ্মশান বুকে, মুখে হায় হায়,
ঢালিয়া নয়ন জল, নাহি নিবে এ অনল,
আয়রে প্রাণের ভাই, আয় বুকে আয় !

৪

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
তোমারে হইয়ে হারা, পিসীমা পাগল পারা,
দিবানিশি অভাগিনী করি' হায় হায়,
তোমারি উদ্দেশে গেছে, আর নাহি আসিয়াছে,
ভুলিয়া রয়েছে বুঝি পাইয়া তোমায় !

৫

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ত্যজিয়া মরত ভূমি কোথায় গিয়েছ তুমি
কোথা সে স্বর্গের রাজ্য,—কত দূর হায়।
শুধাই তাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
সে দেশে এদেশে লোক নাহি আসে যায় ?

৬

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ফুটিলে কুসুমরাশি, পরিমল মাখা হাসি,
স্বর্গের সুগন্ধ ভাবি মাখা তার গায়।
শুধাই তাহার কাছ কোথায় সে দেশ আছে,
দেখেছে দেবের দেশে দেবতা তোমায় ?

৭

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বসিয়া বকুল শাখে, কোকিল যখন ডাকে
আকুল করিয়া প্রাণ স্বর্গীয় ভাষায় ;
শুধাই তাহার কাছে, কি বলিতে আসিয়াছে,
দেখেছে কি ভাই তারে হায়! হায়! হায়!

৮

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
উষায় উঠিলে রবি, সুন্দর সোনার ছবি,
ভাবিয়া স্বর্গের দূত শুধাই তাহায়—
দেখেছ কি হে দিনেশ, কোথা সে ত্রিদিব দেশ,
প্রাণের সোদর মম দেখেছ তথায় ?

৯

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বরষি অমৃত কর, আসে যবে সুধাকর,
ভাবিয়া ত্রিদিববাসী দেবতা তাহায়,—
শুধাই তাহার কাছে, সে কি কভু দেখিয়াছে,
দেব বালকের সনে দেবতা তোমায় ?

১০

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
শীতল মলয়ানিলে, দগ্ধ অঙ্গ ছুঁয়ে দিলে,
স্বর্গীয় পরশে উঠে শিহরিয়া কায় ;
অমনি আকুল মনে, শুধাই সে সমীরণে—
স্বর্গের সংবাদ দিতে এসেছ আমায় ?

১১

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
সায়াহ্নে সুনীলাকাশে, যখন তারকা হাসে,
ব্যাপিয়া অসীম সীমা স্বর্গীয় শোভায়—
শুধাই তাহার কাছে, কে তোমারে দেখিয়াছে
কোথা সে ত্রিদিব দেশ, হায় ! হায় ! হায় !

১২

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
যেখানে মায়ের কাছে, সারদা প্রমদা আছে,
ভগিনী জনক দেব বিরাজে যথায় ?
সেখানে গেছ কি তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি—
ফেলিয়া দাদারে অত্র একা—অসহায় ?

১৩

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বসিয়া মায়ের কোলে, জনকের স্নেহ বোলে,
সারদার প্রমদার প্রীতি মমতায়,
ভুলে কি রহিলে তাই, দাদা বলে মনে নাই,
অথবা আসিতে তারা দিল না তোমায় ?

১৪

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
শুধাইও মার কাছে, আমারে কি মনে আছে,
তোর মত কবে কোলে করিবে আমায় ?
শুধাইও সারদারে, এত ভালবাসি যারে,
ভুলিয়া করে কি মনে দেবের দয়ায় ?

১৫

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
যদিও দেবের দেশ, নাহি দুঃখ—নাহি ক্লেশ,
চির শান্তি, চির সুখে পূর্ণ সমুদায়।
জনক জননী আছে, কি ভয় তাদের কাছে,
আদরে সারদা সদা রেখেছে তোমায় !
এদেশে কেহই নাই, শুধু ছিনু দুটি ভাই,
আত্মীয় বান্ধবে পূর্ণ রয়েছ তথায়।
তথাপি আকুল মন, তবু চিন্তা অনুক্ষণ,
জানিতে কুশল তব প্রাণ সদা চায় ।

———

৮ই আষাঢ় ১২৯৪ সন,
শীতলপুর বাগানবাটী, সেরপুর,
ময়মনসিংহ

আত্মহত্যা

মানিনি!   কি অভিমানে হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়া বিষ করেছিস পান?
এত কি হইল ঘৃণা, গেল না জীবন বিনা,
কোন মূর্খ করিয়াছে এত অপমান?
এমন অযত্নে হায়, অনাদরে অবজ্ঞায়,
দু'পায় ঠেলিল কি রে মণি-মূল্যবান?
সত্যই পাপিষ্ঠ নরে, এত অত্যাচার করে,
মানবের বুকে কিরে দানবের প্রাণ?
আহা হা স্বর্গের দেবি! সে রাক্ষসে নিত্য সেবি,
পতি পুত্র ভ্রাতা রূপে সাধিস্ কল্যাণ?
তোর মত আছে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসারে,
প্রাণময়ী মূর্ত্তিমতী আত্মবলিদান?
কোন মূর্খ করিয়াছে এত অপমান?

২

কি দুখেরে পাগলিনি, হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান?
কার সোনামুখী তরী, কারে যে কাঙ্গাল করি,
অকালে ডুবিলি বিনা ঝটিকা তুফান?
কার রে আছিলি তুই, সুধাময়ী বেলা যূঁই,
যৌবন বসন্তে ভরা প্রেমের উদ্যান?
কারে বিধি প্রতিকূল, কার সে স্বর্গীয় ফুল,
অকালে খসিলি কার কাঁদাইয়া প্রাণ?
কে সে হতভাগ্য হায়, প্রেমপূর্ণ পূর্ণিমায়,
অকালে তাহার তুই শশী অস্তমান?
কি খেদে রে পাগলিনি ত্যজিলি পরাণ?

৩

কি দুখেরে পাগলিনি, হায়, হায়, হায়,
অমূল্য জীবন দিলি এমন হেলায় ?
স্নেহ ভুলি মায়া ভুলি, স্বহস্তে গরল তুলি
কোন্ প্রাণে হা মানিনি, দিলি রসনায় ?
একটু হলি না ভীত, একটুকু সশঙ্কিত,
একটু কাঁদেনি প্রাণ প্রাণের আশায় ?
প্রাণে এত তুচ্ছবোধ, হা ক্ষীরোদ ! হা নির্ব্বোধ !
যৌবন-জীবনে কি রে শোভা কারো পায় ?
সংসারে জনমে ঘৃণা দেখিনিরে তোরে বিনা,
বালিকা বয়সে কার বাসনা ফুরায় ?
কি দুঃখে খাইলি বিষ হায়, হায়, হায় !

৪

কি দুঃখেরে অভাগিনি, খাইলি গরল,
নবীন বয়সে হেন শশী শতদল ?
জীবনের যত আশা, সুখ শান্তি ভালবাসা,
প্রাণের পিপাসা কিসে নিবিল সকল ?
বুক ভরা অভিলাষ, সে আনন্দ, সে উচ্ছাস,
সকলি জন্মের মত গেল রসাতল ?
হা পাষাণি ! সর্ব্বনাশি ! এমন রূপের রাশি,
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য করিলি বিফল ?
অই যে রজত-কায়, জোছ্না মূরছা যায়,
আননে ফুটিয়া আছে কিরণ কমল !
অই যে সুনীল আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি,
লাবণ্য বন্যায় ছিল নীলাম্বু চঞ্চল !
কমলে গোলাপ গড়া, ও অধর মধু ভরা,
এখনো এখনো যেন করে টলমল।

আহা হা এ রূপরাশি, হা পাষাণি সর্ব্বনাশি,
দর্পণে দেখিয়া কভু মুছি অশ্রুজল,
করেছিলি সিক্ত নাকি বসন অঞ্চল ?

৫

আহা হা একটু দয়া হল না পাষাণে,
এত কি প্রবল ঘৃণা অবলার প্রাণে ?
রমণীর এত জেদ্ কি এত গভীর খেদ,
ভ্রুক্ষেপে চাহে না কিছু তৃণবৎ জ্ঞানে।
মর কিংবা বাঁচ কেহ, কাহারে নাহিক স্নেহ,
আতঙ্কে করুণা কাঁদে চাহি তার পানে।
এ ব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ বোধে, মহা রাগে—মহা ক্রোধে,
চন্দ্র সূর্য্য ভেঙ্গে ফেলে আঘাতি চরণে।
ছিন্নমস্তা, আত্মঘাতী, পাষাণী রমণী জাতি,
জগৎ জ্বালায়ে দেয় মহা অভিমানে !
এত কি প্রবল ঘৃণা অবলার প্রাণে ?

৬

এই যে শিশুটী তোর হায়, হায়, হায়,
কাঁদিয়া আকুল দেখ্ মাটিতে লুটায়।
একটু দেনারে ক্ষীর, শুষ্ক কণ্ঠে শিশুটির !
ক্ষীরোদ কোলের বাছা আকুল ক্ষুধায়।
ছি, ছি, ছি, বুকের ধন, এত তারে অযতন !
শুনিনি জননী হেন পাষাণের প্রায় !
ছেলে যদি 'মা মা' ডাকে, মায়ের কি রাগ থাকে ?
স্নেহের সাগর তার উছলিয়া যায়।
ক্ষীরোদ শিশুটী তোর কাতর ক্ষুধায়।

৭

হা মানিনি, চক্ষু তুলে দেখ্ একবার,
অভাগিনী জননীরে কি দশা তাহার !
দেখ একবার চেয়ে, হা পাষাণি চক্ষু খেয়ে,
দেখ্‌রে হৃদয় রত্ন ছিলি তুই যার।
পড়িয়া চরণ তলে সে অভাগা অশ্রুজলে,
কাতরে কাঁদিছে কত করি হাহাকার।
কখনো ধরিয়া পায়, দীন ভাবে ক্ষমা চায়,
আতঙ্কে শিহরে আহা উঠিছে আবার ;
দেখ্‌রে হৃদয় রত্ন ছিলি তুই যার।

৮

তবু কি একটু দয়া হল না পাষাণে ?
রমণী কঠিনা কিরে এত অভিমানে ?
কি দোষে—কি দোষে গেলি, পতিপুত্র পায়ে ঠেলি,
চাহিলি না হা নিদয়া কারো মুখপানে ?
মানুষের মত কিরে, নাহি ছিল ও শরীরে,
বচিত ধমনী শিরা নর উপাদানে ?
ছিল না হৃদয় ওতে, দয়া মায়া থাকে যাতে,
কেবলি কি ছিল উহা ভরা অভিমানে ?
রমণী কঠিনা হতে এত কি বে জানে ?

৯

এত কি জানিতি তুই হা রে ও সরলা ?
তবে কি রে মিথ্যা নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্ যাহা কহে,
পর্ব্বত প্রস্তরে অই ভরা চন্দ্রকলা ?
কাদম্বিনী হাসি মুখে, সত্যই কি রাখে বুকে,
লুকাইয়া বজ্রবহ্নি—ও নহে চপলা ?
এত কি কঠিন তুই হারে ও সরলা ?

১০

ভয়ানক জেদ্ তোর ভয়ানক মান,
অটল প্রতিজ্ঞা তোর হিমাদ্রি সমান!
পরকালে নাহি ভয়, আশঙ্কা কাহারে কয়,
জানে নাই যেন অই স্বাধীন পরাণ!
বিমুক্ত বায়ুর প্রায়, পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া যায়,
নাহি তার উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান।
রমণী এমন কি রে কঠিন পরাণ ?

১১

ক্ষীরোদ!
আমিও রে তোর মত, উদ্যম করেছি কত,
বাঁধিতে পারিনু কই পরাণে পাষাণ ?
বসি অন্ধকার ঘরে কালকূট নিয়ে করে,
প্রাণভরে ডাকিয়াছি কোথা ভগবান!
দেখ একবার প্রভু, নিষ্ঠুর সংসার কভু,
দেখিল না হৃদয়ের যে মহাশ্মশান,
দেখ সেই ভস্মভরা ধূ ধূ করা প্রাণ।
নাহি জানি পাপপুণ্য, হৃদয় করিয়া শূন্য,
বুকভরা ভালবাসা করিয়াছি দান,
তবু ত নিষ্ঠুর কেহ, একটু করেনি স্নেহ,
কাঁদিয়াছি দ্বারে দ্বারে কাঙ্গাল সমান!
আজি এই হলাহলে, যে চিন্তা হৃদয়ে জ্বলে,
জনমের মত দেব করিব নির্ব্বাণ,
অন্তিমে আত্মায় শান্তি করিও প্রদান।

১২

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা মোর হল না সফল,
তোর মত মোর ভাই, অদম্য উদ্যম নাই,
নাহিক তেমন এই হৃদয়ের বল।
তেমন সম্মানবোধ, নাহি মোর হা ক্ষীরোদ!
তা হলে কি আর সেই তীব্র হলাহল,—
কি লজ্জা! ছুঁইতে ঠোঁটে পরাণ চমকি ওঠে,
নিক্ষেপিয়া দূরে ফেলি বর্ষি অশ্রুজল!
ক্ষীরোদ! প্রতিজ্ঞা মোর হল না সফল,

১৩

যদিও—
হয়নি সফল হায় প্রতিজ্ঞা আমার,
কিন্তু বে কবিব চেষ্টা আর একবাব!
বসিয়া শ্মশানে তোর, যবে অমানিশি ঘোব,
ঘুমায়ে থাকিবে যবে সমস্ত সংসাব,
পরাণে মাখিব ছাই, সে সাহস যদি পাই,
অদম্য উদ্যম তোর শক্তি দুর্নিবার।
সে তেজ অপ্রতিহত, সে আকাঙ্ক্ষা উগ্র কত,
বিশ্বনাশী সে বৈরাগ্য, বজ্র অঙ্গীকার,
সে একান্ত একাগ্রতা, প্রাণগত নির্ম্মমতা,
দেখিব পাই নি তোর ক্ষুদ্র বালিকার।

১৪

ক্ষীরোদ!
কি তোর বৈরাগ্যভাব, ঘোর অভিমান,
স্মরিতেই ভক্তিভরে নত হয় প্রাণ।

কে তোরে করিবে ঘৃণা, নরক পিশাচ বিনা,
কে না বোঝে হৃদয়ের স্বর্গীয় সম্মান,
আমি তোরে প্রিয় দেবি, হৃদয় মন্দিরে সেবি,
শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান।
আমি বড় ভালবাসি, ছিন্নমস্তা রূপরাশি,
বিশাল বৈরাগ্যভাবে বড় মাতে প্রাণ,
আমি তোরে প্রিয় দেবি, হৃদয় মন্দিরে সেবি,
প্রীতির অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান।

১৫

যা তবে ক্ষীরোদ সেই সুখময় স্থান,
স্বর্গীয় শান্তির কোলে জুড়া গিয়া প্রাণ।
যথা ব্রহ্মপুত্র তীরে, ও সুতনু ধীরে ধীরে,
পবিত্র পাবকে হবে ভস্ম অবসান,
গভীর নিশীথকালে, বসি সেই চিতাশালে,
তোর ও ভৈরবীমূর্ত্তি করিব ধেয়ান।
অভয়া বরদা বেশে, সে ঘোর শ্মশান দেশে,
সিদ্ধির সাধনা রূপে হয়ে অধিষ্ঠান,
ভক্তের বাসনানল করিস্ নির্ব্বাণ।

১৬

আহা!
অই যে ডাকিল পাখী আসন্ন সন্ধ্যায়,
বাগানে কুসুম ফোটে, আকাশে তারকা ওঠে,
তেমনি শীতল বায়ু ধীরে বয়ে যায়।
হা ক্ষীরোদ, তোর লাগি, কেহ নহে দুঃখভাগী,
এই যে একাকী তুই চলিলি কোথায়।

এই যে চলিলি একা, আর ত হবে না দেখা,
আহা হা, স্মরিতে যে বুক ফেটে যায়।
পথের সামান্য ধূলি, এ সামান্য তৃণগুলি,
সকলি রহিল যদি হায়! হায়! হায়!
ক্ষীরোদ একাকী তুই চলিলি কোথায়?

[কোনও যুবতীর বিষপানে মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত]
১২৯২ সন। ময়মনসিংহ।

মা-মরা মেয়ে

মা-মরা দুখিনী মেয়ে বড় যন্ত্রণার।
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, এঘরে ওঘরে যেয়ে,
খোঁজে নিতি পাতি পাতি জননী তাহার।
শুধায় আসিয়া কাছে, "বাবাগো মা কোথায় আছে?"
পারিনা উত্তর দিতে শিশু বালিকার।

২

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যারে দেখে তারে যেয়ে,
মা বলে আঁচল ধরে টানে অনিবার,
কিন্তু চেয়ে মুখপানে, ফিরে সে নিরাশ প্রাণে,
সে দৃশ্য দেখিতে বিশ্ব দেখি অন্ধকার।

৩

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, কোলে উঠে চেয়ে চেয়ে,
কিন্তু কে লইবে কোলে কে আছে তাহার!
কিছুতে নাহিক ভোলে, উঠিবে মায়ের কোলে,
পারিনা কোলের মেয়ে কোলে নিতে আর।

৪

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, চুমা খায় চেয়ে চেয়ে,
একাকী চুমিতে আজি বহে অশ্রুধার।
এইত দু'দিন আগে, দু'জনে কত সোহাগে,
একত্রে খেয়েছি চুমা কপোলে তাহার।

৫

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, থাকে শুধু পথ চেয়ে,
যে পথে চলিয়া গেছে জননী তাহার।
আসিতে চাহেনা ঘরে, কাঁদিয়া পাগল করে,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার।

৬

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, বিছানায় শুতে যেয়ে
মায়ের লাগিয়া স্থান পাশে রাখে তার।
নিশীথে ঘুমের ঘোরে, মা বলিয়ে গলা ধরে,
কে জানে মা-মরা মেয়ে এত যন্ত্রণার!

৭

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যদিও দেখিতে চেয়ে,
হৃদয়ে উছলে উঠে শোক-পারাবার,
তবু জীবনের আশা, একমাত্র ভালবাসা,
সারদার স্মৃতিচিহ্ন **মণিই** আমাব।

৮

মণিরে গিয়েছে রেখে, হাসিব কাঁদিব দেখে,
সান্ত্বনা মণিই তার স্নেহ মমতার।
মণিরে রাখিয়া বুকে, মণিরে দেখিয়া সুখে,
অন্তিমে যাইব চলি নিকটে তাহার,
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার।

ময়মনসিংহ

শ্মশানে সম্ভাষণ

সারদা! এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
এই যে এসেছি আমি, তোমার সে 'প্রিয় স্বামী';
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া।
আদরে হৃদয়ে লহ, হাসিমুখে কথা কহ,
অলস অবশ অঙ্গ লহ জড়াইয়া।
তুমি বিনে নাহি কেহ, কে আর করিবে স্নেহ,
বড় শ্রান্ত বড় ক্লান্ত, এসেছি চলিয়া;
চখে জল মুখে হাসি, স্নেহময়ী রূপরাশি,
পরাণে ভরিয়া লহ শত চুম্ব দিয়া।
কেন আছ ছাই ভস্মে শ্মশানে শুইয়া?

২

সারদা! এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
আজি কত দিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে,
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া!
ওঠ ওঠ আব কেন, শ্মশান-শয্যায় হেন,
অযতনে ছাই ভস্মে আছ ঘুমাইয়া?
সরলা! আমারি লাগি, নিশি দিন জাগি জাগি,
আছ ঘুমে অচেতন জ্ঞান হারাইয়া,
অযতনে ছাই ভস্মে শ্মশানে শুইয়া?

৩

ওঠ ওঠ!
এই যে এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
এই যে এসেছি দেশে, উদাসী বিদেশী বেশে,
তোমারে হৃদয়-রাণি দেখিব বলিয়া।

চাহগো বদন তুলে, কমল নয়ন খুলে,
এত হাহাকার কিগো শোন না শুনিয়া ?
না শুনে তোমার কথা, না বুঝে তোমার ব্যথা,
বিদেশে গেছি যে দেবি, তোমারে ছাড়িয়া,
সেই মান অভিমানে, পাষাণ বাঁধিয়া প্রাণে,
ছাই ভস্মে চন্দ্রমুখ আছ লুকাইয়া ?
আরো অভিমান কত, করেছ ত অবিরত,
আবার ভুলিয়া গেছ, কাঁদিয়া হাসিয়া !
কি দোষ করেছি পায়, এ মান যে নাহি যায়,
কাতরে করুণ কণ্ঠে সহস্র সাধিয়া ?
এই যে এসেছি দেবি দেখগো চাহিয়া !

৪

ওঠ,ওঠ, আর কেন—চল যাই ঘরে ,
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে ?
কে কোথা কুলের নারী, ছেড়ে এসে ঘর বাড়ী,
একা এসে শুয়ে থাকে চিতার উপরে ?
কত লোক দেখে যায়, ভ্রুক্ষেপ নাহিক তায়,
ছি ছি ছি, নাহি কি লজ্জা নারীর অন্তরে ?
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে ?

৫

বিদেশে যাব না আর ছাড়িয়া তোমায় ;
ওঠ মান পরিহরি, বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ওঠ গো করুণাময়ি স্নেহ মমতায়।
আর না বিদেশে যাব, না হয় মাগিয়া খাব,
ধিক্ সে দাসত্বে ধিক্ শত ধিক্ তায়।

ধিক সে সম্মান অর্থে, যে তোমার পরিবর্ত্তে,
স্বর্গের সাম্রাজ্য আমি ঠেলে ফেলি পায়।
যার যাহা মনে লয়, বলুক—করিনা ভয়,
ভ্রুক্ষেপ করিনা তুচ্ছ পরের কথায়।
একাহারে উপবাসে, থাকিব তোমার পাশে,
ভুলে যাব ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিয়া তোমায়।
চাঁদেরে দেখিয়া রেতে, আনন্দ উল্লাসে মেতে,
চঞ্চল চকোর যথা সব ভুলে যায়,
ভুলে যাব ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিয়া তোমায়।

৬

ওঠ দেবি দয়াময়ি চল যাই ঘরে,
কত দুঃখ কষ্ট সয়ে, কত জ্বালাতন হ'য়ে,
এই যে এসেছি ফিরে এতদিন পরে,
দেখিয়া তোমার মুখ, জুড়াইব দগ্ধ বুক,
জুড়াইব দগ্ধ প্রাণ সুধার সাগরে।
ওঠ ভগ্নি, ওঠ ভাই, ওঠ জায়া ঘরে যাই,
লহ জননীর যত্নে পিতার আদরে।
সকলের স্নেহসিন্ধু, উজলিয়া উঠ ইন্দু,
তোমার অমৃতময় প্রেমময় করে।
তুমি বিনা কেবা আছে, যাইব কাহার কাছে,
ভ্রমিয়া দেখেছি সব দেশ দেশান্তরে,
সংসারে মমতা নাই, আছে ভস্ম, আছে ছাই,
আছে রাক্ষসের রাজ্যে ঘৃণা পরস্পরে;
নাই অশ্রু দীন দুঃখী শোকার্ত্তের তরে।

৭

ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার,
প্রীতির প্রসন্ন মুখে, লও সে উদার বুকে,
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা অত্যাচার,
ভুলে যাই অবহেলা, পদাঘাতে ঠেলে ফেলা,
আদরে মুছায়ে প্রিয়ে লও অশ্রুধার !
সংসারের শত পাপে, জ্বলে প্রাণ পরিতাপে,
পবিত্র করিয়া লও পরশে তোমার !
দুঃখীরে করিতে স্নেহ, জগতে নাহি যে কেহ,
কেবল তুমিই আছ প্রেম-পারাবার,
ওঠ দেবি দয়াময়ী দেবতা আমার !

৮

এই ঘোর অন্ধকার নিশীথ সময়,
কেমনে থাকিবে তুমি, একেলা শ্মশান-ভূমি,
মানুষ দূরের কথা, যমে করে ভয়।
শিয়াল শকুন-পড়া, আধা খাওয়া পচা মরা,
চড়িয়া আসিবে ভূত পিশাচ নিচয়।
বসিয়া মরার কাঁধে, খাবে মরা নানা ছাঁদে,
দৌড়িয়া ছুটিবে মরা চারিদিকময়।
আসিবে কবন্ধ দানা, ডাকিনী যোগিনী নানা,
উভে উভে গিলে মরা খাবে সমুদয়।
পচা যত নারীভুঁড়ি, খাইবে পেতনী বুড়ী,
দু'কসে গলিত বিষ্ঠা ধারা বেয়ে বয়।
পরিয়া মরার হার, সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার,
নাচিবে উলঙ্গ প্রেত পিশাচনিচয়।

সে বিশাল লম্ফে ঝম্ফে, আতঙ্কে ধরণী কম্পে,
প্রকৃতি প্রলয়ে যেন ভয়ে মরে রয়।
দানবের সে তাণ্ডবে, সরলা! কেমনে রবে,
একেলা থাকিতে তব ভয় নাহি হয়?
কে আছে মানুষ হেথা এমন সময়?

৯

ওঠ দেবি প্রাণময়ি চল যাই ঘরে,
ছি ছি ছি! নারী কি এত অভিমান করে?
আহা ও সোণার দেহ, কে করে যতন স্নেহ,
অযতনে পরে আছে চিতার উপরে!
এই যে পড়িছে হিম, অনন্ত—অপরিসীম,
শীতে যেন তরুলতা কাঁপে থরথরে।
কেন ঘর বাড়ী থুয়ে, শ্মশানে রহিলে শুয়ে,
যামিনী দেখিয়া তার আখি-জল ঝরে!
সবলা! তোমারি দুখে, অই যে বিষণ্ণ মুখে,
কাতরে শিয়ালগুলি "আহা, উহু" করে।
এমন সোণার দেহ, শ্মশানে দেখিয়া কেহ,
ধৈরয ধরিতে নাকি পারে গো অন্তরে?
ওঠ দেবি দয়াময়ি চল যাই ঘরে!

১০

ওঠ দেবি দয়াময়ি সারদা আমার,
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই, ওঠ চল ঘরে যাই,
থাকিবে শ্মশানে শুয়ে কত কাল আর?
দিন দিন প্রতিদিন, ক্রমশঃ হতেছে লীন,
মাটিতে মিশিল প্রায় চিতার অঙ্গার।

তবু কি যায়নি মান, হয়নি প্রসন্ন প্রাণ,
শুনিয়া শোন না কি গো এত হাহাকার ?
অঙ্গারের চেয়ে মান এতই অঙ্গার ?

২১শে আষাঢ়, ১২৯৫
কলিকাতা

শরতের মা

কই মা শরৎ ! কোলে আয় মা আমার,
আয় দুখিনীর ধন, শত দুঃখ নিবারণ,
জ্বলিয়া পুড়িয়া প্রাণ হয়েছে অঙ্গার।
আয় কোলে একটুক, জুড়া মা মায়ের বুক,
দেখি তোর চন্দ্রমুখ সুধার আধার।
তুই বিনে কেহ নাই, এ সংসার ভস্ম ছাই,
ধূ ধূ করে মরুভূমি সম্মুখে আমার।
তুইরে শরত-ইন্দু, শত অমৃতের সিন্ধু,
প্রাণময়ী কন্যা পতিদেবতার।
কই মা শরৎ ! কোলে আয় মা আমার !

২

কই মা আমার ! কোলে আয় মা শরৎ !
ধরাতে বিধবা আমি, ত্রিদিবে অমর স্বামী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ছুঁয়ে তুই দীপ্ত ছায়াপথ।
ভগ্ন আশা-কণা গুলি, একত্রে রেখেছি তুলি,
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় তোরে ভবিষ্যৎ !
আয় মা আমার বুকে, সুধা ভরা হাসিমুখে,
আয় বিধবার মেয়ে—মণি মরকত !
কই মা আমার ? কোলে আয় মা শরৎ !

৩

তুই কে আসিলি কাছে, তুই মেয়ে কার?
কইরে সে প্রাণময়ী শরৎ আমার?
মুখে মাখা এলোচুল, নব শিশু মেঘকুল,
ঢাকিয়া রয়েছে দিনে শশী দ্বিতীয়ার!
ভূষণ বিহীন গায়, ধবল বসন হায়,
কমল-নয়ন বহি পড়িছে নীহার!
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভরে, বুক যেন ভেঙ্গে পড়ে,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ, মুখে হাহাকার,
তুই কে আসিলি কাছে? তুই মেয়ে কার?

৪

তুই মেয়ে অমঙ্গল,—দূর—দূর—দূর!
শরৎ মঙ্গলময়ী মূরতি মধুর।
তুই কি শরৎ সেই, তোর কিরে বেশ এই,
কোথা তোর শাঁখা শাড়ী সুন্দর সিন্দূর?
কোথা তোর বাজু বালা, গলায় সোনার মালা,
কে নিল খুলিয়া আহা কে হেন নিষ্ঠুর?
কে দিল খুলিয়া বেণী, অজগর শিশুশ্রেণী,
দংশিতে মায়ের প্রাণে, কে এমন ক্রূর?
উপবাসে শীর্ণকায়, শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়,
বধিছে বালিকা মেয়ে, কে হেন অসুর?
কে দানব—কে ডাকাতে, নিদারুণ পদাঘাতে,
করিল মঙ্গল ঘট ভেঙ্গে চূর চূর!
কোথা তোর শাঁখা শাড়ী, সুন্দর সিন্দূর?

৫

কে দিল যোগনী-বেশ পরাইয়া হায়,
কনকের কচি মেয়ে শরতের গায়!
কে দিল পাষাণ মনে, সুন্দর সরোজ বনে,
শীতের শিশির মেখে সোনালী উষায়?
সৌন্দর্য্য করিয়া কালী, কে দিলরে ধোঁয়া ঢালি,
রমণীয় মণিময় প্রদীপ শিখায়?
সেও কি মানুষ কেহ, তারো কি এমনি দেহ,
এই রক্ত এই মাংস আছে কলিজায়?
মানুষের রীতি নীতি, আছে কি মমতা প্রীতি,
সরলা বালিকা পেলে নাহি গিলে খায়?
তারো কিরে আছে মেয়ে, সে কি তার মাথা খেয়ে,
দিয়েছে বিধবা-বেশ পরাইয়া তায়,
পোড়েনি একটু প্রাণ স্নেহ মমতায়?

৬

দুখিনীর একমাত্র জীবন-সম্বল,
কে দিল তাহারে আজ মেখে হলাহল?
নবদুর্গা রূপখানি সোনার শরৎরাণী
একটু চাহিতে প্রাণ হইত শীতল!
শোক তাপ জ্বালা যত, দুঃখ কষ্ট শত শত,
জুড়াইত শান্তিময়ী নব গঙ্গাজল।
আজিরে দেখিতে তায় সে আনন্দ কোথা হায়,
অসহ্য সেরূপ চক্ষে,—চাপি করতল,
কিছুতে নাহিক পারি, নিবারিতে অশ্রুবারি,
অজানা কেমনে জানি ঝরে আঁখিজল!

কি জানি কি শেল, বাণ, ছেঁচে কুটে ছিড়ে প্রাণ,
মরমে মরমে জ্বলে কি যে দাবানল !
বালিকা বিধবা মেয়ে মাখা হলাহল।

৭

বালিকা বিধবা মেয়ে কত অমঙ্গল,
কত যে আশঙ্কা ত্রাস, কত যেন সর্ব্বনাশ,
কত জনমের যেন কত পাপফল !
কত যে সংকোচ ভয়, কত লজ্জা ঘৃণাময়,
কত যেন অধঃপাত কত রসাতল !
কত কলঙ্কের কালী, কত ছি ছি, কত গালি,
ভবিষ্যৎ ভরা যেন লাঞ্ছনা কেবল।
ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলা, 'ছিটালে পাতিল,—ঠোলা,'
অনুতাপ অভিশাপ ভরা অশ্রুজল !
প্রাণের শরৎ আজ এত অমঙ্গল !

৮

বোঝেনা অবোধ মেয়ে বালিকা অজ্ঞান,
রাঁধে বাড়ে ধূলা দিয়ে, পুতুলের দেয় বিয়ে,
দেবকণ্ঠে করে সেই বিবাহের গান।
মিলে কত মেয়েছেলে, 'চাপিলা চুপিলা' খেলে,
আজো খেলে 'গঙ্গি গঙ্গি' হেসে আটখান।
কত বলে উপকথা, কি বিশ্বাস সরলতা,—
রাজারাণীদের টুনি কাটে নাক কাণ।
প্রাণের শরৎ আজো বালিকা অজ্ঞান।

৯

বোঝেনা অবোধ মেয়ে শরৎ আমার,
কি বিষম সর্ব্বনাশ হইয়াছে তার।
পৃথিবী হয়েছে ছাই, তার তরে কিছু নাই,
হইয়াছে সুখশান্তি পুড়ে ছারখার।
বিলুপ্ত সিন্দূর-বিন্দু, হয়েছে গরল-সিন্ধু,
শত বজ্রে ভবিষ্যৎ শতধা বিদার!
বোঝেনা কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তার।

১০

অবোধ বালিকা মেয়ে শরৎ আমার,
মুঠি মুঠি ছুটী ছুটী খায় কতবার।
নাহি বোঝে কিবা ধর্ম্ম, নাহি বোঝে কিবা কর্ম্ম,
কেবল সরল সত্য প্রাণে আপনার।
হায়রে তাহারি জন্য, একাহার হবিষ্যান্ন,
একাদশী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিধাতার!
যোগিনী তাপসী বেশ, কর্কশ চাচর কেশ,
হায় কি ধর্ম্মের শেষ এই অবলার?
ধিক্ ধিক্ নাহি লাজ, হা ভারত হা সমাজ!
কি পাপে এ অধঃপাত হয়েছে তোমার?

১১

কোথা প্রভু! কোথা স্বামি! দেবতা আমার!
দেখ নাথ দেখ চেয়ে, তব আদরের মেয়ে,
কি দশা হয়েছে আজ দেখ একবার!

শরৎ জীবন্ত চিতা, হইয়াছে প্রজ্বলিতা,
এ জনমে এ জীবনে নিবিবে না আর।
এই চিতা লয়ে বুকে জ্বলিব পুড়িব দুখে,
এরি লাগি রেখে গেছ অভাগী তোমার?

১২৯৬

জয়দেবপুর, ঢাকা

"ছিটালে পাতিল, ঠোলা"—ঘরের বাহিরে অপবিত্র স্থানে গোবর-জল দিবার হাঁড়ি। "চাপিলা-চুপিলা", "গজি গজি"—পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের মেয়েদের খেলার ছড়াব অংশ বিশেষ।

অতুলচন্দ্র

'যাব না মা যাব না'—
দশ বছরের আহা বালক অতুল,
মায়ের বুকের ধন মমতার ফুল,
কত পুণ্য কত ধর্ম্ম তপস্যার ফল,
বিধাতা দিয়েছে বর ভরিয়া অঞ্চল।
চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা,
সশরীরে দৈববাণী ক্ষুদ্র এক কণা।
বুকেতে রাখিতে গেলে শ্বাসে গলে যায়,
পিঠেতে রাখিতে লাগে দূরদেশ তায়।
স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস, আপনারে ভয়।
এ হেন প্রাণের ধন—এ হেন অতুল,
সলিলে ভাসায়ে আঁখি নীল সুঁদিফুল,
'যাবনা' বলিয়ে মা'র ধরিল আঁচল,
সাজিয়া মামারা ডাকে "চল্ ঢাকা চল্,

ছুটি ফুরাইয়া গেছে আজ যাওয়া চাই,
পরীক্ষায় ফেল হবি করিলে কামাই।"
শুনিয়া মায়ের হিয়া স্নেহ করুণায়,
গলিয়া নয়ন পথে বের হতে চায়।

২

ভাদর—তেরশ সন—চারিদিকে জল;
বিশাল বরুণ-রাজ্য হাসিছে কেবল,
বিরাট তরঙ্গভঙ্গে শুভ্র ফেনময়,
ফুৎকারে উড়িছে থু থু—ভীষণ—বিস্ময়।
নদীনদে শত জিহ্বা করিয়ে প্রসার,
গ্রাসিয়াছে সারা দেশ, চিহ্ন নাহি আর!
অনন্ত অতল স্পর্শ অগাধ গহ্বর,
ব্যাদিত কেবল এক মহা দামোদর।

তৃতীয় প্রহর গত শরতের বেলা,
কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা।
রবির পরিধি লাল মাংসপিণ্ড প্রায়,
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়।
কি বিশাল লম্প ঝম্প বিশাল গর্জ্জন,
বিকট ভ্রুকুটি-ভঙ্গে করে আক্রমণ।
পড়ি তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে,
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে।

একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে।
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।

দুরাশা তথাপি তারে গাঁট দিয়া দিয়া,
যতবার ছিঁড়ে যায়, যোড়া দেয় গিয়া।
মমতার পুরুভুজ সে কি কভু মরে ;
এক ভুজ কাট যদি শত ভুজ ধরে!

ছৈয়ের ভিতর থেকে বালক অতুল
কুল পানে চেয়ে চেয়ে নাহি দেখে কুল।
সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তবাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ।
উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকের ভিতরে অন্ধ তমস কেবল।
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দু'জনে তফাৎ।
মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়,
গোধূলীর কোল থেকে রবি অস্ত যায়।
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেল ধূম,
মলিন করিয়া মা'র জাগরণ ঘুম।

৩

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর,
লইয়া পাথালিকোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির।
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়।
আনন্দ-সলিলে ভাসে কুমুদ বিমল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,

উপবনে হাসে যত কুসুম বালিকা,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা স্বর্ণ-শেফালিকা।
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী-স্নেহের আজ বিশ্ব-অধিবাস।
বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক ঢোল,
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহাগণ্ডগোল,
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই,
আনন্দসাগরে যেন ভাসিছে সবাই।
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব-বিম্ব শিশু শোভা পায়।
খেলিতেছে নব বেশে বালক বালিকা,
স্বস্তিক মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা।
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী-স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন।

৪

একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোটা সাগর-ললাটে।
একখানি বাড়ী তায় আঁধার কেবল,
কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয় স্থল।
জগত উজ্জ্বল যার রজত কিরণে,
সে নহে সমর্থ তার তমো নিবারণে।
জড়ের জীবন জাগে অমৃতে যাহার,
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার।
কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অযুত অঙ্গার খণ্ড জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্।
জগত-জীবন স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ,
সেও যেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরণ।

ডাকিছে নিশার কাক সেও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁদে নীচে কাঁদে জল।
পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেয় রূঢ় তালি,
একটী মায়ের বুক রহিয়াছে খালি।
দুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল,
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে 'অতুল অতুল'।

৫

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ-গহ্বর ;
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবু ডুবু করে।
তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরু লতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।
আকাশ হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ।
নিরাশায় নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ-অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে !
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল।
দিক্‌বদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী।
অনন্ত শান্তির সুধা ভুগিছে সবাই,
একটী মায়ের চখে শুধু ঘুম নাই।
চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।

৬

দাঁড়ায়ে বাহিরবাড়ী অভাগী জননী,
ভাবিতেছে শূন্য পানে চেয়ে একাকিনী—
আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন উৎসব নীরব।
কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান
কপোলে দিয়েছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাধান।
সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
'আমার অতুল দেরি করে কি কারণ' ?
অরুণের অগ্রজ্যোতি মৃদু পরকাশ,
প্লাবিয়া রজত স্বর্ণে পূরব আকাশ।
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া।
চীৎকারে অতুল মোর আসিতেছে অই,
খুঁজিতে উড়িল কাক 'ক—ই, ক—ই, ক—ই ?'
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি।
শেফালী ঝরিল আগে তারকা নিবিল,
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল।
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি,
জননী স্নেহের সেই বিজয়া দশমী।

১৩০০
কলিকাতা

কবির একমাত্র শ্যালক অতুলচন্দ্রের মৃত্যুতে লিখিত।

বিবিধ কবিতা

পুংসবন

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !
অমল ধবল শারদ নভ,
পবিত্র গর্ভ হউক তব।
সূর্য্য যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভুবন উজ্জলকারী,
যুগ যুগান্তের অন্ধতম,
যুগ যুগান্তের মোহ ও ভ্রম,
হীনতা, দীনতা, পেষণ, পীড়ন, রোগ, শোক, পাপহারী,
সূর্য্য যেমন কেন্দ্রপতি
নিয়মিত করে বিশ্বগতি,
সূর্য্য যেমন ত্বিষাম্পতি শোষণ পোষণকারী,
পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !

২

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !
কুমুদ-ধবল সুধাদ্রব,
ক্ষীরোদ-গর্ভ হউক তব।
বরুণ যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-প্লাবনকারী ;
ক্লেদ কর্দ্দম কলঙ্ক ধূলা—
ধুইয়া নর্দ্দমা মালিন্যগুলা—
পাদুকা-পিষ্ট চরণ-ঘৃষ্ট ভিখারী অনাচারী ;
ক্ষুদ্র রেণুকণা করি সংগ্রহ,
কত দেশ রাজ্য গড়ে অহরহ,
জীবনময় কি অসীম অনন্ত অতল স্নেহের বারি !
জলে জলে কিবা বাড়বানল,
অমিত বীর্য্য অমিত বল,
ব্যাপিয়া ধরণী রণ-তরণী অকূল সাগর বারি,

যত্নে পূর্ণ রত্নাগার,
অমৃত ইন্দিরা চন্দ্র মন্দার !
বরুণ যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ জীবন-বর্ষণকারী,
পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !

৩

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !
জবা যারক প্রবাল-প্রভ,
শমীর গর্ভ হউক তব !
অগ্নি যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্বদাহনকারী,
অগ্নি যেমন সর্ব্বগত,
তেজবীর্য্য অপ্রতিহত,
অগ্নি যেমন উজ্জ্বল কিরণ কিরীটধারী,
অগ্নি যেমন শত্রুহন্তা,
অগ্নি যেমন শক্তি নিয়ন্তা,
তপ্ত রক্তে ক্ষিপ্ত করে সে শোণিত-বাহিনী নাড়ী,
ভীরুতা জড়তা আলস্য শৈত্য
পরপদসেবা পরানুগত্য—
প্রেত পিশাচ দানব দৈত্য সর্ব্বভূতাপসারী,
যজ্ঞে জ্বলন্ত বিভাবসু,
বিনাশে অযোগ্য-অধম পশু,
বিশ্ব কল্যাণ মঙ্গলপ্রসূ সর্ব্ব আপদহারী,
পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !

৪

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি !
দিগ্ দিগন্ত মুক্ত নভ,
অনাদি গর্ভ হউক তব !

পবন যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-পাবনকারী,
পবন যেমন জগত-প্রাণ,
জগতেরে করে জীবন দান,
জুড়ায় সর্ব্ব শরীর প্রাণ সকল সন্তাপহারী,
সদা অনলস সতত কর্ম্মী,
সর্ব্ব হিতকারী পরম ধর্ম্মী,
সর্ব্বভূতের মর্ম্মের মর্ম্মী সকল ভুবনচারী,
পবন যেমন ভীষণবেগ,
মেঘের উপরে আছাড়ে মেঘ,
কারে ভেঙেচুরে করকা শিলা ঝরে কণা কণা বারি,
সাগর পর্ব্বত মরুভুবনে,
সতত মত্ত সমরাঙ্গনে,
পবন যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়কারী,
পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি!

৫

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি!
নিখিল বিশ্বের গৌরব গর্ব্ব,
হউক তোমার মঙ্গল-গর্ভ!
ইন্দ্র যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বৃত্র-নিধনকারী,
ইন্দ্র যেমন অমর-রাজ,
শাসন পালন সমর-কাজ,
ইন্দ্র যেমন জীমূত-বাহন বজ্র-বিদ্যুতধারী,
ইন্দ্র যেমন হৃতা ইন্দিরা,
লুঠিয়া সিন্ধু আনিলা ফিরা,'
অতুল বিভব অমর কীর্ত্তি মথিয়া বারিধি-বারি,

ইন্দ্র যেমন সহস্র আঁখি,
বিনাশে শত্রু সতর্ক রাখি,
ইন্দ্র যেমন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ত্রিদিব-উদ্ধারকারী—
পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি!

পৌষ, ১৩২১
ময়মনসিংহ

বিক্রমপুর

বিস্তীর্ণ বিশাল পদ্মা বিনাশ-অক্ষরে,
সৈকতে লিখিয়া যায় গত ইতিহাস,
হংস, বক, কাদাখোঁচা বালুচরে চরে,
পদচিহ্নে পরিশিষ্ট করিছে প্রকাশ।

আদিশূর যজ্ঞভূমি হবিঃসিক্তস্থল,
তরঙ্গে লেহিয়া লোভে আজিও ধোয়ায়,
কনোজী ব্রাহ্মণপঞ্চ প্রতিভা-অনল,
প্রজ্বলিত বেদমন্ত্র সুপ্ত বালুকায়।

বিলুণ্ঠিত রত্নাকর ছিল 'সমতটে',
'রামপালে' পায় চাষা স্বপ্ন কত তার,
'রাজনগরের' কীৰ্ত্তি শত রত্নমঠে,
প্রগল্‌ভ স্পর্দ্ধিত ফেনে ভাসিছে তাহার।

বল্লালের দগ্ধ অস্থি ভস্ম কহিনুর,
তোমার পথের ধূলি হে বিক্রমপুর!

১৩০০ সন
লত্‌পদি, ঢাকা

ভাওয়ালে বিজয়া

কি উদ্দেশ্যে কিবা কার্য্যে কোন্ প্রয়োজনে,
জাগাইয়া সুপ্তশক্তি করিলে পূজন,
সে মহাসংকল্প ভাই আছে কি স্মরণে,
জীবনের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন ?

এস আজ বিজয়ার প্রেম-আলিঙ্গনে,
মহাপ্রেমে বদ্ধ হই, এস পরস্পর,
যা ছিল নীচতা স্বার্থ দ্বেষ হিংসা মনে,
এস সে-মালিন্য গ্লানি করিয়ে অন্তর।

কি শক্তি পেয়েছ মহাশক্তি আরাধনে,
এস দেখি প্রাণে কত পাইয়াছ বল.
এস দেখি বক্ষ পাতি অসুরের রণে
কত মৃত্যু নিতে পার অশনি-অনল।

তোমাদের গৃহলক্ষ্মী শোকের কাননে,
শরত-শিশিরে দেখ মোছে অশ্রুজল।

১৩০২ সন, কলিকাতা

ভাওয়ালে ভাই ফোটা

জীবিত থাকিতে তুমি, তোমার সম্মুখে,
দানবে লুঠিল যেই ভগিনী তোমার,
হা পিশাচ ! নরপ্রেত ! বল্ কোন্ মুখে
নিলে নিমন্ত্রণ তার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ?

যাহার বীরের প্রাণ, বল আছে বুকে,
বিপদে ভগিনী পারে করিতে রক্ষণ,
যে পারে বোনের তরে প্রাণ দিতে সুখে,
তারি আজ পুরস্কার পূজা-আয়োজন।

ভগিনী তাহারি মাগে সুদীর্ঘ জীবন,
জয়মাল্য দেয় আজি তাহারি গলায়,
তোমাদের কাপুরুষে কোন্ প্রয়োজন,
তোমাদের গলে শুধু দড়ি শোভা পায়।

তোমাদের ভালে নাহি শোভে ভাই ফোটা,
ও যেন গলিত বিষ্ঠা কলঙ্কের খোটা।

১৩০২ সন, কলিকাতা

জগৎকিশোর

নির্ব্বংশ সগরবংশ করিতে উদ্ধার,
মর্ত্ত্য-ধামে মন্দাকিনী আনে ভগীরথ,
মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নাহি আর তার,
সে এখন কীর্ত্তিনাশা কর্ম্মনাশাবৎ!

মৃত এ পতিত জাতি, মৃত জন্মভূমি,
'ভাষা' মাত্র আশা তার উদ্ধার উপায়,
সে পুণ্য অমৃত-গঙ্গা বহাইয়া তুমি,
জাতীয় জীবন রাখ স্নেহ করুণায়!

অনন্ত অভাব সখা বেষ্টিত জটায়,
মহাদৈন্য গিরি অদ্রি, সবে রোধে পথ,
কঠোর জঠর জ্বালা জহ্নু সম হায়,
দুর্ভাবনা দুর্ম্মনস্ মহা ঐরাবৎ!

নাশি এ পথের বিঘ্ন ভাসায়ে ভারত,
বহাও অমৃত-গঙ্গা নব ভগীরথ!

জিতেন্দ্রকিশোর

মুনি-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুণ্য তপোবনে,
আরম্ভিলা যজ্ঞ-বিঘ্ন অসুর যখন,
কুমার শ্রীরাম তারে বিনাশিয়া রণে,
তাপসে তুষিয়া কৈলা যজ্ঞ সম্পাদন !

তেমনি এ বঙ্গভাষা—সাহিত্য-কাননে,
মহাশক্র মহাবিঘ্ন দারিদ্র্য-দানব,
অন্ন চিন্তা অর্থ চিন্তা শত উৎপীড়নে,
করে সারস্বত-যজ্ঞে মহা উপদ্রব !

কুমার রামের মত তুমিও কুমার
কর এই যজ্ঞ রক্ষা—দেশের মঙ্গল,
জগতে এমন যজ্ঞ নাহি আছে আর,
এ যজ্ঞে উদ্ভবে কাব্য-সুধা পুণ্যফল।

দুঃখ ভয় ধনুর্ভঙ্গে, ভুবন বিদিতা,
লাভ কর লক্ষ্মীরূপা মহাকীর্ত্তি সীতা।

চৈত্র-১৩১০

আমি ও সে

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আয়রে কোলে আয় !
জীবনভরা যত্ন গেল রত্ন-পিপাসায়।
নানান্ তীর্থ গয়া কাশী,
ঘুরে ফিরে ঘরে আসি,
পেলেম তোরে পুণ্যরাশি অনেক তপস্যায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয় !

মোহন মধুর শীতল আলা,
তারা দিব আকাশ ঢালা,
চকোর-চুমো চন্দ্র দিব চুম্‌কি চুনি গায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়।
আমার স্নেহে হাসে ধরা,
চাঁদের চেয়ে সুধা ভরা,
দগ্ধ জগৎ মুগ্ধ আমার স্নিগ্ধ মমতায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
বনভরা বসন্ত দিব,
ফুলের মুকুট পরাইব,
দোলাইব দোদুল দোদুল মৃদুল মন্দবায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
আমার প্রেমে বিশ্ব ভাসে,
নন্দনে মন্দার হাসে,
চিরপুণ্য মধুমাসে কল্প-করুণায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
নীল জলে বিল ভরা ঘাসে,
দেখ্‌বি কেমন মরাল ভাসে,
আশে পাশে মুচকি হেসে কমল কুমুদ চায়,
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
মায়াসিন্ধু আমার বুকে,
মগ্ন বিশ্ব মহাসুখে,
মঙ্গল-জল শান্তি-কমল শোভা করে তায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
আদর যতন কর্ব্ব কত
চুমো দিব শত শত,
পর্শে তোর হর্ষে সুধা বর্ষে সারা গায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!
রাঙ্গা চুমো যদি খাবি
আমার কাছে কেবল পাবি
এমন চুমো তুই থাক্ তোর বাবা পেলে খায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমাব কোলে আয়!
কুমুদ ফুলের রূপার বাটী,
রূপার ঝিনুক পবিপাটি,
চাঁদ মুখে তোর চাঁদের সুধা ঢেলে দিব তায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়।
সুধার সুধা আমার বুকে,
জগৎ বাঁচে খেয়ে সুখে,
এমন সুধা তুই থাক তোর বাবার বাবা খায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে,
আমার কোলে আয়।

১৩০৭
বেগুনবাড়ী, ময়মনসিংহ

যৌবন-স্বপ্ন

(প্রেম—প্রীতি—প্রণয়)

রমণীর মন

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু ঢাকা,
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ-আবরণ,
কি যে সে মোহিনী-মন্ত্র রয়েছে গোপন!
কি যে সে অক্ষর ছুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি,
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন?
কত চেষ্টা যত্ন করি', উলটি' পালটি' পড়ি,
কিছুতে পারিনা অর্থ করিতে গ্রহণ!
কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদ্গিরণ!
অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু, অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয়-প্লাবন!
ত্রিদিবের সুধা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙাড়িয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে, মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে,
পারিনি তোমার আর করিতে গঠন,
রমণীর মন!

১২৯৫
কলিকাতা

মদনের দিগ্বিজয়

একদা বসন্ত সায়াহ্ন-সময়,
অমর-উদ্যানে তুলি ফুলচয়,
পরিছে খোপায় অনঙ্গরাণী,
হেনকালে তথা আসিল মদন,
দেখি রতিরাণী সলাজে তখন,
বসনে ঢাকিয়া বদন খানি,—

২

কহে "কেন হাতে ফুলধনুখান,
ফুলের তূণীরে দেখি ফুলবাণ,
কোথা যাও নাথ হেন সময়" ?
চুম্বিয়ে রতির অধরকমল
কহে হেসে 'কাম' পুলকে পাগল,—
"চলেছি করিতে ভুবন জয় !"

৩

শুনিয়া হাঁসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া,
বামে করতলে কাঁকালি ধরিয়া,
বদনে অঞ্চল হাসিছে রতি ;
দ্বিতীয়ার চাঁদ হাসিতে জানে না,
পূর্ণিমার চাঁদে সে হাসি ফোটে না,
কুসুম হইতে সুষমা অতি !

৪

দুলিতেছে কাণে কর্ণিকার দুল,
আবেশে অনঙ্গে করিছে আকুল,
কমল পরশে নয়ন টানা !

জোস্না-তরল দেহ-মহিমায়,
কুসুম-সৌরভ উছলিয়া যায়,
হলোনা—হলোনা! হয়েছে! না—না—!

৫

একতানে করে কোকিল কূজন,
একতানে করে ভ্রমর গুঞ্জন,
বাজে একতানে বাঁশরী বীণা!
চতুরা রতির নয়নের বাণ,
বুঝিয়া সময় বিঁধিল পরাণ,
—দেখ দেখি কাম বাঁচিবে কিনা?

৬

খসিল 'চাপে'র পাঁচ ফুলবাণ,
খসিল হাতের ফুলধনুখান,
আবেশে অবশ মদনরাজ।
আবার হাসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া,
কহে রতিরাণী করতালি দিয়া,
"ছি ছি ছি প্রাণেশ, মরি কি লাজ!
প্রিয়তম! তব এই বীরপণা?
আপনার বল আপনি জাননা!
কেমনে করিবে ভুবন জয়?
তাই বলি নাথ যেওনাক আর,
বাঁচিবেনা নারী দিলে আঁখিঠার,
এ কাজ প্রাণেশ তোমার নয়।"

১২৮৫
জয়দেবপুর, ঢাকা

বালিকার খেলা

আয়লো খেলাই,
অই যে গগন-গায়, শরতের মেঘ যায়,
আয়লো ওদের সনে ভেসে ভেসে যাই।
উজল শশাঙ্ক রবি, গ্রহ উপগ্রহ সবি,
আয়লো ওদেরি মত 'ফু' দিয়ে নিবাই।
আয় আয় সহচরী, আয় ইন্দ্রধনু ধরি,
আমরাও বনে বনে ময়ূরে নাচাই,
হানিয়া আঁখির ঠার, গিরি করি চূরমার,
করতালি দিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাই।
শুষ্ককণ্ঠে মিছে মিছে, চাতক ডাকিবে নীচে,
আমরা সে দিকে নাহি ফিরে চাব ভাই।
আয়লো খেলাই!

২

আয়লো খেলাই!
আয় মোরা প্রতিজনা, হইগে বায়ুর কণা,
নিদাঘ তপন-তাপে মরুভূমে যাই,
এ চারু মোহন বেশে, এ রাঙ্গা অধরে হেসে
মরণের মরীচিকা আয়লো সাজাই!
আশায় হইয়ে ভ্রান্ত, ছুটিয়ে আসিবে পান্থ,
দিবলো অনল-কোল পাতিয়ে সবাই।
নির্জ্জল শোণিত বক্ষে, সে নির্জ্জল অশ্রু চক্ষে,
এমন নির্জ্জল মৃত্যু কোন দেশে নাই।
আয়লো খেলাই!

৩

আয়লো খেলাই !
আয় সবে ও বালিকা, হইগে অনল শিখা,
রজনীর অন্ধকারে জগত হাসাই,
কত যে পতঙ্গ পোকা, নাহি তার লেখাজোখা,
আমাদের বুকে এসে পুড়ে হবে ছাই !
আয়লো খেলাই !

৪

আয়লো খেলাই !
আয়লো বাড়বানলে, আয় সবে কুতূহলে,
সাগর-সলিল-বুক আয়লো পোড়াই,
আয়লো তরঙ্গভঙ্গে, পদাঘাতে মহারঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া তাহার বুক লাফাইয়া যাই।
আছাড়ি অর্ণবযান, ভেঙ্গে করি শতখান,
অনন্ত আরোহী তার অতলে ডুবাই,
চাঁদের কিরণ মেখে, আয় যাই বান ডেকে,
শত জনপদ গ্রাম গিলে গিলে খাই !
আয় হাসি অট্টহাসি, ফেনিল মরণরাশি,
গভীর কল্লোলে সেই জয়গীত গাই,
আয়লো খেলাই !

৫

আয়লো খেলাই !
জ্বালায়ে রূপের মণি, আয়লো হইব ফণী,
দংশিব তাহারি বুকে যারে কাছে পাই,

ছুঁইলে অধরপুটে, এ বিষ মস্তকে উঠে,
কোথায় বাঁধিবে তাগা জা'গা তার নাই !
আয়লো খেলাই !

১৩০৩
কলিকাতা

এই এক নূতন খেলা

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা,
রেখেদে তোর টোপাঠালি
সারাদিনই খেলিস্ খালি,
মাটির বেগুন, মাটির ভাত, হাত ধুইয়ে ফেলা !
পুতুল-টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে,
বৌ বৌ বৌ খেলি মোরা ফুল্‌ল-সন্ধ্যা বেলা।
আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা।

২

আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"না ভাই তুমি দুষ্টু বড,
আঁচল টেনে আকুল কর,
তোমার কেবল ঘোমটা খুলে উদ্‌লা করে ফেলা।"
চুপ চুপ চুপ কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৩

আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"না না আমি তোমার সনে,
যাব না আর বকুল বনে,
চখে মুখে বুকে তুমি ফুল দে' মার "ডেলা।"
চুপ চুপ চুপ কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৪

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"তোমার কেবল কুসুম খোঁজা,
কাণে গোঁজা, খোপায় গোঁজা,
আমি অমন বইতে নারি ফুলের বোঝা মেলা।"
চুপ চুপ চুপ কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৫

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"তোমার সনে গেলে ছাই,
সকাল আস্‌তে ভুলে যাই,
ভয়ে মরি একলা যেতে সবুজ সন্ধ্যাবেলা।"
চুপ চুপ চুপ কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৬

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"তুমি কেবল বনে যেয়ে,
মুখের পানে থাক চেয়ে,
লজ্জা করে, আর যাব না নিত্যি সন্ধ্যা বেলা।"
চুপ চুপ চুপ কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৭

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া,
ছেড়ে দাওনা খাড়াক্‌খাড়া,
আকুল করে বকুল গাছে কোকিল ডাকে মেলা।"
চুপ চুপ চুপ কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।

৮

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"না ভাই, তুমি দুষ্টু বড়,
একটী বলে আরটী কর,
ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা।"
চুপ চুপ চুপ কস্‌নে কারে, এই ত্রক নূতন খেলা।

১২৯৭
সেরপুর, ময়মনসিংহ

বালিকার বাণিজ্য

উঠিছে অরুণ তরুণ কিরণে,
কেমন সুন্দর লাল,
কুসুম তুলিতে উষা যেন আসে,
লইয়ে সোণার থাল।
ধীরে ধীরে ধীরে আকাশে আকাশে,
জলদ ভাসিয়া যায়,
গোলাপী বসন গোলাপী বাতাসে,
খেলিছে গোলাপী গায়।
ফুটেছে কদম, কিবা মনোরম,
কোমল মধুর বাস,
কনক বরণ ফুটিয়াছে চাঁপা,
অধরে মধুর হাস।
আরো কত গাছে ফুটিয়াছে ফুল,
শ্যামল পল্লব দলে
ছোঁয়না বালিকা, শুধু শেফালিকা
কুড়াইছে ভূমিতলে।

খাড়াক্‌খাড়া—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। টোপাঠালি—মেয়েদের খেলিবার মাটীর বাসন। বেহুন—ব্যঞ্জন।

সে নহে সে ঊষা,   রাঙ্গা বেশভূষা ;
শ্যামল সন্ধ্যার ছবি,
খেলে ফুল বনে,   একত্র দুজনে
পুলকে দেখিছে কবি।

২

আঁচল ভরিয়া   কুসুম তুলিয়া
আনিয়া দেয় সে নিতি,
আজো পৃথিবীতে   শিখে নাই নিতে,
মাটীর মলিন রীতি।
লাভ লোকসান,   বুঝে না বালিকা,
পরাণে পশেনি পাপ,
'গণিত' জানে না   অগণিত সেই
অবনীর অভিশাপ।
তাই সে তাহার   প্রফুল্ল আনন,
প্রফুল্ল নয়ন মন ;
প্রফুল্ল বলিয়া   সকলেই ডাকে
পাড়া-প্রতিবেশীগণ।
আজি মোর কাছে   চেয়েছে প্রথম
বিনিময়ে ফুল তার,
চিরদিন মম   রহিবে স্মরণ,
এ বাণিজ্য বালিকার।

১৩০২
কলিকাতা

সরলা

ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?
ও হার্ম্মোনিয়মে তোর,
প্রাণ বেজে ওঠে মোর,
আমি যে লো একেবারে দিশেহারা হই।
অচল ধমনী শিরা,
পুনঃ যেন চলে ফিরা',
আঙ্গুলের টিপে টিপে নেচে ওঠে অই!
ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?

২

ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?
ও কমল-পদাঘাতে,
যেন লো উহারি সাথে,
আমারো বুকের শ্বাস বহে প্রাণ-সই!
আমারো হিয়ার মাঝে,
তেমনি মধুর বাজে,
সেই তাল সেই মান রাগিণী একই!
ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?

৩

ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?
কোথারে সরলাবালা,
শিখেছিস্ এ বেহালা
অমিয়া উছলে প্রাণে মধুর বড়ই,

টানে টানে উঠে হিয়া,
স-ধমনী শিহরিয়া,
আমি যে লো দুই হাতে বুক চেপে রই !
ও সরলা ! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই ?

৪

ও সরলা ! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই ?
নীচে দিয়া বাম বাহু,
সাপটি ধরিয়া রাহু,
সোণামুখে চাঁদমুখে হাসিস্ কতই ,
ফুলের আঙ্গুলে টিপে,
ধরেছিস্ গলা চিপে,
নাকে মুখে সুধা বুঝি বের হয় অই !
ও সরলা ! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই ?

৫

ও সরলা ! এ-বাজনা শিখেছিস কই ?
নাহিক সকাল সাঁজ,
নাই আর কোন কাজ,
পোঁ পোঁ আর পৌঁন্ পৌঁন্ সারাটা দিনই !
আমি তাই ভালবাসি,
নিতিই দেখিতে আসি,
তেতলার ঘরে গিয়ে চুপি দিয়ে রই !
ও সরলা ! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই ?

৬

ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?
মিলাইয়া সুরতান,
গাস্ কি মধুর গান,
আমাতে থাকি না আমি, আমি যেন নই!
গোলাপের ও অধরে,
যে মধু উছলে পড়ে,
মনে লয় কাছে গিয়ে হাত পেতে লই।
ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?

৭

ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?
তোরি লো মোহন সুরে,
রবি শশী তারা ঘুরে,
অমল কিরণ ফুটে নভ-নীলে অই!
তো'রি লো ধ্রুপদ তাল
বাজায় জলদ-জাল,
অচলে নির্ঝর নাচে—জলে থই থই!

৮

ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?
তুই কি লো বীণাপাণি,
তুই কি রাগিণীরাণী,
গীত-গড়া দেহখানি যেন গীত-বই!
নয়নে দীপক জ্বলে,
মেঘ খেলে কেশদলে,
বসন্তবাহার তোর বুক ভরা অই।
ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?

৯

ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই!
তোর ও মোহন সুরে,
পদাঘাতে ভেঙ্গে চূরে,
প্রাণ মন যায় উড়ে' ওলো প্রাণ-সই!
আয় তোরে বুকে ভরি,
সে ক্ষতি পূরণ করি,
আয় দেখি সোণামুখি! আয় কোলে লই!
ও সরলা! এ-বাজনা শিখেছিস্ কই?

১৩০২
কলিকাতা

আমার ভালবাসা

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।
কোথায় স্থাপিয়ে মূল
ফোটে প্রেম-পদ্মফুল?
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ।
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝি না সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ?

তোমাদের রীতি নীতি
বুঝি না পবিত্র প্রীতি,
তোমারা কি পৃথিবীর নরলোক নহ ?
আমি ভাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

২

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দ্দমে—অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয়নাগের মত সুখী অহরহ,
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

৩

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !
ধরার মানুষ আমি,
আমি ভাই মহাকামী,
আমার আকাঙ্ক্ষা সে-যে মহা ভয়াবহ।
আলিঙ্গনে ভাঙ্গে চূরে,
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে ঘূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ।
আমাদেরি কেলিভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ।

মর্দ্দনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

৪

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি মহাকাম—পতি,
সরলা সে মহারতি,
মরিলে মরণ নাই, নাহিক বিরহ।
অনঙ্গ-অনঙ্গ রঙ্গে,
সদা থাকে এক সঙ্গে,
সে আমার আমি তার মহাগলগ্রহ।
ইহকালে পরকালে
জীবনের অন্তরালে
প্রীতির প্রসন্ন মুর্ত্তি জাগে অহরহ।
মোদের নির্ব্বাণ নাই,
আমরা না মুক্তি চাই,
অনন্ত ধ্বংসের বর তোমরাই লহ।
আমাদের ভালবাসা অস্থিমাংস সহ।

৫

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
জানিনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
বুঝি না নিষ্কাম ধর্ম্ম,
বুঝি না "ঘোড়ার ডিম" তোমরা কি কহ।

আমি শুধু চাই—চাই,
চাহিতে বিরক্তি নাই,
না পেলে অনন্ত-ভিক্ষা জীবন দুর্ব্বহ।
হায় হায় কেবা জানে,
কি মহা গহ্বর প্রাণে,
কোটি বিশ্বে নাহি ভরে সে পোড়াদহ।
এস ভাই মহাসুখে,
তোমাদের (ও) লই বুকে
শত্রুমিত্র অবিভেদে যে যেখানে রহ।
এস সুধা, এস বিষ,
এস পুষ্প কি কুলিশ,
এস অগ্নি এস জল এস গন্ধবহ।
আমার স্বার্থের আশা,
মহাস্বার্থ ভালবাসা,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ।
অরূপ আত্মায় ভাই,
ভরে না এ গড়খাই,
আমি ভালবাসি তাই অস্থিমাংস সহ,
এসহে আমার বুকে করি অনুগ্রহ।

৬

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
সুন্দর কুৎসিত হৌক,
উলঙ্গ আবৃত রৌক,
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক-নিগ্রহ।
থাক্ তার মহা কুষ্ঠ,
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
তোমরা দেখো না, নয় ভয়ে দূরে রহ।

চন্দন আতর সম,
তার পুঁয প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে যায় যাতনা দুঃসহ।
থাক্ তার শত পাপ,
থাক্ শত অভিশাপ,
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ

৭

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আজো তার ভস্ম ছাই
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আনন্দ উল্লাসে খুলি,
আজো তার চুলগুলি,
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ।
আজো তার প্রতিচ্ছায়া,
ধরিয়া নূতন কায়া,
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ।
আজো সে-লাবণ্য তার,
সুধা মন্দাকিনী-ধার,
ভরে ব্রহ্ম-কমণ্ডলু আদি পিতামহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

১৩০১
কলিকাতা

চন্দ্র

তুমি কিহে সেই চন্দ্র বুঝিতে না পারি,
তোমারি—তোমারি কাছে, কত দিন মনে আছে
বেড়া'তে আসিত এক উপবনে নারী!
তুলিয়া গোলাপ যূঁই, হইল বছর দুই,
কি বলিব দুই জনে আজি ছাড়াছাড়ি।
গোলাপেতে প্রেম থু'য়ে, ঢাকিয়া দিত সে যূঁ'য়ে,
মনে করিতাম তারে সে বুঝি আমারি!
দেখা হলে তার সনে, চখে চখে দুই জনে,
প্রাণ নিয়া করিয়াছি কত কাড়াকাড়ি।
যখন পেয়েছি বুকে, চুম্বিয়াছি চখে মুখে,
কে যেন কাহার আগে চু'ষে নিতে পারি!
তোমারে দেখিয়ে আজ, মনে হল দ্বিজরাজ,
আসিয়াছি শুধাইতে দু'টী কথা তারি।
তুমি কিহে সেই চন্দ্র বুঝিতে না পারি!

২

সে দিন তুমি কি শশি দেখিয়াছ তারে?
তরণী বাহিয়া যাই, কোন্ দিকে ঠিক নাই,
সন্ধ্যার সবুজ-শোভা হাসে চারিধারে।
সনাল-কুমুদ ফুলে, মালা গাঁথে তু'লে তু'লে,
একটী বালিকা মেয়ে—দিবে জানি কারে—
কোন্ দেবপুরবাসী, কোন্ দেবতারে!
দুইটী রমণী আসে, একটী লুকায়ে হাসে,
তীরে তীরে ধীরে ধীরে ফিরে বারে বারে!

বালিকা ডাকিল "মা, ধর মালা !" "না, না" !
লুকাইল সরমে সে সখীটীর আড়ে,
সে-দিন তুমি কি শশি দেখিয়াছ তারে ?

৩

তুমি কিহে সেই চন্দ্র—সে-দিন কি ছিলে ?
আমতলে চুমো খেতে তুমি কি দেখিলে ?
এলোমেলো চুল সেই, এলোমেলো বায়,
সুনীল মেঘের মত খেলা করে যায়।
পশ্চাতে আঁচল তা'তে মৃদু কম্পমান,
প্রেমের ধ্বজার যেন ধবল নিশান।
টানিয়া লইল মোরে,—তবু লাগে দূরে,
পরাণে ভরিতে যেন চাহে ভেঙ্গেচূরে।
এত তৃষ্ণা এত আশা আকাঙ্ক্ষা প্রখর,
শিহ'রে শিহ'রে উঠে কম-কলেবর !
চাহে সে আমারে যেন করিবারে পান,
উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা তার করিতে নির্ব্বাণ !
মর্দ্দিয়া মথিয়া মোরে লুটিয়া সে নিলে,
আমতলে চুমো খেতে তুমি দেখেছিলে ?

৪

সে-দিন তুমি কি শশি ছিলেহে সেখানে ?
লুকাইয়া চুপি দিয়া, দেখেছিলে ঘরে গিয়া,
পায় ধরে সাধাসাধি, কাঁদাকাঁদি মানে ?
সে ম্লান-বিষণ্ণ-বেশ, লাবণ্যের একশেষ,
সরলা-সরোজ-মূর্ত্তি দেখেছ পাষাণে ?
দেখেছ কি স্থির ধীর, কি গম্ভীর রূপসীর
মহান্ মহিমা মুখে,—চেয়ে সাবধানে ?

সে পদ্ম-নয়ন নত, সরল পবিত্র কত,
চাহিতে পরাণ কাঁপে ভয়ে তার পানে।
তরাসে মরিয়া রই, সেধে অপরাধী হই,
আমি যেন আমি নই, কি জানি সে জানে!
সে দিন কি দেখেছিলে কাঁদাকাঁদি মানে?

৫

তুমি কিহে সে-দিনের সেই শশধর?
যে-দিন ছাড়িয়া যাই, অভিমানে চাহি নাই,
গেল বুঝি গত হয়ে আজি দু'বছর!
বিনয় করিল কত, অনুতাপে অবিরত,
ঘৃণায় দেইনি তার কথার উত্তর।
কে জানে কেমন নারী, প্রেম করে দিন চারি,
চিনিয়া চিনে না শেষে কত যেন পর!
লিখিয়াছি কত পত্র, লিখে নাই এক ছত্র,
কত যেন কাজে ব্যস্ত, নাহি অবসর!
ঠোঁটে রেখে রাঙ্গা হাসি, ভাঙ্গা ভালবাসাবাসি
বড় তীক্ষ্ণ—বড় তীব্র—বড় খরতর।
ম'রে থাকি কাছাকাছি, মরিলে দুজনে বাঁচি,
তাই সে ছাড়িয়া আছি আজি দু' বছর।
ওযে সাধা-মন-রাখা, ছলনা চাতুরী মাখা,
লোকেরে দেখান শুধু উহার অন্তর।
তুমি কি বোঝনি তাহা ওহে শশধর?

৬

বুঝিয়াছি তাই আছি দূর পরবাসে,
এদেশে তাহার গন্ধ বহে না বাতাসে।

কত যে গোলাপ যুঁই, বুকে নিয়া সদা শুই,
আকুল করে না প্রাণ তেমন উদাসে।
এদেশে তেমন নারী, নাহি দেখি কারো বাড়ী,
ফুল দিয়া প্রেম ঢেকে দিতে নাহি আসে।
ব'সে থাকি আমতলা, ধরে না আসিয়া গলা,
এদেশে নারী কি চুমা ভাল নাহি বাসে?
হাসি কাঁদি একা একা, পাইনা কাহারো দেখা,
রেখেছি পাগল প্রাণ বাঁধি নাগপাশে।
এদেশে খোলেনা বাঁধ নারীর নিশ্বাসে!

৭

সুবিশাল গারো-গিরি অই যে উত্তরে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভর দিয়া, উঠিয়াছে দাঁড়াইয়া,
উন্নত ললাট গিয়া ঠেকেছে অম্বরে,
উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে ঊর্দ্ধমুখে,
কতই সান্ত্বনা পাই, প্রাণ যেন ভরে।
প্রতি রেণু বালুকায়, মরিয়া রয়েছে হায়,
রমণীর কত অশ্রু হাসি থরে থরে।
কত প্রেম অনুরাগ, পাষাণে নাহি সে দাগ,
কত চুম্ব আলিঙ্গন কঙ্করে কঙ্করে!
কত মান আছে পড়ি', অযতনে, হরি! হরি!
চরণে কত যে পশু বিদলিত করে!
কতই সান্ত্বনা পাই পর্ব্বত প্রস্তরে!

৮

পর্ব্বত পার্থিব-প্রেম দিয়া বিসর্জ্জন,
অনন্ত প্রেমের যেন করিছে সাধন।
এসেছে ছাড়িয়া নারী, প্রেম তা'রি—দেশ তা'রি,
রেখেছে পাষাণে প্রাণ করি আচ্ছাদন।

নয়ন করিয়া অন্ধ, নিশ্বাস করিয়া বন্ধ,
রমণীর রূপ গন্ধ করে না গ্রহণ।
কি গম্ভীর স্থির ভাব, অচল করেছে লাভ,
কি মহান প্রেমযোগে আছে নিমগন!
ও ক্ষুদ্র সামান্য নারী, অতি ক্ষুদ্র প্রেম তা'রি,
সাধ্য কি সে এ পিপাসা করে নিবারণ ?
অই পর্ব্বতের মত, প্রেমতৃষ্ণা অবিরত
শশাঙ্ক! আমারো প্রাণে জাগিছে এখন,
চন্দ্র সূর্য্য করি তুচ্ছ, আরো উর্দ্ধ, আরো উচ্চ,
আমার প্রাণের সেই প্রেম-সিংহাসন।
যদি দেখ সরলারে, দেখিলে বলিও তারে,
শত পদাঘাতে যার ভেঙ্গে দি'ছ মন,
পর্ব্বত দিয়াছে শিক্ষা, পেয়েছে সে প্রেমভিক্ষা,
পাষাণ তোমার মত নহেগো কৃপণ।

৯

দেখিলে বলিও শশি সেই রমণীরে,
সে দিন করিয়ে ভুল, নিয়েছি যে যুঁই ফুল,
ভাসায়ে এসেছি তাহা 'চিলাই'র নীরে!
তার কওয়া যত কথা, হাসি অশ্রু ব্যাকুলতা,
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, দিও তারে ফিরে!
ভালবাসা যত তার, কিছুই নাহি সে আর,
আপনি সে ফিরে নি'ছে, ক'য়ো রমণীরে!
যা আছে—বিরহ আছে, দিতেছি তোমারি কাছে,
বাঁচায়ে রেখেছি তাহা আখি নীরে নীরে।
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, দিও তারে ফিরে।

১০

যখন হইবে শ্যাম-সায়াহ্ন সময়,
রমণী বসিয়া আছে, কেহ আর নাই কাছে,
যা দিলাম একে একে দিয়ো সমুদয়।
প্রেম-ভাঙ্গা উপহার, যদি সে না চিনে তার,
চাহে যদি বিধুমুখী পুনঃ পরিচয়,
বলিও সে সরলারে, একটি সন্ন্যাসী তারে,
ফিরে দিছে নিশিশেষে—প্রভাত সময়।
সে মেখেছে ভস্ম ছাই, তার আর কাজ নাই,
সে হয়েছে বনবাসী, গারো দেশে রয়।
তা'রি কাছে সেধে পাওয়া, কে আর করিবে দাওয়া,
সে বলেছে তোমারি এ, আর কারো নয়।
গোলাপী সুবাস মাখা, যূথিকা কুসুমে ঢাকা,
হইবে তোমারি বুঝি হেন মনে লয়।
তোমারি—তোমারি দাগ, ভাঙ্গা-প্রেম অনুরাগ,
তোমারি গায়ের গন্ধে ভরা সমুদয়।
এই লও, ধর ধর, যাহা খুসি তাহা কর,
চরণে দলিয়া ফেল যদি মনে লয়!
ধর ধর,—যা দিয়েছে, নেও সমুদয়!

১২৯৫
সেরপুর, ময়মনসিংহ

সখী

সখিরে! আমারে কি বুঝাইবি বল?
আমি কি বুঝিনা হায়,
তাহারে না পাওয়া যায়,
যে-ধন কাটিয়া যায় আপনি অঞ্চল?

বুঝিনা কি তার তরে,
যে মরে সে মিছা মরে,
যে ফেলে সে মিছা ফেলে নয়নের জল ?
গলায় মারিয়া ছুরি,
যে যায় আপনি চুরি,
তার লেগে ভেবে মরে কে হেন পাগল ?
সখিরে ! আমারে কি বুঝাইবি বল ?

২

সখিরে ! আমারে কি বুঝাইবি বল ?
আমিত আপনি বুঝি,
আমি তাবে নাহি খুঁজি,
যে পাখী কাটিয়া গেছে আপনি শিকল ।
কঠিনা পাষাণী শারী,
কঠিনা পাষাণী নারী,
মরমে মমতা নাই, চখে নাই জল ।
এতদিন ভাঙ্গা বুকে,
এতই কি ছিল দুখে,
রয়েছে প্রাণের কণা বিঁধে পদতল ?
ঘৃণা লজ্জা আশেপাশে,
সে বুঝি না ভালবাসে,
নিশ্বাসে পুড়িয়া গেছে হৃদয় কোমল ।
যাক্ সে চলিয়া যাক্,
চিরকাল সুখে থাক্,
ভুলেও ভাবিনা তারে, ভাবিয়া কি ফল ?
সে যথা ভুলেছে, তথা ভুলেছি সকল ।

৩

সখিরে! তবু কেন ফেলি আঁখি জল?
নিশ্বাসে নিশ্বাসে হেন,
পরাণ কাঁপিছে কেন,
ভাঙ্গিছেচুরিছে যেন পাঁজর সকল।
তবু হেন হাহাকারে,
কেন কাঁদি বারে বারে,
প্রাণের ভিতরে কেন জ্বলে দাবানল?
শুনিবি? শুনিবি সই?
আয় তবে আয় কই,
কই সে প্রাণের কথা ব্যথা অবিরল।
সে গেছে যদিও হায়,
প্রেম তার নাহি যায়,
পরাণে বাঁধিয়া আছে পাষাণ শৃঙ্খল।

৪

সখিরে! প্রেম না কি নিতান্ত কোমল!
তুইও ত বলিতি আগে,
প্রেমে ভর নাহি লাগে,
না ছুঁইতে ছিঁড়ে যায় কুসুমের দল!
যারা প্রেম করিয়াছে,
তারাও ত বলিয়াছে,
ভাঙ্গে সে আঁখির ঠারে ঠুন্‌কো কেবল।
কত জনে হেসে খেলে,
পথে ঘাটে ভেঙ্গে ফেলে,
প্রেম কি প্রাণের ব্যথা? কথার কৌশল?
সখিরে! এমনি নাকি বুঝাইতি বল?

৫

কিন্তু—

সখিরে ! আমার কি কপালের ফল,
স্নেহ তার, প্রেম তার,
নহেরে কুসুম-হার,
লৌহময় বজ্রময় পাষাণ শৃঙ্খল।
ছিঁড়িতে নাহিক পারি,
কি কঠিন প্রেম তারি,
মিছা টানাটানি করি বুকে নাই বল।
যতন করি যে এত,
কিছুতে গলে না সে'ত,
দিন রাত এত ঢালি নয়নের জল !
বৃথাই এ জল ঢালা,
নিবেনা প্রাণের জ্বালা,
নিবেনা সে পোড়া প্রেম—অশনি অনল।
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে,
একটু নাহিক নড়ে,
চাপিয়া বসেছে বুকে যথা হিমাচল।
বৃথা করি তোলপাড়,
বৃথা করি হাহাকার,
বেঁধেছে সাগর বুক পাষাণ শৃঙ্খল !
হায় কি কঠিনা নারী,
কি কঠিন প্রেম তারি,
ছিঁড়িতে নাহিক পারি বুকে নাই বল ;
হায়রে নারীর প্রেম লোহার শিকল !

৬

সখিরে ! কেন ফেলি নয়নের জল !
বুঝিলি কি এতক্ষণে,
তারে না করিয়া মনে,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল !
ভাঙ্গিতে সে বেড়ী হায়,
পরাণ ভাঙ্গিয়া যায়,
এত করাঘাত করি ফাটে হৃদিতল !
এ দীর্ঘনিশ্বাস-ভার,
এ বিলাপ হাহাকার,
প্রাণ করে ছট্‌ফট্—পাগল পাগল,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল।
সখিরে ! বুঝিলি কিনা বল ?

৭

সখিরে ! বুঝিলি কি না বল !
প্রেম যার ঘৃণা করি,
ছি ছি ছি ! লজ্জায় মরি,
তারে কি বাসিব ভাল, হয়েছি পাগল ?
তাহারে করিতে মনে,
ঘৃণা লজ্জা অভিমানে,
নয়ন ঢাকিয়া ফেলি চাপি' করতল।
শুনিতে তাহার কথা,
প্রাণে বড় লাগে ব্যথা,
হৃদয় ভরিয়া যেন উঠে হলাহল।
সে যদি থাকিত কাছে,
তবে কিরে প্রাণ বাঁচে,
কবে যে জ্বলিত বুকে চিতার অনল !

সে যে রে এ দেশে নাই,
ভালই হয়েছে তাই,
সে আমার মহাশত্রু মহা অমঙ্গল।
তারে কি বাসিব ভাল, হয়েছি পাগল ?

১২৯৫
কলিকাতা

দেখিবে কি আর ?

দেবি! দেখিবে কি আর ?
ত্রিদিবে তোমারে দেবে, আনন্দে নন্দনে সেবে,
অর্পিয়া চরণে শত সোণার মন্দার ;
কেন সে ফেলিয়া পূজা, প্রাণময়ি শ্বেতভূজা,
মর্ত্ত্যের মানবে দয়া আবার তোমার ?
দেবি! দেখিবে কি আর ?

২

দেবি! দেখিবে কি আর ?
অনলে শিখার মত, তব প্রেম অবিরত,
জ্বালায়ে পোড়ায়ে প্রাণ করি ছারখার,
নিবিয়া গিয়াছে কবে, বলনা প্রেয়সি তবে,
সেই ভস্ম—সেই ছাই—সে দগ্ধ অঙ্গার,
দেখিতে বাসনা কেন,—কি দেখিবে আর ?

৩

দেবি! দেখিবে কি আর ?
দেখিতে আছে কি বাকি, এতদিন বুকে রাখি,
দেখিয়া দেখার আশা মিটেনি তোমার ?

উলটি' পালটি' কত, দেখিয়াছ অবিরত,
পেষিয়া ঘষিয়া বুকে ভেঙ্গেচূ'রে হাড়,
দেখিয়াছ রেণুকণা,—কি দেখিবে আর ?

৪

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
লাগাইয়া জিবে জিবে, অমৃত-দ্রাবকে কিবে,
গলা'য়ে চুষিয়ে নিলে হৃদয় আমার।
আশ্বাসে দিছিনু এনে, নিশ্বাসে নিয়েছ টেনে,
হায় হায় বিশ্বাসের এই পুরস্কার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৫

দেবি, দেখিবে কি আর ?
বিচূর্ণ বালুকা সম, যে চূর্ণ হৃদয়ে মম,
আলিঙ্গনে পড়েছিল যে দাগ তোমার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে, তাই নিয়ে খেলা করে,
ব্যাপিয়ে মরম-মরু ঘোর অন্ধকার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৬

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
কোন্ যুগে নিয়েছিলে, কোন্ যুগে দিয়েছিলে,
আর্দ্র অলক্তক-চিহ্ন চুম্বনে তোমার।
রমণী ছুঁইলে ঠোঁটে, ধুইলে কি নাহি ওঠে ?
দেখিবে কি ধুয়েছে কি আঁখি জলধার,
সে বীরত্ব জয়চিহ্ন গৌরব তোমার ?

৭

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
শুনেছি বাঘিনী বনে, খেলে হরিণের সনে,
ভাঙ্গিয়ে কোমল গ্রীবা করিয়ে সংহার,
বুঝিতে নাহি যে পারি, তেমনি তুমি কি নারী,
খেলিতে এসেছ সেই খেলা অবলার ?
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৮

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
একি সে স্নেহের দেখা, আঁখিজলে চিঠি লেখা ?
এ শুধু মুখের কথা মুখে বলিবার।
এ নহে ধরিয়ে গলে, এ নহে সে আমতলে,
এত শুধু দূরে দূরে ঘৃণা উপেক্ষার ?
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৯

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
যে দেখা নয়ন কোণে, কেহ নাহি দেখে শোনে,
এ দেখা কি দেখা সেই প্রীতি মমতার ?
একি সে প্রাণের টান ? একি নহে অপমান ?
একি নহে উপহাস শুধু হাসিবার ?
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১০

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
যদি গো আগের মত, দেখিতে বাসনা তত,
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার,

তবে কি 'ভেরণ' গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে ?
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গা তার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১১

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
সেদিন গিয়েছে কবে, আর কি সেদিন হবে,
দু'জনে দুপুরবেলা বুকে দুজনার !
আঙ্গিনা ভাঙ্গিয়া মেয়ে, না আসিতে ঘরে ধেয়ে,
আগে গিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেতে তার,
বুঝিত না সে বালিকা চাতুরী তোমার।

১২

দেবি ! দেখিবে কি আব ?
তোমার বিবহানলে, কেমনে হৃদয় জ্বলে,
কেমনে নয়নে আজ বহে শত ধার,
তাই কি দেখিয়া সুখী, হতে চাও বিধুমুখী ?
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে তামাসা তোমার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১৩

দেবি ! দেখিবে কি আব ?
নয়ন করিয়ে খালি, সকলি দিয়েছি ঢালি,
দিয়েছি সে শ্যামালতা ভিজায়ে তোমার।

তবে কি 'ভেরণ' গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে ?
কবির শ্বশুরবাড়ী তাঁহার নিজ বাড়ীর অতি নিকটে ছিল, কিন্তু তদানিন্তনকালে [illegible]না নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ী যেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা চলিত না। কবি পত্নী তাঁহার [illegible]ত্রালয়ের সংলগ্ন ভেরণ গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া তাহা পথে ফেলিয়া প্রেম নিবেদন [illegible]রিতেন।

দেখ গিয়ে পাতে পাতে, শুকায়ে রয়েছে তাতে,
আঁখি-জলে মাখা আহা কত হাহাকার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৪

দেবি। দেখিবে কি আর?
কোণায় দাড়িম গাছে, দেখ গিয়ে রহিয়াছে,
আলিঙ্গন ফিরে দিছি সকলি তোমার।
রাখিয়াছি ফুলে ফুলে, তোমারি চুম্বন তুলে,
ভাঙ্গা বুকে রাঙ্গা চুমা নহে রাখিবার।
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৫

দেবি! দেখিবে কি আর?
আমি যে পাপিষ্ঠ অতি, তুমি অতি পুণ্যবতী,
চাহিলে লাগিবে পাপ নয়নে তোমার।
শত গঙ্গাজল দিয়া, দেও যদি ধোওয়াইয়া,
তবু এ পাপের দাগ নহে যাইবার।
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৬

দেবি! দেখিবে কি আর?
কেন সে নিষ্ঠুর খেলা, ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে ফেলা,
কেন সে স্বপন পুনঃ দেখাও আবার?
লইয়া শ্মশান বুকে, মহানিদ্রা যাই সুখে,
দয়া করে ক্ষমা কর জাগায়ো না আর!
রমণি! তোমার নামে শত নমস্কার!

১২৯৮
সেরপুর, ময়মনসিং

পরনারী

আজ, সে যে পরনারী!
কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ-ছাঁদ,
সে নব-লাবণ্য-আভা—সুষমা তাহারি?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি,
হৃদয়-সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি?
সে যে পরনারী।

২

সে যে পরনারী!
তোমরা কুসুমগণ, কেন সাধ অকারণ,
মধুর অধর-সুধা লইয়া তাহারি?
কেন হে গোলাপ লাল, পেতে দাও তারি গাল,
আমি কি তাহারে আর চুমো খেতে পারি?
সে যে পরনারী!

৩

সে যে পরনারী!
তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া,
যদিও—যদিও 'কুসু' আছিল আমারি,
ছুঁয়োনা লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ,
জনমের মত আজ দোঁহে ছাড়াছাড়ি!
সে যে পরনারী।

৪

সে যে পরনারী।
তোমরা জলদকুল, রাখিও না তার চুল,
ও নবীন নীলিমায় গগনে বিথারি,

নিরালা একেলা পেয়ে, চুপে চুপে কাছে যেয়ে,
আর কি সে ঝিঙ্গাফুল গুঁজে দিতে পারি ?
সে যে পরনারী।

৫

সে যে পরনারী !
তাহার ললিত গানে, আধা সাধা আধা মানে,
বরষিয়া স্বর-সুধা মুনি-মনোহারী,
নিশীথে কোকিলগণ, কেন কর সম্ভাষণ ?
কাণাকাণি করিবে যে লোক—পাপাচারী !
সে যে পরনারী !

৬

সে যে পরনারী।
কেন গো চপলা তার, চপল আখির ঠার,
হানিতেছে বার বার দিক্‌দাহকারী ?
জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ্বালাতন !
আর ত তাহার পানে চাহিতে না পারি,
সে যে পরনারী !

৭

সে যে পরনারী !
তাহারি সুরভি শ্বাস, মলয়ায় করে বাস,
তুমি কি হে সমীরণ ফুলবনচারী ?
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তবে, ছুঁইলে যে পাপ হবে,
আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

৮

সে যে পরনারী !
মধুময় পুষ্পদোল, তাহারি পুষ্পিত কোল,

জম্বীর কুসুমে ফোটা যৌবন তাহারি,
বসন্ত কি মধুমাসে, আমারেই দিতে আসে ?
সে অঙ্কে কলঙ্ক ভরা আজি দুজনারি।
সে যে পরনারী !

৯

সে যে পরনারী !
তোমরা কি হে নক্ষত্র, জ্যোতির্ম্ময় প্রেমপত্র,
অন্ধকারে সন্ধ্যাদূতী দিয়ে গেছ তারি ?
আর সে প্রণয়-কথা, সে আদর সে মমতা,
চুপে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না পারি,
সে যে পরনারী !

১০

সে যে পরনারী !
কেন সে আমার তরে, সারা নিশি কেঁদে মরে ?
সজল সরোজ-আঁখি উষা বলে তারি।
দেখিয়া যন্ত্রণা সার, দুর্ভাগা আমি কি আর
চুমিয়া ও চারু-চোখ মোছাইতে পারি ?
সে যে পরনারী !

১১

সে যে পরনারী !
প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ,
যদিও সে একদিন আছিল আমারি,
তবুও হয়েছে পর, শতজন্ম অগোচর,
দু'জনার নামে আজ কলঙ্ক দোহারি !
সে যে পরনারী !

১২

সে যে পরনারী !
যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি ;
কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম,
যজ্ঞীয় অনলসম প্রাণদাহকারী !
পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই,
হেন প্রেম-উপহার ভুলিতে কি পারি ?
কহিও সে 'কুসুমেরে' সে যে পরনারী !

১২৯৭
সেরপুর, ময়মনসিংহ

ছুঁয়োনা

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা, ভালবাসা হইবে মলিন !
লাগিলে গায় গায়,
সহজে ভেঙ্গে যায়,
রাখহে ভালবাসা বাসনাহীন।
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

২

নিশ্বাসে যাবে গলে,
পাবে বিশ্বাসী হলে,
আশ্বাসে থাক চিরদিন।
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৩

থাকিলে দূরে দূরে,
পাবে ভুবন যুড়ে,
দেখিবে সদা তারে নিতি নবীন !
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৪

কি কাজ দেখাদেখি
থাক একাএকী,
করহে পরাণে পরাণ লীন !
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৫

স্বচ্ছ সরল বুকে
গোপনে রাখ সুখে,
সরসী রাখে যথা হরষে মীন !
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৬

পরশে হয় কালা,
দরশে বাড়ে জ্বালা,
মানসে ফোটে শুধু প্রেম নলিন।
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৭

কেন এ কাঁদা হাসা,
আকুল এ পিপাসা,
কলঙ্কে শশী কাল—কোলে হরিণ।
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৮

কিছুই চেয়োনাকো,
কেবলই দিতে থাকো,
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর প্রেম-ঋণ !
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৯

ধরাতে দেবতা সে,
যে হেন ভালবাসে,
বিরহ হা-হুতাশে মরেনা সে কোন দিন।
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

১২৯৪
সেরপুর, ময়মনসিংহ

কি দিবে ?

শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্ম্মল সুন্দর !
কি যেন আনন্দ ভরা, হাস্যময়ী বসুন্ধরা,
রজত জ্যোৎস্না ঢালা দিক্ দিগন্তর !
নির্ম্মল সুনীলাকাশে, তারা হাসে চন্দ্র হাসে,
কাননে কুসুম হাসে লতা মনোহর।
কি যেন কি সরলতা, পরিপূর্ণ যথা তথা,
খুলেছে প্রকৃতি-রাণী পুণ্যের নির্ঝর।

২

"পবিত্র পূর্ণিমা নিশি সুন্দর কেমন,
কি আজ তোমারে দিয়া সুখী হবে মন !"
কি যেন স্বর্গীয় তানে, কি যেন পশিল কাণে,
কি যেন ফুটিল প্রাণে সুধা প্রস্রবণ !
"কি আছে তোমারে দিতে, মাটির এ পৃথিবীতে",
এ মৃত্ত জগতে আহা অমৃত স্বপন !

৩

সত্যই স্বপন একি আশার ছলনা ?
স্বর্গীয় সুধার নামে শুধু বিড়ম্বনা ?

কি দিবে জাননা দেবি! জাননা কি হায়,
সত্যই জীবন গেল বৃথা তপস্যায়?
সত্যই বোঝনি প্রিয়ে, দেবের হৃদয় দিয়ে,
মর্ত্ত্যের মানুষ আহা কি পাইতে চায়?
এমন অপূর্ণ বুকে, এত অশ্রুপূর্ণ মুখে,
বোঝনা মানুষ কাঁদে কি যে পিপাসায়?
বোঝনা সত্যই তবে, ছাই হবে—ভস্ম হবে,
আর যে বাঁচেনা প্রাণ এত নিরাশায়!
সত্যই কি এতদিনে বুঝিলেনা হায়?

৪

কি দিবে জাননা দেবি, ভাবিয়া কাতর?
ছি ছি ছি! শুনিয়া দেখ হাসে শশধর।
যেখানে আছগো তুমি, হৌক না সে মর্ত্ত্যভূমি,
হৌক্ না সে বালুভরা মরু ভয়ঙ্কর!
পাহাড় পর্ব্বতরূপে, উন্নত পাষাণ স্তূপে,
নির্ম্মমতা কঠিনতা থাকুক বিস্তর!
তথাপি তোমার কাছে, সেখানে সকলি আছে,
যা কিছু সরল সত্য পবিত্র সুন্দর।
সকলি সেখানে আছে যাহা মনোহর।

৫

যেখানে তুমিগো আছ, আছে তথা সব,
তুমি ফুল, তুমি মধু, তুমিই সৌরভ।
তোমারি সুরক্ত ঠোঁটে, স্বর্ণ-পারিজাত ফোটে,
তোমারি বদনে দেবি, অমৃত উদ্ভব।
লাবণ্যে শশাঙ্ক হাসে, মলয়া বহিছে শ্বাসে,
নয়নে নলিন শোভা করে পরাভব।

তুমি শান্তি সরলতা, তুমি পুণ্য পবিত্রতা,
প্রীতির কল্পলতা—আনন্দ উৎসব।
তুমিই যে অমরের অতুল বিভব!

৬

কি দিবে তুমিগো দেবি প্রিয় প্রাণেশ্বরি!
কি আছে তোমার আর,—হরি! হরি! হরি!
কিবা তুমি চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে?
ভাবিয়া তোমার কথা হেসে কেঁদে মরি।
তুমি রত্ন—তুমি খনি, তুমিই আপনি মণি,
কি দিবে আমারে তুমি আপনা পাসরি?

৭

পবিত্র পূর্ণিমা নিশি কেমন সুন্দর,
চকোরেরে সুধা দিয়া, কুমুদেরে ফুটাইয়া,
কি দিবে আমারে শুনে হাসে শশধর।
তরু কোলে লতা হাসে, নীরব অফুট ভাষে,
কুসুম হাসিয়া মরে কোলে মধুকর।
কি তুমি গো চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে?
তোমারি চরণে স্বর্গ সেবিছে অমর!

৮

কি দিবে আমারে দেবি! ফিরে পুনরায়
আর না বলিও হেন কঠিন ভাষায়!
পাষাণ বিদীর্ণ হবে, সাগর শুকায়ে যাবে,
অনল জ্বলিবে শত অনল শিখায়।
বিষে বিষে যাবে ছেয়ে, শোকের সন্তাপ পেয়ে,
অশনি মূরছা যাবে কুসুমের প্রায়।
আর না বলিও দেবি! কি দিবে আমায়!

৯

অথবা ভাগ্যের দোষে,—
নিতান্ত যদ্যপি আহা বুঝিলে না হায়!
এস তবে এস প্রিয়ে, দেই আজি শিখাইয়ে,
ধরার মানুষ মরে কি যে পিপাসায়!
দেও হৃদয়ের রাণি, কালকূট বিষ আনি,
জ্বলিছে হৃদয়খানি শত যাতনায়।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, দেও মুখে পান করি,
আদরে অমৃত সম আকুল তৃষায়।
নিকটে দাঁড়াও এসে, দেখে যাই জন্মশেষে,
স্মরণে রাখিও,—* * * * *

১২৯৩ জয়দেবপুর, ঢাকা

কে বেশি সুন্দর?

কে বেশি সুন্দর?
বালিকা যুবতী—দুই, কারে দেখি, কারে থুই,
আমার নিকটে লাগে দু'ই মনোহর।
লাবণ্যে সৌন্দর্য্যে দোহে, প্রাণ মোহে—মন মোহে,
'বাঁশবনে ডোম কাণা' তেমনি ফাঁফর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর?

২

কে বেশি সুন্দর?
যুবতীর ভরা গায়, লাবণ্য উছলে যায়,
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর!
বালিকা তারকা হাসে, নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে,
সদা শুক্লপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর।
কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর?

৩

কে বেশি সুন্দর ?

শতমুখে ভালবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে,
যুবতী পদ্মার মত বহে খরতর।
ফুলবনে করে খেলা, প্রদোষ প্রভাত বেলা,
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর।
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

৪

কে বেশি সুন্দর ?

প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে,
যুবতী সহস্রকরে ফোটে মনোহর !
শিশিরের শেফালিকা, নিশি-শেষে সে বালিকা,
খসে পড়ে ছোঁয় পাছে একটী ভ্রমর !
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

৫

কে বেশি সুন্দর ?

যুবতী বিজলী বালা, ত্রিভুবন করে আলা,
সগর্ব্বে চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর।
বালিকা জোনাকী হাসে, স্নেহের কিরণে ভাসে,
শিখেনি অশনি-লীলা আখি ইন্দিবর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৬

কে বেশি সুন্দর ?

পদ্মবন পায় ঠেলি, রাজহংসী করে কেলি,
যুবতীর ঢেউয়ে কাঁপে মানসের সর।

লাজুক বালিকা টুনী, চুরি করে গান শুনি,
ত্রিদিবের এক ফোঁটা দ্রব-সুধাকর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৭

কে বেশি সুন্দর ?
আরক্ত সন্ধ্যার রবি, যুবতীর মুখচ্ছবি,
অভিমানে হয় ম্লান, বিষাদে কাতর,
বালিকা উষার মত, ফোটে যত শোভা তত,
রাঙ্গা মুখে দেখা যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৮

কে বেশি সুন্দর ?
রাহু যেন উর্দ্ধশ্বাসে, দু'বাহু তুলিয়া আসে,
রমণী তেমনি আসে বুকের উপব।
দূরে যদি শব্দ শোনে, বালিকা লুকায় কোণে,
খনির মণির মত ম্লান মনোহর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৯

কে বেশি সুন্দর ?
চুমার রাক্ষসী নারী, শতজন্ম অনাহারী,
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরেনা উদর।
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চোখ বোজে,
ছুঁইতে শিহরে উঠে কদম্ব-কেশর।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

১০

কে বেশি সুন্দর ?

যুবতী আসিতে ঘরে, গৃহ কাঁপে পদভরে,
বিজয়ী বীরের মত নির্ভয় অন্তর।
বালিকা বলে না কথা, কোলের বালিস যথা,
পিছ দিয়া ফিরে থাকে লাজে জড়সড়।
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

১২৯৮
সেরপুর, ময়মনসিংহ

আমি দিব ভালবাসা !

তোরা কে নিবি আয়,
আমি দিব ভালবাসা যে যত চায় !
কার বুকে কত বল, কার চোখে কত জল,
দেখি কার প্রাণে কত 'হায় হায়' !
পারিবি কে রে নিতে আয় আয় !

(২)

আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয় !
দিয়েছি এক বিন্দু, উথ'লে পড়ে সিন্ধু,
বালুতে বেলাভূমে আছাড় খায় !
তটিনী দেশে দেশে, ফিরে উদাসী বেশে,
জনমে আর নাহি ঘরে সে যায় !
কে নিবি ভালবাসা আয় আয় !

(৩)

আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয়,
দিয়াছি নব মেঘে, তড়িতে জ্বলে বেগে,
রাখিতে নারে বুকে জলদ তায় !

পড়িছে ভয়ঙ্কর, কাঁপায়ে চরাচর ;
ভাঙ্গে সে ধরাধর অশনি ঘায়।
আমার এ ভালবাসা কে নিবি আয়!

(৪)

আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয়!
দিয়াছি ফোটা ফুলে, তাই সে বিনা মূলে,
কাতরে আতর মধু বিলায়!
ঘৃণায় অপমানে, নীরবে মরে প্রাণে,
ঝরে সে পতঙ্গের চরণ ঘায়।
আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয়!

(৫)

আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয়!
দিয়েছি শশধরে, তাই সে বাঁচে মরে,
পুষ্পিত পৌর্ণমাসী—অমানিশায়!
পশাবি স্নেহে বাহু, আহ্লাদে ধরে রাহু,
সুজন কুজন বোঝে না হায়!
আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয়!

(৬)

আমি দিব ভালবাসা কে নিবি আয়,
পাষাণে বেঁধে বুক, নিয়েছে জ্বালামুখ,
পারেনা সামালিতে উগারে তায়!
তরল সে অনলে, পীরিতি সোতে চলে,
মরণ-ভগীরথ আগে সে যায়!
আমার এ ভালবাসা কে নিবি আয়!

(৭)

আমার এ ভালবাসা কে নিবি আয়।
চাতক পাখীগুলি, নিয়েছে ঠোঁটে তুলি,
ভিজেনা পারাবারে সে ঠোঁট হায়,
অনন্ত সে পিপাসা, অনন্ত মহা আশা,
অনন্ত আকাশে সে আকাশ চায়!
আমার এ ভালবাসা কে নিবি আয়!

১২৯৪
সেরপুর, ময়মনসিংহ

উলঙ্গ রমণী

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি!
উদ্‌লা উজ্জ্বল বেশ, সৌন্দর্য্যের একশেষ,
চৌদিকে চাঁদের শোভা উছলে যেমনি!
নাহি বিঘ্ন নাহি বাধা, অতি শুভ্র—অতি সাদা,
অতি জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত দেব-দেহখানি।
যে অঙ্গে যেখানে চাই, কোন আবরণ নাই,
বিতরে অনন্ত তৃপ্তি দিবস রজনী!
বিমল রূপের ডালি, বদান্যতা ভরা খালি,
কারে বলে কৃপণতা জানেনা কখনি।
ক্ষীরোদ সিন্ধুর মত, সীমাশূন্য শোভা কত,
চেয়ে চেয়ে, চেয়ে চেয়ে অবশ চাহনি।
বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি!

২

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি!
গিয়াছে সঙ্কোচ ভয়, লাজ লজ্জা সমুদয়,

সরল শোভার তুই শত প্রস্রবণী।
নাহি শঙ্কা নাহি ত্রাস, নাহি গুপ্ত অভিলাষ,
নির্ম্মল জ্বলন্ত রূপ যথা সৌদামিনী।
ছলনা বঞ্চনা নাই, স্বপ্রকাশ সর্ব্বদাই,
নাহি কোন লোক নিন্দা, নাহি কোন গ্লানি।
সরলা আপন ভোলা, সর্ব্ব আবরণ খোলা,
কুরুচি বলিয়া লোকে করে কাণাকাণি!
তবু তোরে ভালবাসি উলঙ্গ রমণি!

৩

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ বমণী,
উলঙ্গ গোপিনীকুলে, কাল কদম্বের মূলে,
কালিন্দীর কাল জলে কমলের শ্রেণী!
কেহ ভাসে কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র থুবে থুবে,
নীলসিন্ধু ভেদি আহা উঠিছে এখনি।
সে লাবণ্য মুক্তবক্ষে, কে পারে সহিতে চক্ষে,
নগ্ন জঘনে কাম মগন আপনি।
যমুনাব মত বয়ে, কে না যায় জল হ'য়ে,
দেখিলে সে মোহময় নয়নে চাহনি।
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!

৪

আরো ভালবাসিতাম তোমারে গোপিনি!
সামান্য লজ্জার লাগি, যদি না লইতে মাগি,
চুরি করে যে বসন নিল নীলমণি!
দু'দিকে দু'হাত দিয়ে, দু'কুল রাখিতে গিয়ে,
অকুলে ডুবিলি বৃথা কাঞ্চন তরণি!
ক্ষুদ্র ও কমলপাতে, পর্ব্বত ঢাকে কি তাতে?

বৃথা যত্ন, বৃথা চেষ্টা, ওরে অবোধিনি !
 ঘৃণা লজ্জা মানপ্রাণ, প্রেমের দক্ষিণা দান,
কেন না পারিলি দিতে, কুণ্ঠিতা এমনি ?
যে যাহারে ভালবাসে, সেত বুকে যায় আসে
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তার ওরে গোয়ালিনি ;
অন্তরে বাহিরে তার, কোথা থাকে অন্ধকার ?
আপনি সাধিয়া সে যে সাজে উলঙ্গিনী !
হিয়ার ভিতরে তোর, নিয়া যদি মনোচোর,
দেখাতি উলঙ্গ করি হৃদয় ধমণী,
আরো ভালবাসিতাম তোরে গোয়ালিনি !

৫

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী,
অসুর-শোণিত-নদে, নাচে শ্যামা রণমদে,
গৈরিক-প্রবাহে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী।
কিংবা রক্ত-সিন্ধু জলে, নীল বাড়বাগ্নি জ্বলে,
নিবায়ে গগন নীলে শত দিনমণি।
অধরে সে অট্টহাসি, মাখা দৈত্য-রক্তরাশি,
সুরক্ত চন্দনে রক্ত-জবাফুল জিনি।
রমণী স্বর্গের সিঁড়ি, বুকভরা নীলগিরি,
আরক্ত ঊষায়, রক্তে ভাসিছে তেমনি।
অসুরের মুণ্ডমালা, নীলবক্ষ করে আলা,
শোভে যেন নভ নীলে জ্যোতিষ্কের শ্রেণী !
নয়নে শয়নে আছে, ফুলধনু রেখে কাছে—
কে বলে মরেছে কাম, কেবলি কাহিনী !
সুন্দরী নারীর রাগে, ফুল ফোটে আগে আগে,
শরত বসন্তে জাগে পূর্ণিমা রজনী।

এত রূপে হায় হায়, কে না ভোলে মোহ যায়,
আপনি লুটায়ে পায়, পড়ে শূলপাণি।
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী।

৬

আরো ভালবাসিতাম শিব-সীমন্তিনি!
যদিও আপনা হারা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
যদিও নাশিতে পাপ রণে উন্মাদিনী,
যদিও ধরার ভার, হরিতে এ অবতার,
পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হৌক, তবু ত জননী,
ভগিনী, দুহিতা নারী, সৃজন পালন তারি,
মমতার মোম সে যে স্নেহের নবনী।
তার হাতে অসি খাড়া, দুধের ঝিনুক ছাড়া?
দু'হাতে অভয় বর থাকে থাক্ জানি;
প্রেমময়ী রমণীর করে শোভে ছিন্ন শির,
কারগো পীরিতে রাঙ্গা অবনী এমনি?
শরীর শিহরে ত্রাসে, সৌন্দর্য্য-রাক্ষস গ্রাসে,
নতুবা শিবের মত ভাঙ্গা বুকখানি,
ও-রূপের পদতলে, ঢালিতাম কুতূহলে,
দেখিতাম প্রাণ ভরি দিবস রজনী,
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী।

৭

সবচেয়ে ভালবাসি শ্মশানে রমণী!
সে লাবণ্য অতি মুক্ত, পুণ্যযুক্ত জয়যুক্ত,
চৌদিক বেড়িয়া তার উঠে হরিধ্বনি।
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ,
নির্ব্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি।

অথবা তাহারি কাছে, ব্রহ্মাণ্ড নিবিয়া আছে,
জাগ্রত অনন্ত শক্তি আছে একাকিনী,
তপস্যা সমাধি ধ্যানে, প্রবুদ্ধ মুনির প্রাণে,
অতিমুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপিণী।
অর্দ্ধেন্দু ললাটে তার, শত জ্যোতি পূর্ণিমার,
শান্তির নিলয় যেন নয়নের মণি।
প্রভাতের পদ্মগালে, সুধা-বাড়া পুষ্প থালে,
অমৃত-চুম্বন-চিহ্ন রয়েছে তেমনি।
কি সুন্দর রাঙ্গা ঠোঁটে, উষার তরঙ্গ ওঠে,
প্লাবিয়া কুসুম কুন্দ দশনের শ্রেণী।

বুকভরা অপরূপ, যেন আলিঙ্গন স্তূপ,
বিরাট বিশাল উচ্চ—স্পর্শে দিনমণি।
যেন দিয়ে ক্ষুদ্র ধরা, সে বুক গেল না ভরা,
আরো চাহে কোটি বিশ্ব এমনি এমনি।

নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, যৌবনের জ্যোৎস্না তার,
নিত্যবুদ্ধ সত্যশুদ্ধ আনন্দরূপিণী।
সে-মুক্ত রূপের কাছে, সৌন্দর্য্য কোথায় আছে?
লাবণ্যে ভাসিয়া গেছে আকাশ অবনী।

শ্যামের বাঁশীর গান, শিবের শিঙ্গার তান,
ডুবায়ে উঠিছে আরো উচ্চে হরিধ্বনি!
'বল হরি হরি বল', কাঁপিতেছে দিঙ্মণ্ডল,
চমকি 'চিলাই' চায় ক্ষুদ্র প্রবাহিনী।

তাহার শিয়রে আসি, উলঙ্গ রূপের রাশি,
শ্মশানে শুইয়া আছে, দিগন্ত ব্যাপিনী
জ্বলিছে প্রতিভা তার, কি সুন্দর মহিমার,
নিষ্প্রভ করিয়া যেন চিতার অগিনি।

সেই যে চিলাইর চিতা, আজো প্রাণে প্রজ্জ্বলিতা,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া সেই উঠে হরিধ্বনি।
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী।

'চিলাই'—জয়দেবপুরের একটি ছোট নদী, এখানে কবির প্রথম স্ত্রীর শ্মশান রহিয়াছে।

১২৯৭
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

বুঝিতে নাহি চায়

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়!
সে ত বোঝে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
সৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বোঝে আঁখি-ইসারায়,
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হতে' হৃৎপিণ্ড মম,
তুলিয়া দিয়াছি তার পায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়!

২

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়
সে ত বোঝে মহাঝড়ে
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে,
পৃথিবী আছাড়ে যদি গ্রহ তারকায়,
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হ'তে নিঃশ্বাস মম
ফেলি যে নিশীথে নিরাশায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়।

৩

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়!
সে ত বোঝে মহোদধি,
প্রলয়ে উথলে যদি,
বিপুল বিশাল বিশ্ব গ্রাসে সমুদায়;
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তার চেয়ে অশ্রু মম
উপাধানে শুকাইয়া যায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়!

৪

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়!
সে বোঝে ভৈরব রবে,
মেঘ গরজিছে নভে,
কাঁপিলে বাসুকী নাগ—পৃথিবী-মাথায়,
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হ'তে ক্রন্দন মম,
নীরবে করি যে হায় হায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়!

৫

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়।
ব্রহ্মাণ্ড তাহার কাছে,
কি বল অজ্ঞেয় আছে,
বিজ্ঞান দর্শন কাব্য বোঝে সমুদায়;
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তার কাছে প্রাণ মম,
একটা অক্ষর ভাঙ্গা প্রায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়।

৬

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়।
কি শুষ্ক আকাঙ্ক্ষা শুধু,
মরুভূমে করে ধূ ধূ,—
বোঝে সে ত—নিদাঘের তপ্ত বালুকায়,
কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
তা হ'তে পিপাসা মম,
একটি চুম্বনে নিবে যায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়!

৭

সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়।
সে বোঝে আমারে ছাড়া,
আর আর আছে যারা,
কি চেতন অচেতন—কে কি তারা চায়,
কেবল আমার বেলা,
করে ঘৃণা অবহেলা,
কি দোষ করেছি তার পায়,
সে যে বুঝিয়ে বুঝিতে নাহি চায়?

১৩০৩
কলিকাতা

দেখিলে তারে

মুখে ত সরে না কথা, কি জড়তা মাদকতা,
রসনা অবশ যেন হয় একেবারে,
শুকাইয়া যায় মুখ,
থর থর কাঁপে বুক,
কি জানি তড়িত এক পশে গিয়া হাড়ে,

এগুতে নাহিক পারি,
পিছনে সরিতে নারি,
চরণে শিকল দিয়া কে বাঁধে আমারে?
যেদিকে যেদিকে চাই,
কিছুনা দেখিতে পাই,
দিবসে তারকা দেখি ঘোর অন্ধকারে!
বড়ই বিষম জ্বালা,
কাণে এসে লাগে তালা,
হাজার ডাকিলে নাহি পাই শুনিবারে,
কি আর বলিব তোরে,
ব্রহ্মাণ্ড মাথায় ঘোরে,
সহস্র সাগর যেন গর্জ্জে চারিধারে!
কি জানি কি বিষে বিষে
আগুনের শীষে শীষে,
কি গিয়ে শোণিতে মিশে কহিব তা কারে,
কি ভীষণ ত্নপ্ দাপ্,
'কুদে' 'কুদে' মারে লাফ,
বুক ভাঙ্গে ধমনীর আছাড়ে আছাড়ে!
ও-ছু'ড়ী কি ডাইনী তবে,
পিশাচী পেত্নিনী হবে,
অথবা স্বর্গের পরী মানবী আকারে,
কিম্বা কোন ব্রহ্মদৈত্যি,
বল্ তোরা বল্ সত্যি,
ও-যেরে আমার ভাই চাপিয়াছে ঘাড়ে!

১৩০৩
কলিকাতা

সে বুঝেছে ভুল

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
ও নহে নয়ন রাঙ্গা,
নূতন আঁধার ভাঙ্গা,
সে বুঝি দেখেছে ফোটা নীল সুঁদী ফুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল।

২

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
ও নহে অধর মম,
নীলাক্ত প্রবাল সম
সে দেখেছে নিসিন্দার নবীন মুকুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

৩

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল,
সে বুঝি দেখেছে হায়,
নীল মেঘ উড়ে' যায়,
সে ত গো দেখেনি মোর খোপাখোলা চুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

৪

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
আমি গেছি তার কাছে,
তাও ভুল বুঝিয়াছে,
উড়ায়ে গিয়াছে উষা কনক মুকুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে করেছে ভুল !

৫

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল।
আমি ত বিরহ-বাণে,
তাহারে মারিনি প্রাণে,
অতনু তাহারে বুঝি মারিয়াছে ফুল।
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল।

১৩০৩
কলিকাতা

আমরা

আমরা দুজনে করি প্রাণ বিনিময়,
হিংসায় পাড়ার লোকে তারে বলে চুরি।
চুরি কি এমনতর বলে কয়ে হয়?
দিতে গেলে চুরি বলে বিষম চাতুরী!
আমার বুকের প্রাণ বুকের হৃদয়,
আমার বুকের রক্ত প্রেম ভালবাসা,
আমি কি পারি না দিতে? আমার কি নয়?
আমি দিতে কার কাছে করিব জিজ্ঞাসা?
চাহিব তাহার প্রাণে যারে ভালবাসি,
বাসিব তাহারে ভাল যারে প্রাণ চায়;
আমার নয়নে মনে আমি কাঁদি হাসি,
বল না কি হবে প্রিয়ে পরের কথায়?
দেবতা আনন্দে ভোগে সুধা সুমধুর,
পারে না দেখিতে তাহা দানব অসুর

১২৯৫

কলিকাতা

আমারি যে দোষ

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
সে যে কুরুচির হাঁড়ী,
বাঙ্গালী কুলের নারী,
নিরালা একা না পেলে ফিরে নাহি চায়!
নয়নে নয়নে কথা,
সে বোঝেনা অশ্লীলতা,
বাঙ্গালীর বোকা বউ—বুঝান কি যায়?
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!

২

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
সে যে পড়ে শাড়ী-ধূতি,
ফুটিয়া বেরোয় জ্যোতি,
এলোমেলো চুল তার বাতাসে উড়ায়!
পান খায়—রাঙ্গা ঠোঁটে
মুখ ভ'রে রক্ত ওঠে,
ঘাড় ভেঙ্গে খায় ভয়ে স্থরুচি পলায়।
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!

৩

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
শোনে না অপরের যথা,
কাণে কাণে কয় কথা,
সে বোঝেনা অশ্লীলতা আছে ইশারায়!

ঘোমটার তলে হাসি,
চুরি করা জ্যোৎস্নারাশি,
অপবিত্র এর সম নাহি এ ধরায়,
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!

৪

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
মনে মনে ভালবাসে,
লুকায়ে নিকটে আসে,
চুপে চুপে কাঁদে হাসে, পাছে শোনা যায়!
আদরে ধরিয়া গলা,
থাক্ দু'টো কথা বলা,
চুম্বনে সুরুচি তার চূর্ণ হয়ে যায়!
বোঝে না যে হতভাগী এত বড় দায়!

৫

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
দিনে নাহি দেখি ঘরে,
রেতে আসে দু'পহরে,
সে বেরুলে তারি শোভা উষা পরে গায়!
সে'-কালে বিদায় দিতে,
একটুকু বুকে নিতে,
শীলতা পড়িয়া সেই চাপে মারা যায়!
বোঝে না যে হতভাগী এত বড় দায়!

৬

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
ঘোমটা লজ্জার লেপ,
খুলে সে না পরে 'কেপ্'
করুণ আঁখিতে সে যে অরুণ ভুলায়।
কচি খুকী—কাঁচা হেম,
সংকোচে রাখে সে প্রেম,
বডিভরা ভালবাসা লেডী সে না হায়।
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।

৭

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
সে আননে—সে কুসুমে,
কাম জাগা—রতি ঘুমে,
ছি ছি ছি! তারে কি আর চখে দেখা যায়?
সে পরে না 'ব্লুম্ রোজ্'
রাখে না রুচির খোজ,
বদনে মদন-ভস্ম পাউডার শোভায়,
সে করে না কামজয় দিগ্বিজয় হায়!

৮

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
সে জানে না ভ্রাতৃভাব,
সে জানে না 'ফিরি লাভ্'
পরপুরুষের ছায়া দেখে ভয় পায়।
যায়না বাগান-পার্টি,
ভেরি আগ্লি—ভেরি ডার্টি,
ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায়।
কোণে ব'সে ভালবাসে, শীলতা কোথায়?

৯

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
জোরে সে জানেনা কথা,
লাজে গলে ননী যথা,
সার্ম্মণ লেক্‌চার দিতে পারে না সভায়!
সে জানে না সাম্যনীতি,
প্রেমে ধর্ম্মে মাখা গীতি;
ধর্ম্মে 'এক' প্রণয়েতে 'অনন্ত' যথায়,
দীপ্ত যথা গ্যাসালোকে,
পাপ অনুতাপ শোকে,
পবিত্র প্রণয়ী যথা শত চখে চায়.
গেল না সে হতভাগী সমাজে তথায়।
নিরাকার নাহি বোঝে,
ইতর 'ক্ষেতর' পূজে,
উপবাসে পিপাসায় সারাদিন যায়।
একটু মাখন রুটী,
চা কি কফি—ডিম দুটী,
অভাগিনী একটু না ব্রেক্‌ফাষ্ট খায়!
কি মজা সমাজে গেলে বুঝিল না হায়।
সে ত অতি দূরে দূরে,
স্বপনের মত ঘূরে,
নিজের চরণ-শব্দে নিজেই ডরায়!
অতি আস্তে চুপে চুপে,
যদি আসে কোন রূপে,
চুরি করে শুধু সে যে চুমো খেতে চায়!
বোঝে না যে হতভাগী, এত বড় দায়!

১০

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
সে করেনি বি-এ পাশ,
বেথুন-কেত্তনে বাস,
করেছে বাসর-বাস বিয়ে ফাঁসে হায়।
সে জানেনা ক্লিওপেট্রা,
মেরীরাণী এট্সেট্রা.
পবিত্র প্রণয় তবে শিখিবে কোথায় ?
সে লেখে 'তোমারি আমি,
প্রাণময় প্রিয় স্বামী।'
বোদ বান নাহি খেলে তাব কবিতায়!
দেয়নি সে কোর্টশিপে,
বেছে নিতে টিপে টিপে,
ফুটন্ত যৌবন—ভবা জাকেটে জামায়!
সে বলেনা সাদাসিদে,
মুখে লাজ পেটে খিদে,
দূবে দূরে চুরি ক'বে দেখিতে সে চায়।
আঁধারে জোনাকী কিবে,
মনোহর জ্বলে নিবে,
কনকেব কণা যেন ক্ষণেকে হারায়,
বোঝেনা যে হতভাগী পাপ কত তায়!

১১

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
কিনে দিনু উল সূতা,
না বুনিল মোজা জুতা,
যত করে ছল ছুতা কত কব তায়!

না পাইল পুরস্কার,
না করিল থিয়েটার,
না গেল সে একদিন অবলা-মেলায় !
এত উন্নতির দিনে,
নাহি দেখি তারে বিনে,
ফিটেনে চড়িয়া যেনা ইডেনে বেড়ায় !
যত লেডী যত মিস্,
কার না রয়েছে কিস্—
মুখভ্রষ্ট—ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় ?
সে আছে আঁধার কোণে,
কারো কথা নাহি শোনে,
ভয়ে মরে রবি শশী দেখে পাছে তায় !
কে জানে যে কত কুড়ি,
সে করেছে চুমো চুরি,
দিন নাই রাত নাই—প্রদোষ উষায় !
আমারো কুরুচি বেশী,
তারি সনে মেশামেশী,
শুনিয়া সুরুচিদের সূচী বিঁধে গায় !
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায় !

১২

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়
এবে সে যে-দেশে আছে,
কয়ে দিব কার কাছে,
থাকিলে সমাজ তথা সেথা যেন যায় !
এম্-এ, বি-এ, পাশ হবে,
বিশেও আবিয়ে রবে,

* * মিথুন-মেলা---কোর্টশিপ তায়।
স্বর্গ-মন্দাকিনী পাশে,
চৌরঙ্গীর শ্যাম ঘাসে,
আনন্দে নন্দনে যেন বেড়িয়া বেড়ায়।
মেনকার নাচঘরে,
থিয়েটার যেন করে,
যৌবন-জুবিলি দেয় দেবের সভায়!
আর যেন দেবপুরী,
করে না সে চুমো চুরি,
কুরুচি ভাসিয়া যেন আসে না পদ্মায়!
যেন অশ্লীলতা দোষে,
আর নিন্দা নাহি ঘোষে,
ঠাকুরাণী না ঠেকায় ফিরে পুনরায়!
কয়ে দিব দেবদেশে যদি কেহ যায়!

১২৯৭ সন
জয়পুর, ঢাকা

আমারি কি দোষ?

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে দিয়েছ দেখা,
দাঁড়াইয়া একা একা,
হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া সহস্র সন্তোষ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে,
নিরালা একেলা পেয়ে,
ফুটিয়া পদ্মের মত প্রভাত-প্রদোষ!

আমারি কি দোষ খালি ?
মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরাণী, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

২

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে এলাইয়া চুল,
হেলাইয়া বকফুল,
দাঁড়াইলে নিকটে আসি—বিভল বেহোস্—
আদরে লইলে আনি,
হাতে টেনে হাতখানি,
বলনা কেমনে জানি শেষে আফ্‌শোষ ?
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৩

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে লিখিলে ছাই,
সে কি আর মনে নাই ?
'তোমারি তোমারি আমি'—কথা দিল্‌খোস্ !
সে ত গো ফেলিনি ছিঁড়ে,
তোমারে দিয়েছি ফিরে,
এখনও পরাণে বাজে নীরব-নির্ঘোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৪

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে,
আজো শিরা বেয়ে ওঠে,

আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ !
তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ,
শত সুখ শত হর্ষ,
আজিও উছলে তাহা উঠে হৃদ্‌কোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৫

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যা করেছ—পুণ্য,
সবগুলি দোষ শূন্য,
আমার সকল পাপ,—এত কি আক্রোশ ?
আগে ত বলনি পাপ,
আজ কর অভিশাপ,
দংশিয়া ফণীর মত শেষে ফোঁস্ ফোঁস্ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৬

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
এ বুদ্ধি কোথায় থুয়ে,
চুমা খেলে বুকে শুয়ে ?
এখন বিবাদ বটে, তখন আপোষ !
রমণীর মত আর,
দেখি নাই জানোয়ার,
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী—নাহি মানে পোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৭

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
আমি ত বাসিতে পারি,
তুমি যে—তুমি যে নারী,

তুমিই কি এতদিন আছিলে উপোষ ?
আজি বা হয়েছ পর,
শতমৃত্যু—দূরতর,
গেছে সে উৎকণ্ঠা নয় গেছে কণ্ঠশোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৮

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারিঁ কি দোষ ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে,
নিরালা একেলা পেয়ে,
অমন আঁখির ঠারে কার থাকে হোস্ ?
অমন চাঁদের হাসি,
অধরে অমৃতরাশি,
কে না বল ভালবাসে, কে না পরিতোষ ?
গোলাপী দুইটী গালে,
কে না ভোলে ? লালে লালে
একত্র শোভিছে যেন প্রভাত-প্রদোষ !
আমারি কি দোষ খালি ?
মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরাণী, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

১২৯৭ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

"আমারি কি দোষ ?" কবিতাটী পড়িয়া কেহ কেহ 'আমারি যে দোষ' বুঝিয়াছেন—তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার

দেখিলাম কই !

দেবি ! দেখিলাম কই ?
কপোলে কুন্তল-চূর্ণ, অধর অমৃত পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই ।
ললাটে লাবণ্য-সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি এক দিন বই !
এলান কুন্তলভার, ঘন ঘোর অন্ধকার,
ছড়ায়ে রয়েছে যেন জলধর অই !
স্নেহে যেন ছানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই ।
দেবি, দেখিলাম কই ?

২

এ দগ্ধ হৃদয়ে দেবি ! তুমিই আমার
অমৃতের অবলেপ, আনন্দ তাড়িত-ক্ষেপ,
স্বর্গীয় শান্তির শত সঙ্গীতের ধার ।
ও রক্ত-অধরে হাসি, ওঠে প্রাণ পরকাশি,
সরল শরত-শোভা শত চন্দ্রমার ।
যতক্ষণ দগ্ধ আঁখি, ওনয়নে মেখে রাখি,
ভুলে থাকি এ সংসার জ্বালা যন্ত্রণার ।
এ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি তুমিই আমার ।

৩

প্রিয়তমে !
একদিন হৃদয়ের রক্ত-সিংহাসনে—
যদিও দিবস কত, ঢাকিয়াছে অবিরত,
পরতে পরতে তারে শত আবরণে,—
এক দিন হৃদয়ের রক্ত-সিংহাসনে

বসায়েছি যে প্রতিমা, কি লাবণ্য ! কি মহিমা !
পবিত্র করিলে প্রাণ পরশি চরণে।
হৃদয় অজ্ঞাত ভাবে, কি জানি কি সুখলাভে
আপনা ঢালিয়া দিল অঞ্জলি অর্পণে।
কি জানি চরণ তব পূত পরশনে।

৪

দেখিনি মানব চক্ষে সেরূপ অতুল,
দেখিনি কখনো প্রিয়ে, মানবের আঁখি দিয়ে,
সে দিন দেখেছি যদি তবু হয় ভুল।
শুধু কল্পনায় আনি, দেখা'ল প্রতিমাখানি,
বিনোদ-বদন ভরা এলোমেলো চুল।
ফুটিয়া উঠিয়া হায়, লুটিয়া পড়িছে পায়,
অনাদরে অযতনে—নীচে তরুমূল,
স্বর্গের সুরভি মাখা বিনোদ-বকুল।

৫

মোহিল সে প্রাণমণ সুরভি উচ্ছ্বাসে,
নয়ন সতর্ক রাখি, চারি দিকে চেয়ে থাকি,
দেখি না হৃদয়ে জানি কোন্ পথে আসে !
সেই এলোমেলো চুল, বিনোদ বকুলফুল,
প্রাণের ভিতর জানি কোথা হ'তে আসে।
মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে।

৬

মোহিল সে প্রাণমন স্বর্গীয় স্বপন,
আজি ক'বছর পরে, একটি মুহূর্ত্ততরে,
নহে নিদ্রা, নহে তন্দ্রা, নহে জাগরণ।

একটী মুহূর্ত্ততরে, কত যত্নে মনে পড়ে—
কত আদরের সেই আকুল স্মরণ।
কত অশ্রুজলে ভাসি, কত কাঁদি, কত হাসি,
আকুল প্রাণের সেই কত আকিঞ্চন।
কত পুণ্যে হায় হায়, কত যুগ তপস্যায়,
হেরিব তোমার প্রিয়ে চারু-চন্দ্রানন ;
কই দেখিলাম দেবি, জাগ্রত স্বপন !

৭

কই দেখিলাম আজি হৃদয়ের বাণী,
হৃদয়-নন্দনে দেবি, যে চরণ নিত্য সেবি,
কই দেখিলাম সেই চরণ দু'খানি !
একমাত্র অদ্বিতীয়, প্রাণের অধিক প্রিয়,
জগতে তোমারে বই আর নাহি জানি।
কই এলোমেলো চুল, কই সে বকুলফুল,
কই সে আকুল ভাষা—আধ আধ বাণী !
আধ ঘোমটায় ঢাকা, আধ আধ লাজ মাখা,
কই গো সে দয়াময়ী দেবী বীণাপাণি !
কই দেখিলাম আজ হৃদয়ের রাণি !

৮

দেবি, দেখিলাম কই ?
কপোলে কুন্তল চূর্ণ, অধর অমৃত পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই।
ললাটে লাবণ্য-সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি এক দিন বই।

এলান কুন্তলভার, ঘনঘোর অন্ধকার,
ছড়ায়ে রয়েছে যেন জলধর অই।—
স্নেহে যেন ছানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই।
দেবি, দেখিলাম কই ?

১২৯৩, জয়দেবপুর

প্রেমোন্মীলন

"বুঝিলাম মন!" প্রিয়ে কি বুঝিলি বল্,
নাচিল হৃদয়ে রক্ত-তরঙ্গ তরল।
হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি,
একে একে গেছে খুলি,
আপনার বশে নাই পরাণ পাগল,
জানিতে বাসনা মনে "কি বুঝিলি বল্।"
হৃদয়ের কোন্খানে,
আবার ছুঁইল জানি,
সঞ্জীবনী সুরাশক্তি পূর্ণ পরিমল।
আবার করিল প্রাণ পাগল পাগল।

২

কি বুঝিলি প্রিয়তমে! কি বুঝিলি বল্,
জানিতে বাসনা বড়—পরাণ পাগল।
সোণার মৃণাল দিয়ে,
প্রিয়তমে কি দেখায়ে,
কি বলিলি শশিমুখি ঝাঁপিয়ে অঞ্চল ?
"বুঝিলাম মন।" প্রিয়ে, কি বুঝিলি বল্!

বসন্ত কোকিল কণ্ঠে,
সুধাকর গায় যেন,
অজানা ছুঁইল গিয়ে হৃদয়ের তল ;
আবার করিল প্রাণ পাগল পাগল।

৩

কি দিয়ে বুঝিলি মন ? "মন দিয়ে মন !"
কবে দিলি ? ক্রোধে রক্ত সুনীল নয়ন।
আরো কত ক্রোধে জানি,
ফুল্ল-রক্ত-সরোজিনী,
করিয়ে বঙ্কিম গ্রীবা কাঁপিল কেমন ;
কত সে সৌন্দর্য্যময় মন্দ আন্দোলন।
আবার সরোজলতা,
ভ্রূযুগ কম্পিত কবি,
হৃদয়ে করিল তপ্ত সুরা সংক্রমণ,
কিবা সেই অভিমান প্রাণ উন্মাদন !

৪

কিবা সেই অভিমান-স্ফীত-বক্ষস্থল,
অপাঙ্গে উগারে আরো উগ্র হলাহল।
কোমল দক্ষিণ পাণি,
টানিল ঘোমটাখানি,
অষ্টমীর অর্দ্ধশশী পবিত্র নির্ম্মল,
উজলিল চারু অর্দ্ধ ঘোমটার তল।
আবার সে অভিমানে
কবে যে দিয়াছে প্রাণে,
কহিল অমর বালা, বিচূর্ণ কুন্তল
চুম্বিল গোলাপ-রক্ত কপোলের তল।

৫

কি কহিলি অভিমানে সরলা আবার,
পশেনি হৃদয়ে হেন তপ্ত সুরাসার!
আজিই প্রথম তার,
এ হৃদয় ছুঁইবার,
কাঁপিয়া উঠিল বুকে ধমনীর তার,
করেনি হৃদয় হেন উন্মাদ ঝঙ্কার!
এমন উন্মত্ত প্রাণ,
হয় নাই কোন দিন,
একত্রে উছলে যেন সপ্ত পারাবার!
কি কহিলি শশিমুখি সরলা আমার?
সে অনন্ত মত্ততায়
উদাস করিল প্রাণ,
কি কহিলি মানময়ি? শুনিনু আবার,
"বুঝিতে তোমার মন বাকী নাই আর"।

৬

"বাকী নাই—যা করেছি—এই শেষ তার,
* * * বল কি করিব আর?
পাইতে তোমার মন
কি না করিয়াছি বল,"—
মধুর এস্রাজে প্রাণে বাজিল আবার,
"বল দেখি প্রিয়তম! কি করিব আর?"
পুলকে পাগল প্রাণে,
চাহিনু গগন পানে,
দেখিলাম সত্য শশী সুধার আধার,
বুঝিলাম এত দিনে, বুঝি নাই আর।

৭

কুসুমে সৌন্দর্য্য আছে সুধা পরিমল,
আছে মাদকতা তায় পরাণ পাগল।
বুঝি নাই এত দিন,
বুঝিলাম আজি আছে
জগতে পরশমণি মাণিক উজ্জ্বল,
অন্তরের ভালবাসা—অমিয় সরল।
বুঝিলাম এত দিনে,
সত্যই মানস-হ্রদে,
ফুটে সুধাসিক্ত কম-কনক-কমল,
ভূতলে অতুল যার উপমার স্থল।

৮

বুঝিলাম এত দিনে, বুঝি নাই আর,
সত্যই ত্রিদিব আছে অমর সংসার।
মৃত-সঞ্জীবনী সুধা,
সত্যই সেখানে আছে,
মরেনা অমর লোক অস্বাদনে যার,
বুঝিলাম এত দিনে—বুঝি নাই আর।
সত্যই নন্দন বনে
স্বর্ণ-পরিজাত ফুটে,
সত্যই অধরে সুধা সুর-অঙ্গনার।
বুঝিলাম এত দিনে—বুঝি নাই আর।

৯

আবার গাইল বীণা তাল মান লয়,
"কহিলাম কথাগুলি প্রগল্‌ভতাময়,
কহিলাম কথাগুলি,
মনের কপাট খুলি,"
আবার কোমল কণ্ঠ মন্দীভূত হয় ;
কি সুন্দর সরলার সলজ্জ বিনয় !
অতি আস্তে ধীরে ধীরে,
আবার কহিল ফিরে,
"মনে না করিও কিছু ।" ভুলিবার নয়,
কি সুন্দর সরলার সলজ্জ বিনয় !

১০

আবার গাইল বীণা তাল মান লয়,
"স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয়,—
অনেক বিশ্বাসে প্রাণ
তোমাকে করেছি দান,
কি বলিব প্রিয়তম বলিবার নয়,
স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয় ।—
করিয়া অনেক আশা,
দিয়াছি এ ভালবাসা,
সরলা নারীর নাকি সদা ভুল হয় !
স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয়" !—

১১

এই কি সরলা তোর হৃদয় সরল ?
কেমনে ঢালিলি প্রাণে প্রতপ্ত গরল ?
দেখাব চিরিয়া বুক,
আছে কিনা একটুক,
অনাদর—অবিশ্বাস,—হৃদয়ের তল,
আয় দেখাইব শিরা ছিঁড়িয়া সকল।
শুনিয়া হাসিল প্রিয়া,
বদনে অঞ্চল দিয়া,
অর্দ্ধ-নিমীলিত চারু-নব-নীলোৎপল,
লাজে অবনত মুখে নিরখে ভূতল।

২৯শে মাঘ, ১২৮৫
জয়দেবপুর

শত্রু

রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তার,
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার।
শশাঙ্কের রাহু শত্রু সেত গিলে ছাড়ে,
আমি করি চিরগ্রাস পাইলে তাহারে।
সে যদি সাগর হয় পৃথিবী প্লাবিয়া,
আমি সে অগস্ত্য ঋষি গিলি তারে গিয়া।
কঠিন পাষাণময় সে হ'লে পাহাড়,
আমি হ'য়ে মহাবজ্র শিরে পড়ি তার।
সে যদি জলদ হয় স্নিগ্ধ সুশীতল,
আমি হই বুকে তার অশনি অনল।
সে যদি পৃথিবী হয় লোকরক্ষা হেতু,
আমি তার মহারিষ্টি হই ধূমকেতু।

২

যদি কেহ দিয়ে থাকে চখে চিরজল,
সে আমার মহাশত্রু রমণী কেবল।
যদি কেহ দিয়ে থাকে চির হাহাকার,
সে কেবল মহাশত্রু রমণী আমার।
যদি কেহ করে থাকে মম সর্ব্বনাশ,
সে আমার মহাশত্রু রমণী নির্য্যাস।
মুহূর্ত্ত তাহার কথা ভুলিতে না পারি,
সে আমার মহাশত্রু, আমি শত্রু তারি।

৩

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবার,
অমৃত-মরণে করে যাতনা উদ্ধার।
নারী করে গুপ্তহত্যা আখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়া তাতে।
জীবনের দিন দণ্ড পল অনুপল,
মরণ মরণ মম মরণ কেবল;
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি,
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি।

১লা কার্ত্তিক, ১৩০৩
কলিকাতা

কবে মানুষ মরে গেছে

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে শিউরে উঠে কায়!
এইখানে সে শুইত খাটে,
পদ্মমুখী রাণীর ঠাটে,
হৃদ্দ কোমল পদ্ম-সম ধবল বিছানায়!
আজো দেখি দিন দু'পরে,
তেম্‌নি শুয়ে ভঙ্গীভরে,
রাঙ্গামুখে রাঙ্গা চোখে ভাঙ্গা সুখে চায়।
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়!

২

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে চম্‌কে উঠে কায়!
এইখানে সে শুইত ভুঁয়ে,
আমার হাতে মাথা থুয়ে,
অমল বেশে হাস্‌ছে যেন কমল শেহালায়,
আজো দেখি দু'পর বেলা,
ভুঁয়ে শুয়ে ফুলের খেলা,
আকুল প্রাণে দুকুল পেতে বকুল শোভা পায়!
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়।

৩

মরে গেছে মানুষ কবে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে উছট্‌ লাগে পায়।
এইখানে সে বেড়ার কাছে,
হেলান দিয়া বসিয়াছে,
হরিণ-হেলা শশী যেন হাস্‌ছে বারেন্দায়।

এইখানে দরজার থামে,
দাঁড়াত হেলিয়ে বামে,
আজো দেখি তেম্‌নি তারে মধুর ভঙ্গিমায়,
হরিণ-হেলা শশী যেন আকাশ নীলিমায়!

৪

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়।
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া,
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়!
আজো আমি দিন দু'পরে,
আয়নাতে তার চাইনা ডরে,
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়!
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়!

৫

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার নাম লইতে চাহে ডাইনে বাঁয়!
আজো দেখি বাড়ী গেলে,
শত কার্য্য কর্ম্ম ফেলে,
চুপি দিয়ে চেয়ে থাকে পূবের জানালায়!
কখন দেখি এলো চুলে,
দাঁড়ায়ে থাকে কপাট খুলে,
সরল আঁখি গলে তাহার তরল মমতায়,
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায়!

৬

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে ঘরে গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।
এই দেখি সে সাম্‌নে খাড়া,
এই দেখি সে পাছে দাঁড়া,
এই দেখি সে পাছে পাছে হাটে পায় পায়।
এই দেখি সে দূরে হাসে,
এই দেখি সে কাছে আসে,
এই দেখি সে হাত বাড়ায়ে—আবার মিলে' যায়।
কি জানি সে কোথায় ঢুকে,
কেমন করে কাহার বুকে,
খুজ্‌তে গেলে হেসে মরে, বুঝতে পারা দায়।
কেন সে বিজলী-রেখা,
এমন করে দেয়গো দেখা,
জানিনা যে কেমন বা তা'র আশা অভিপ্রায়।
সে যে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায়।

৭

মরে গেছে কবে সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার বাড়ী গেলে কথা শুনা যায়!
কখন বা করুণ প্রাণে,
মুগ্ধ করে করুণ গানে,
মধুর মধুর তানে মধুর বেদনায়।
কখন বা সে অভিমানে,
মর্ম্ম হতে চর্ম্ম টানে,
কল্‌জে খুলে "রায় বাঘিনী" রক্ত খেতে চায়,
বজ্র-সম ভয়ঙ্করী গর্জ্জে গরিমায়।

৮

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে যখন-তখন দেখ্‌তে পাওয়া যায়!
আজো দেখি আমতলাতে,
দিন দু'পুরে সন্ধ্যা প্রাতে,
আঁচল উড়ায় মলয় বাতে কনক-প্রতিমায়।
কারে বা সে ভালবাসে,
কারে বা সে দেখ্‌তে আসে,
কার আশাতে ঘুরে বা সে বিভল বাসনায়!
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায়।

৯

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।
শত্রু মিত্র তাহার কথা কেউ ভুলেনি হায়!
তাহার হিংসা, তাহার দ্বেষে,
শত্রু মরে মনের ক্লেশে,
পরাজয়ে তাহার কাছে প্রবল প্রতিভায়!
দীন ভিখারী দ্বারে এসে,
দাঁড়ায় অশ্রুজলে ভেসে,
' কোথায় গো মা লক্ষ্মী রাণী হায়! হায়!
হায়! হায়!
কবে মানুষ মরে গেছে—কেউ ভুলেনি তায়!

চৈত্র, ১৩১৭
ময়মনসিংহ

তুমি না থাকিলে

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
প্রভাতে সোণার সূর্য্য হবে না উদয়,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বুঝিবা আঁধার রাত চিরকাল রয়।

২

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বিজলী বৈশাখী-মেঘে করিবে না খেলা,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে
কাঁদিয়া মরিব আমি একেলা একেলা।

৩

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
আসেনা নূতন জল শ্যাম ধান ক্ষেতে,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ডাকে না কালেম কোড়া বরষার রেতে।

৪

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বাতাসে ভাসেনা জলে হিজলের ফুল,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ফোটেনা কদম্ব কেয়া কামিনী বকুল।

৫

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ফুলের থাকেনা বুঝি মধু পরিমল,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
আসিবেনা দক্ষিণের সমীর শীতল।

৬

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
হাসিবে না পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
জগতের হেম হীরা হইবে কঙ্কর।

৭

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
অনলের উজ্জ্বলতা থাকিবেনা আর,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
হইবে সলিল-শূন্য নদী পারাবার।

৮

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
ফল শস্য হীন হবে ধরা মরুভূমি,
আমি ভাবিতাম আগে, খেতে হাল দিলে,
আগুন উঠিবে ফালে, না থাকিলে তুমি।

৯

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
সৃষ্টির ছিঁড়িয়া যাবে নিয়ম-শৃঙ্খল,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
রবে না মনের সুখ শরীরের বল।

১০

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
তেমনি অরুণ উঠে, নিশি হয় ভোর.
তেমনি পূর্ণিমা রেতে নব ঘন নীলে,
উল্লাসে উড়িয়া খেলে গগনে চকোর।

১১

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
আগেকার মত জ্বলে প্রদীপ উজ্জ্বল,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
ধান খেতে আসে নয়া জোয়ারের জল।

১২

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
তেমনি কুসুম ফোটে তেমনি সুরভি,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
জগতের আগেকার থাকে সেই সবি।

১৩

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
চখে দেখি, কানে শুনি, নাকে বাস পাই,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
আমিও বাঁচিয়া আছি, আজও মরি নাই।

১৪

এখন দেখিতে পাই, তুমি না থাকিলে,
দীনের আশ্রয় শেষ আছে ভগবান,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
অনন্ত করুণা প্রেম সেই করে দান।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২
ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর

নৃসিংহ

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
এক কণা এক বিন্দু রাখিব না আর।
আকণ্ঠ লইব চুষি, যত ইচ্ছা, যত খুসি,
চুষে নিব মেদ মজ্জা শুষে নিব হাড়।
ও বিশাল বক্ষ চিরা', হৃৎপিণ্ড লইব ছিঁড়া',
চুষিব ধমনী শিরা কৈশিকা অপার।
অণুতে অণুতে চুষি, সমস্ত লইব শুষি,
রাখিবনা খোসা ভূষি ছাই ভস্ম ক্ষার,
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার।

২

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
শত যত্নে রক্তবীজ পারেনি রাখিতে নিজ,
বৃথা যত্ন বৃথা চেষ্টা কেন কর আর ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপি' কিবা, দেখনা দীঘল জিহ্বা,
মেলিয়াছি ও ললনা আশা আকাঙ্ক্ষার!
ত্রিজগতে তিল ভূমি নাহি যে পালাবে তুমি,
এ অনন্ত পিপাসায় পাবে না নিস্তার।
কেন তবে কাড়াকাড়ি, তিলার্দ্ধ দিব না ছাড়ি,
চুষে নিব রক্ত মাংস শুষে নিব হাড়,
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার।

৩

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
দেও রূপ রস গন্ধ, কি বিষাদ কি আনন্দ,
দেও তব হাসি অশ্রু রোগ শোক ভার।
দেও কুল শীল মান, দেও আত্মা দেও প্রাণ,
দেও স্নেহ ভালবাসা ঘৃণা তিরস্কার।

যত নিন্দা যত গ্লানি,	দেওলো সমস্ত আনি,
দেওলো কলঙ্ক কীর্ত্তি যা আছে তোমার।
দেওলো যৌবন জরা,	শত কথা ব্যাথা ভরা,
দেও পাপ অনুতাপ পুণ্য পুরস্কার।
দেওলো নরক স্বর্গ,	জন্ম মৃত্যু চতুর্ব্বর্গ,
দেও ভূত ভবিষ্যত আলো অন্ধকার ;
নীলাম্বু সিন্ধুর বুকে,	দেও ঢেলে শত মুখে,
মিলে যাই সুখে দুখে বুকে দু'জনার,
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।

৪

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
একটু রাখিলে বাকি,	শত মৃত্যু দূরে থাকি,
পদাঘাতে ফেলে দিব যা দিয়েছ আর।
আমিলো শিবের মত	আশুতোষ নহি তত,
চাহিনা অর্দ্ধেক প্রাণ অর্দ্ধ অবলার।
চাতকের বিন্দু বারি,	আমি ত চাহিনা নারি,
চাহি অগস্ত্যের মত শত পারাবার।
অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী	যে দীর্ঘ তৃষায় যাপি,
রমণী ধমনীহীন কি বুঝিবে তার ?
আমি চাহি পূরা পূরা,	নাহি চাহি ক্ষুদ কুড়া,
কেন কর আধাআধি সাধাসাধি আর ?
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।

৫

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
আগে দিয়ে পরে 'না, না',	আগে ত ছিলনা জানা,
কে তোমার শোনে মানা বৃথা ছলনার।

শত জন্ম উপবাসী, খেয়েছি যে সুধারাশি,
আজ নাকি দেওয়া যায় উগারিয়া আর ?
সরলা, তোমারে কহি, জহ্নু মনি আমি নহি,
আমি যে করেছি পান নহে ফিরিবার।
আমি রাহু যারে গ্রাসি, আমি যারে ভালবাসি,
জীবনে মরণে মুক্তি নাহিক তাহার।

* * * *

প্রেমে পাপ হয় পুণ্য, কর্ম্ম সে কামনা শূন্য,
অধর্ম্ম হইয়ে ধর্ম্ম করে সে উদ্ধার,
রজকিনী চণ্ডীদাসে, যে প্রেমে বৈকুণ্ঠে ভাসে,
সে কিলো কুণ্ঠিত প্রেম পাপ কুলটার ?
লছমী ও বিদ্যাপতি, পুণ্যধর্ম্ম মূর্ত্তিমতী,
বহে স্বর্গ সরস্বতী প্রেমে দু'জনার।
প্রেমে নিবে দৃষ্টি আলো, করে অন্ধকার—কালো,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে প্রেমে একাকার,
তাই শ্যাম শ্যামরূপ প্রেম দেবতার।

৬

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
যদি নাহি পার দিতে, ফিরে যাওলো কুণ্ঠিতে,
বৈকুণ্ঠ লুণ্ঠিতে বুকে নাহি চাহি আর।
প্রেম—দয়া দানধর্ম্ম, কৃপণের নহে কর্ম্ম,
কৃপণ আপন নিয়ে ব্যস্ত অনিবার ;
সে চাহিয়া আশেপাশে যদিও বা দিতে আসে,
দিতে সে চাহিয়া বসে—স্বভাব তাহার,
যদি না পারিবে দিতে কেন আস আর ?

যাও নারি, যাও ফিরা', নতুবা ও বক্ষ চিরা',
চুষে নিব হৃৎপিণ্ড শুষে নিব হাড়,
প্রেমের ভীষণ দৃশ্য, নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব,
ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার।
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।

২৫শে বৈশাখ ১৩১০
ঢাকা

কান্না—অভিমান

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, চাঁদের হাসি জ্যোৎস্নারাশি দেখ্‌তে জ্বলে প্রাণ।
কদম পাতার ফাকে ফাকে
ফুচ্‌কি দিয়ে চেয়ে থাকে,
শিরায় যেন হীরায় কাটে আঁখির বাঁকা বাণ।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

২

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, বনবিলাসী পুষ্পরাশি দেখ্‌তে জ্বলে প্রাণ।
ফোটা ফুলের মোটা হাসি,
আমার বুকে সয়না আসি,
রোমে রোমে লাগ্‌ছে যেন দোমে দোমে টান।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

৩

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, কল্ কল্ কল্, খল্ খল্ খল্ হাস্যে ফাটে প্রাণ।
নদীর ঢেউয়ের হাস্যরঙ্গ,
বিলে বাজে জলতরঙ্গ,
রক্ত ফোটে টগবগিয়ে শিরায় দহ্যমান।
আমার কল্ কল্ কল্, খল্ খল্ খল্ হাস্যে ফাটে প্রাণ।

৪

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
তার মলিন মুখে অশ্রুটুকে দেখ্‌তে জুড়ায় প্রাণ।
জলের ভারে চক্ষু নত,
বদ্ধমুক্তা স্রোতের মত,
পদ্মভাঙ্গা মদ্যরাঙ্গা কাজল মাখা বান,
কখন পড়ে ফোটা ফোটা,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কোমল বোঁটা,
পউষ মাঘে পাতার আগে শিশির লম্বমান।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

৫

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।
যখন বসে গাল ফুলিয়ে,
শোভা আসে পাল তুলিয়ে,
যত্নে যেন উজান বেয়ে রত্নতরী খান।
চখে মুখে চূর্ণ চুলে,—
দেখ্‌লে তারে জগৎ ভুলে,—
বক্ষে মণি রক্ষা করে যক্ষ সাবধান।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

৬

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
যজ্ঞে দিলে সমিধ ঘৃত,
অগ্নি যেমন ধূমায়িত,
কখন জ্বলে কখন নিবে কখন লেলিহান্।
বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে,
চেয়ে দেখ যজ্ঞক্ষেত্রে,
অগ্নিহোত্রী প্রণয়গোত্রী আকুল যজমান।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

৭

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
অরুণ উষার তরুণ শিখা,
ঢাক্‌লে শীতের কুহেলিকা,
কাতর করুণ ফুলের কাঁদে আতর মাখা প্রাণ।
কিন্তু তার ঊর্দ্ধগত,
জগজ্জ্বালা রৌদ্র যত,
রুদ্ধ বলে আকাশতলে ক্রুদ্ধ—বলবান।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

৮

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
নীল নীরদের আঁচল পেতে,
শশাঙ্ক শোয় আঁধার রেতে,
তীব্র উগ্র তীক্ষ্ণ তড়িৎ চাউনি খরশাণ।
অচঞ্চল পদ্ম ফোটা,
পছন্দ নয় আমার ওটা,
বর্ষে যখন হর্ষে তখন আমার ভাসে প্রাণ।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

৯

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না অভিমান,
তার নলিন আখির মলিন ঠারে ঠাণ্ডা করে প্রাণ।
অভেদ নিশি অভেদ দিবা,
মেঘ মোড়ান শাওণ কিবা,
শব্দহীন জব্দ জগৎ স্তব্ধ কলতান।
শাখীর জলে পাখী ভিজে,
আখির জলে ভিজিয়ে নিজে
পরকে ভিজায়, প্রেমের কিযে পুণ্য মৌনিস্নান!
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

১০

আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
তার নয়ন ডাগর কৃষ্ণসাগর দেখ্‌তে কাঁপে প্রাণ।
সাধ্‌তে গেলে বিষম লাগে,
না সাধ্‌লেও বিষম রাগে,
আস্‌তে কাটে যাইতে কাটে শাঁখের করাত খান।
শুনেছি পদ্ম-পদাঘাতে,
মুক্তি দিলে হাতে হাতে,
লভে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ কত পুণ্যবান।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩১০
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

সে কেমন ?

কেন গো তাহারে হায়, পরাণ জানিতে চায়,
কি হবে তাহারে দিয়ে কোন্ প্রয়োজন ?
বুঝিনা কি হবে লাভ, ঘুচাইবে কি অভাব,
করিবে প্রাণের কোন্ বাসনা পূরণ ?
বুঝিতে নাহি যে পারি, সে চির-অচেনা নারী,
সে যে কি করিবে হায় করুণা এমন,
কি হবে জানিয়া তারে, কোন্ প্রয়োজন ?

২

যা খুসি সে হৌক্ তাই, কি হবে জানিয়া ছাই,
খামাখা প্রাণের এই আশা আকিঞ্চন।
কল্পনায় হরি হরি, কতবার ভাঙ্গি গড়ি,
মনে হয় একবারো হয় না তেমন !
শুধু কুমারের চাক, পরাণে দিতেছি পাক,
দিবা রাতি এক তিল নহে নিবারণ,
পারিনা গড়িতে তারে, হায় সে কেমন ?

৩

এই পূর্ণিমার মত, তাহারো কি শোভা তত,
তাহারো এমনি নাকি চারু চন্দ্রানন ?
সেও যদি হেসে উঠে, তবে কি চকোর ছুটে,
উল্লাসে উছলে সিন্ধু করিতে চুম্বন ?
তা হ'লে শশীরে দেখে, তার আলো প্রাণে মেখে,
তাহার পিপাসা যে গো হ'ত নিবারণ :
তাহা ত হয়না সই, তার সে অমৃত কই,
সে যেন আরেক শশী কেমন কেমন ?

৪

শ্যামল বসন পরা, বিবিধ কুসুম ভরা
সে কি গো এমনি এক বসন্তের বন ?
তারো কি সুরভি শ্বাসে, এমনি ভ্রমর আসে,
তাহারো অধরে হেন মধু-নিমন্ত্রণ ?
সে যদি হইবে তাই, তবে কি যাতনা পাই,
বনে বনে পাইতাম তার দরশন।
দেখিতাম যথা তথা, সে কোমল বাহুলতা,
প্রসারিয়া রহিয়াছে পুষ্প-আলিঙ্গন।
কপোল কুসুম-কুম্ভ, আদর-অমৃত-চুম্ব
পূরিয়া রাখিত তার বদান্য বদন।
শুনিতাম শাখে শাখে, কোকিলের কুহু ডাকে,
তা'রি সোহাগের হায় শুভ সম্ভাষণ।
সে যদিও ফুল হয়, এ-ফুল সে-ফুল নয়,
এ-মধু সে-মধু নয় কভু কদাচন ;
সে আরেক ফুলবধূ, তাহারি আরেক মধু,
তাহারি আরেক শোভা কেমন কেমন !
না খাইয়া প্রাণে লাগে, না দেখিয়া প্রাণে জাগে,
না শুনিয়া অনুরাগে আগে মজে মন,
সে যেন গো কোথাকার আরেক নন্দন।

৫

সে কি ত্রিদিবের উষা, পরে পারিজাত ভূষা,
তরুণ অরুণ লেপে চরণে চন্দন ?
তা'রি কি পায়ের দাগে, হেম-আভা মেঘে লাগে,
গগনের নীল পথে করিতে ভ্রমণ ?

প্রসন্ন-প্রভাতে মরি, তাহারি কি ছায়া পড়ি
নদী নদে হ্রদে বিলে ফোটে পদ্মবন ?
তা'রি কি স্বর্গীয় গন্ধে, পরিমল মকরন্দে,
আনন্দে ভুবন ভরে সুধা সমীরণ ?
এক পায় দুই পায়, সে যখন গেয়ে যায়,
তাহারি কি কুহুরবে শিহরে কানন ?
হায় সে অমৃত স্পর্শে, কে জাগে আনন্দে হর্ষে,
কে পায় এ মরদেহে অমর জীবন ?
কে জানে সে দেব-উষা মধুর কেমন ?

৬

কপাল শঙ্খের মত, গোল শুভ্র সমুন্নত,
সে নাকি লাবণ্যশ্রীর রাজসিংহাসন !
সুনীল বঙ্কিম ভুরু, অমৃতের রাজ্য সুরু,
অনঙ্গ করেছে নাকি সীমা নিরূপণ !
লেখা নাকি দুই ছত্র, সুধাপূর্ণ প্রেমপত্র,
অপূর্ব্ব অমর কাব্যে কমল নয়ন !
কার ভাগ্যে কেবা পড়ে, স্বর্গমর্ত্ত্য একস্তরে,
কে জানে সুখের সেই বিশ্ব-অধ্যয়ন,—
সে এক অমর-কাব্য অপূর্ব্ব কেমন !

৭

দয়ামায়া নাহি যা'রি, আমি জানি সেই নারী,
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ ;
শোণিতে অনল জ্বলে, ধমনীর লৌহ-নলে
অগ্নিগিরি হৃৎপিণ্ড ধাতু প্রস্রবণ ।

মুখে মধু হাতে ছুরি, আঁখি ভরা প্রাণ চুরি,
ভুরুর অসিতে সে যে বলি দেয় মন ;
আলোক দিবসে খালি, নিশিতে সে মহাকালী,
বিশাল গরাসে তার গ্রাসে ত্রিভুবন।
বরষি শীতল বারি, জানি সে জলদ নারী,
অনায়াসে হানে বুকে অশনি ভীষণ,
ভিতরে সে শের আলী, ডাকাতি দস্যুতা খালি,
বাহিরে সে শুদ্ধ বুদ্ধ শুক সনাতন।
দিতে গেলে হাত পাতে, নিতে গেলে ধরে হাতে,
আপনার পাঁচ কড়া,—সরল কেমন !
বিধাতা নারীর বেশে, পাঠায়েছে নরদেশে,
দ্বেষ হিংসা কপটতা পাপ প্রলোভন,
মহাকুষ্ঠ মহারোগ, নরের নরক ভোগ,
পাঠায়েছে বুকভরা সাধিয়া মরণ।
কামুক বোকারা খালি, সুখে দেয় করতালি,
ভাবি' তারে ত্রিদিবের ইন্দ্রের নন্দন।
আমি দেখি রাঙ্গা ঠোঁটে, আগুন জ্বলিয়া ওঠে
'ফু'দিলে প্রাণের মাঝে,—ও নহে চুম্বন,
আমি দেখি নাগপাশে, রমণী জীবন নাশে,
আনন্দে বর্ব্বর ভাসে—বলে আলিঙ্গন।
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ।

৮

সেও যদি নারী হবে, এমনি নিষ্ঠুর তবে,
নিশ্চয় তাহারও হেন পাষাণের মন।
আমি যে চিনিতে পারি, ধর্ম্মের লেপাফা নারী,
আমি চিনি 'হলওয়ের' মহাবিজ্ঞাপন।

* * *

রুমাল পয়মালকারী, বিলক্ষণ চিনি নারী,
চিনি সে অটোডিরোজ ইউডিকলন ;
একটু শুঁকিতে হায়, হাওয়ায় উড়িয়া যায়,
পকেটে রাখিলে তবু করে পলায়ন।
জানি তার হিন্দু-আখ্যা, জানি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,
জানি সে বাসর ঘরে আসর গ্রহণ।
জানি তার ব্রহ্মভাষা, নাকে কাঁদা চখে হাসা,
বাছিতে বাছিতে খায় মাছিতে যৌবন।
প্রেমের আতরদান, সোহাগের সাচিপান,
চিনি সে সত্যের শূর্ম্মা জ্ঞানের অঞ্জন।
ভূতের সে মুক্তি সেনা, পেত্নিনীরে যায় চেনা,
অপাঙ্গে পাপের সঙ্গে সদা করে রণ।
সেও যদি নারী হবে, সেও ত এমনি তবে,
ক্ষুধিতা রাক্ষসী কিম্বা বাঘিনী ভীষণ,
বুক চিরে হায় হায়, সেও ত শোণিত খায়,
সেও সে নারীর বংশে নারী একজন।

২১শে ফাল্গুন—১৩০১
মধুপুর (ই. আই. আর.)

ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ

কেহ কারো নয়

নিষ্ঠুর সংসারে আহা কেহ কারো নয়,
"তুমি আমার আমি তোমার" মুখে শুধু কয়।
কত দিন বলিয়াছি—'তুমি আছ বলে আছি,
প্রাণ গেলে ভুলিবনা—অভিন্ন হৃদয়'।

কত দিন বলিয়াছি, তুমি আছ বলে আছি,
জীবনে মরণে মাখা, উভয়ে উভয়।
কিন্তু আজি হায় হায়, ভুলেছি সে সমুদায়,
ভুলিয়াছি সরলার সরল প্রণয়।

দিনান্তে একটিবার এক বিন্দু অশ্রুধার,
দেই কি না দেই তারে যদি মনে হয়।

১২৯২

প্রণয়

হইল তুষার-শুভ্র কাল কেশরাশি,
খসিল মুকুতাসম বিমল দশন,
নিমগ্ন অধর প্রান্তে ডুবে মরে হাসি,
গ্রাসিল বিকট জরা জীবন যৌবন।

প্রবৃত্তি বাসনা যত ক্রমে দূরে যায়,
দূরে যায় সংসারের পাপ প্রলোভন,
উদ্যম উৎসাহ আশা ডুবিছে সন্ধ্যায়,
বিমল বৈরাগ্যে যেন ভেসে গেছে মন।

ভেবেছিনু প্রেম অন্য বাসনার মত,
জরায় হইয়া জীর্ণ ক্রমে হবে লীন,
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে দেখি বাড়ে ক্রমাগত,
আগেকার শতগুণ নেশায় নবীন।

হেরিয়া রমণী হাসে একিরে বালাই,
পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরামৃত্যু নাই ?

১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৫ ময়মনসিংহ

কলঙ্ক

কলঙ্ক কি—নহে নিন্দা, নহে লোকলাজ,—
তোমারে পাওয়ার নাম ! যদি তাই হয়,
তা হলে সার্থক প্রিয়ে এ জীবন আজ,
হৌক্ এ লোকের কথা অনন্ত অক্ষয়।

করুক জগতশুদ্ধ কলঙ্ক ঘোষণা,
কি আছে ইহার চেয়ে সৌভাগ্য আমার,
যদি সত্য হয় এক বিন্দু—এক কণা,
বুঝিব এ পুণ্যফল বহু তপস্যার।

কিন্তু প্রিয়ে এতে হবে তোমার ত ক্ষতি,
স্বর্গের দেবতা তুমি আমি যে মানব,

মানবে দেবের দয়া অসম্ভব অতি,
তোমার কলঙ্ক এতে আমার গৌরব।
তথাপি তুমি এতে দিয়েছ সম্মতি,
প্রাণের সরলা প্রিয়ে দেবি দয়াবতী!

কলিকাতা, ১২৯৫

নারীর প্রাণ

সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর করিয়া,
আদরে যতনে বিধি রচিলা তোমায়,
সমস্ত বিশ্বের শোভা সারভাগ নিয়া,
যৌবন ফুটায়ে দিলা পুষ্প-পূর্ণিমায়!

নীলনেত্র, রক্তওষ্ঠ, চারু চন্দ্রানন,
ও পীন্ উন্নত বক্ষ কতই বিশাল,
ব্যাপিয়া রয়েছে কত স্বপ্ন জাগরণ,
কত যে জীবন মৃত্যু—ইহ পরকাল!

কিন্তু রে রচিতে তোর তনু অতুলন,
ফুরাইয়া ছিল বুঝি শোভার ভাণ্ডার,
তাই কি দেহের মত হয় নাই মন,
কোমল সৌন্দর্য্য বুঝি নাহি ছিল আর?

দিয়েছে অপূর্ণ প্রাণ পূরিয়া পাষাণে,
শত অশ্রুপাতে তাই গলিতে না জানে!

ময়মনসিংহ, ১২৯৬ সন

আমার দেবতা

হয়েছি সংসারত্যাগী উদাসী সন্ন্যাসী,
সকলে আমারে ভাবে সাধু মহাজন,
কেহই জানে না আমি কারে ভালবাসি,
আমার প্রাণের প্রিয় দেবতা কেমন !

কিরূপ তাহার পূজা কি যে উপাসনা,
কেমনে কোথায় তার করি আবাহন,
কি যে দেই পাদ্য অর্ঘ্য চরণ-বন্দনা,
কেমনে কোথায় তার করি বিসর্জ্জন !

বিশুভ্র রমণীমূর্ত্তি অতি শুভ্র বাস,
এলান কুন্তলরাশি নব মেঘময়,
নয়নে জাগিয়ে আছে শত সর্ব্বনাশ,
নিত্য পূজি দিয়ে তারে সরক্ত হৃদয়।

অশ্রুজল পাদ্য অর্ঘ্য, মন্ত্র হাহাকার,
জীবনের সঙ্গে চির বিসর্জ্জন তার।

৬ই মাঘ, ১২৯৬
জয়দেবপুর

সামান্য নারী

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ।
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আখির জলে মাখা অভিমান।

একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান।
যা গেছে সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান।
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ!

১২৯৬
শেরপুর, ময়মনসিংহ

ভয়

কেন মিছে কর ভয় 'পাছে কেহ জানে',
কি হবে বলনা প্রিয়ে পরের কথায়?
কসিতে বসিবে বাঁধ আরো টানে টানে,
প্রেম কি ফুলের মত ফুঁতে ছিঁড়ে যায়?

বহ জাহ্নবীর মত পর্ব্বত-পাষাণে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তারে দেও ভেঙ্গেচুরে,
কি হবে বলিলে লোকে শুধু কাণে কাণে,
আসে যদি ঐরাবত ভেসে যাবে দূরে।

প্রেমের বিজয় শঙ্খ অই শোন বাজে,
অই দেখ আগে আগে আসে মনরথ,
কেন মর বিধুমুখী বৃথা লোকলাজে,
অকূলে ভাসায়ে কূল করে এস পথ।

সম্মুখে শ্মশান বুকে কাঁদিতেছে কবি,
বহ শতমুখে তার হৃদয়ে জাহ্নবি।

কলিকাতা, ১২৯৫

বালিকার প্রেম

কাচের বাসন দিয়ে বালিকার হাতে,
পীরিতি করিতে যাও তবে তার সাথে।
খেলার পুতুল মত,
ভাঙ্গেচুরে অবিরত,
হৃদয় ফাটিয়া যায় দারুণ আঘাতে!
দয়া মায়া সব ভুলি,
বিনাশিয়ে পাখীগুলি
নিঠুর বালক সুখী দেখেছ সাক্ষাতে।
পরের প্রাণের দুখ,
বোঝেনাক একটুক;
তেমনি চপলা বালা সুখী আপনাতে!
প্রলয়ে নাশুক সৃষ্টি,
তবু না করিবে দৃষ্টি,
চপলা বালার কিবা আসে যায় তাতে।

১২৮৫
জয়দেবপুর—ঢাকা

রমণী

লাবণ্যের পূর্ণচন্দ্র বিলাসের খনি,
নবরসে পরিপূর্ণ বসন্তের ফুল,
কামনা-কালিন্দীজলে কাঞ্চন-তরণী,
যৌবন-বসন্ত-বায়ু বহে অনুকূল।

তুমি কি পাপের মূর্ত্তি কহলো রমণি,
পরাণে পরশে পাপ চাহিলে তোমায়?
ছি ছি ছি। তুমিলো নাকি বিষধর ফণী,
কিযে বলে পোড়া লোকে বুঝা নাহি যায়।

কমল-নয়নে তব কমল-অধরে,
অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতিঃ সদা ঝরে তাঁর,
তাঁহারি মহিমা তব স্ফীত বক্ষোপরে,
রহিয়াছে পুঞ্জীকৃত পর্ব্বত আকার।

তাঁহারি পবিত্র রূপে তুমি রূপবতী,
যারা দেখে অপবিত্র তারা পাপমতি।

১২৯৫
কলিকাতা

রমণীর প্রেম

এই ছু'টে যায় নারী এই ছু'টে যায়,
এই হাসি এই কান্না এই আলিঙ্গন,
এই অভিমানপূর্ণ ম্লান বরষায়,
এই শরতের চন্দ্র জুড়ায় নয়ন।

অনন্ত অসীম নীল গগনের গায়,
কত জলদের বক্ষ করি বিদারণ,
চঞ্চলা চপলা বালা ছুটিয়া পালায়,
কত অশ্রু হাহাকার অশনি পতন!

কাঁদাইয়া চিরদিন রমণীর খেলা,
কত অন্ধকার বুকে দিয়ে যায় ঢেলে,
জীবন করিয়া যায় "একেলা একেলা",
উদ্যম উৎসাহ আশা ভেঙ্গেচুরে ফেলে!

রমণীর পীরিতি করে তেল মেখে গায়,
ছুঁইতে কি না ছুঁইতে পিছলিয়া যায়!

১২৯৬
জয়দেবপুর, ঢাকা

মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২০